শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-গৌরব-গ্রন্থগুচ্ছঃ—৫২

শ্রীশ্রীরসকলিকা

শ্রীশ্রীমন্ নন্দকিশোর-গোস্বামিপাদ-প্রণীতা

শ্রীহরিদাসদাসেন প্রকাশিতা

[শ্রীনবদ্বীপ—হরিবোল-কুটীরতঃ]

৪৬৪ শ্রীগৌরাব্দঃ

প্রথমং সংস্করণম্

প্রাপ্তিস্থান :—
শ্রীহরিদাস দাস
শ্রীধাম নবদ্বীপ
শ্রীহরিবোল কুটীর
নদীয়া

প্রিণ্টার :
শ্রীহরিপদ পাত্র
১৬০, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

সূচনা

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অপার করুণায় শ্রীমন্ নন্দকিশোর গোস্বামিপাদ-বিরচিত শ্রীশ্রীরসকলিকা-নামক গ্রন্থরত্ন এত দিনে প্রকাশিত হইলেন। শ্রীমন নন্দকিশোরের অন্য নাম—পরমানন্দ। ইনি শ্রীশ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর সপ্তম অধস্তন। শ্রীমদ্ বীরচন্দ্র প্রভু খড়দহে বাস করিতেন। তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীগোপীজনবল্লভের প্রথম পুত্র শ্রীহরিদেব লতায় বাস করেন এবং দ্বিতীয় পুত্র শ্রীরামকৃষ্ণানন্দ মালদহের অন্তর্গত গয়েশপুরে বাস করেন। উত্তরকালে শ্রীহরিদেবের বংশধরগণ লতার গাদি হইতে বাঁকুড়া জেলার পুরুলিয়া পাটে আসেন। শ্রীহরিদেবের প্রপৌত্র শ্রীরসিকানন্দ প্রভু অবশ্যই পুরুলিয়ায় বাস করিতেন, এই রসিকানন্দেরই কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীপরমানন্দ বা শ্রীনন্দকিশোর গোস্বামী শ্রীরসকলিকার রচয়িতা। [গ্রন্থান্তে শ্রীশৃঙ্গারবট-বাস্তব্য শ্রীগোস্বামিগণের বংশধারা দ্রষ্টব্য]। শ্রীপরমানন্দ শৈশবহইতেই বিষয়-বিরক্ত ছিলেন, বিবাহ না করিয়াই ইনি শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া শ্রীশ্রীযুগলকিশোরের কেলিস্থলী দর্শন করত পরমানন্দ লাভ করিলেন এবং স্বপরিচয়-গোপনপূর্বক তদানীন্তন গৌড়ীয়বৈষ্ণব-গগনের সমুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-মহাশয়ের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন ও ভজন-শিক্ষা করিতে লাগিলেন। গ্রন্থাধ্যয়ন শেষ হইতে না হইতেই পুরুলিয়া পাটের জনৈক বৈষ্ণব তাঁহার সন্ধানে আসিয়া শ্রীচক্রবর্ত্তি-মহাশয়ের নিকট শ্রীপাদের গৃহত্যাগে তদীয় জননীর নিদারুণ দুঃখদৈন্যাদি নিবেদন করত শ্রীপাদকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্বক দারপরিগ্রহ করিতে অনুমতি দিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ গুরুদক্ষিণারূপে শ্রীপাদের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন ও জননীর অনুরোধে বিবাহ করিতে আজ্ঞা দিয়া শ্রীনন্দকিশোরকে গৃহে পাঠাইলেন। ইনি পুরুলিয়ায় আসিয়া বিবাহ করেন এবং একটি পুত্র হইলেই পুনরায় গৃহত্যাগ করিয়া ব্রজে বাস করত **শ্রীশ্রীবৃন্দাবনলীলামৃত** ও **শ্রীশ্রীরসকলিকা** প্রণয়ন করেন।

ব্রজে প্রত্যাবর্ত্তনকালে ইনি তাৎকালীন জনৈক বাদশাহের সাহায্যে ছাড়পত্র পাইয়া বঙ্গদেশ হইতে শ্রীশ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ বিগ্রহ আনয়ন করেন। তত্রত্য বাদশাহী সনদ হইতে ১৮১৫ সম্বৎ পাওয়া যায়, ইহাতে মনে হয় যে শ্রীপাদ নন্দকিশোর সপ্তদশ শকাব্দার শেষ ভাগেও প্রকট ছিলেন। ইঁহার প্রতিভায় যোধপুরের রাজা ও বহু ধনাঢ্য ব্যক্তি ইঁহাকে বহু ভূসম্পত্তি দান করিয়াছেন—অদ্যাবধি তদীয় বংশধরগণ ঐ সম্পত্তি ভোগদখল করিতেছেন।

শ্রীবৃন্দাবনলীলামৃত বরাহসংহিতার প্রমাণে [illegible] পয়ারাদি ছন্দে ৫০ অধ্যায়ে পূর্ণ। **শ্রীরসকলিকা** উজ্জ্বলনীলমণির আধারে রচিত, অধিকাংশ শ্লোক ও

প্রমাণই উজ্জ্বল হইতে গৃহীত। ইহাতে স্বরচিত কতিপয় শ্লোক এবং পদ সংযোজিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীগোবিন্দ দাসের ১০টি এবং কবিরঞ্জনের ও জ্ঞানদাসের একটি করিয়া পদ ইহাতে অন্তর্নিবিষ্ট। ব্রজবুলি-পদরচনায়ও যে ইহার কৃতিত্ব ছিল, তাহা (২৮-২৯ পৃষ্ঠায়) 'ভোর হি লোচন', (১৫৪-১৫৫ পৃষ্ঠায়) 'দেখ সখি! নিশি বহি গেল' ইত্যাদি পদে বেশ বুঝা যায়। রসকলিকাকে উজ্জ্বলনীলমণির সংক্ষিপ্ত অনুবাদও বলা চলে।*

শ্রীপাদ যখন শৃঙ্গারবটে শ্রীনিতাইগৌরের বিশাল সেবা চালাইতেছিলেন, তখন ভোঁধু নামে এক ব্রজবালক তাঁহার গোপালনে নিযুক্ত ছিলেন। ভোঁধু প্রত্যহ প্রভাতে বাল্যভোগ প্রসাদ পাইয়া গোগণ লইয়া যমুনাপারে মাঠবনে বা ভাণ্ডীরবনে যাইতেন। সগণ রাখালরাজ শ্রীনন্দনন্দনের সহিত ভোঁধুর মিত্রতা হয় এবং গোপালগণ ভোঁধুর নিকট রন্ধনের সামগ্রী যাচ্ঞা করেন। শ্রীগোস্বামিজীর ভাণ্ডার হইতে প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে সামগ্রী যাইতে লাগিল। ক্রমশঃ প্রচুরতর খাদ্যদ্রব্য যাইতে লাগিল দেখিয়া শ্রীপাদ ভোঁধুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে সগণ শ্রীনন্দনন্দনই ঐসব সামগ্রী দ্বারা দালবাটি প্রস্তুত করিয়া ভোজন করত খেলা করেন। শ্রীপাদ তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া ভোঁধুদ্বারা সন্নিহিত গোপাষ্টমী উৎসব উপলক্ষে সকল গোপালের নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু গোস্বামিগৃহে যাইতে রাখালরাজ অসম্মত হইলে ভোঁধু প্রণয়াভিমান বশতঃ নিজের গরু পৃথক করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণবলদেব অনেক সাধ্যসাধনার পর স্বীকার করিলেন যে শ্রীগোসাঞিজি যদি স্বয়ং মস্তকে বহন করিয়া খাদ্যসামগ্রী নিতে পারেন, তবে তাঁহারা ভোজন করিবেন। শ্রীনন্দকিশোর প্রচুর দ্রব্য মস্তকে বহন করিয়া তৎপরদিন ভাণ্ডীরবনে গিয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ক্রীড়া-বিনোদ দর্শন করত কৃতার্থ হইলেন। ক্ষণকাল পরে অন্তর্ধান হইলে ইনি যখন বিরহমূর্চ্ছায় ভূশায়িত ছিলেন, তখন আদেশ হইল 'অধীর না হইয়া গৃহে যাও এবং আমার লীলাস্থলীর বর্ণনা কর।' এই প্রত্যাদেশেই তিনি উত্তরকালে এই গ্রন্থদ্বয় প্রণয়ণ করেন।

শ্রীবৃন্দাবনের কেশীঘাট ঠৌরের মোহান্ত শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবচরণ দাস বাবাজি মহারাজের দুইখানা পুঁথি ও কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একখানা পুঁথি দেখিয়া এই গ্রন্থের পাঠ নির্ধারিত হইল। পাঠান্তরসমূহ যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থের অনুশীলনে কাহারও বিন্দুমাত্র সুখ হইলে প্রকাশকের সকল পরিশ্রম সার্থক হয়। ইতি—

---

* শ্রীমৎ শচীনন্দন বিদ্যানিধি 'উজ্জ্বলচন্দ্রিকা' নামে যে উজ্জ্বলনীলমণির অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-গৌরব-গ্রন্থগুচ্ছ :—৫২

শ্রীশ্রীরসকলিকা

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

(প্রথম দল)

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥ ১

ব্রজেশ-তনয়ঃ কৃষ্ণঃ শ্রীরাধা-প্রেমকামুকঃ।
নবদ্বীপেঽবতীর্ণোঽভূৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামধৃক্॥ ২

রোহিণীনন্দনঃ শ্রীমান্ নিত্যানন্দো মহীতলে।
গৌরপ্রেম-রসানন্দী কীর্ত্তনানন্দবিগ্রহঃ॥ ৩

শ্রীমদদ্বৈত আচার্য্যোঽদ্বৈতঃ শ্রীহরিণা সহ।
যস্যেচ্ছয়াঽবতীর্ণোঽভূৎ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুঃ॥ ৪

শ্রীবাসপণ্ডিতাদীংশ্চ শ্রীগদাধর-সংজ্ঞিতান্।
দামোদর-স্বরূপাদীন্ বন্দে চৈতন্য-পার্ষদান্॥ ৫

ক—শ্রীবৃন্দাবনীয় কেশিঘাট ঠৌর হইতে মহান্ত শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবচরণ দাস বাবাজি-মহাশয়-কর্ত্তৃক প্রদত্ত পুঁথি।

খ—কলিকাতা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পুঁথি সংখ্যা ৩৪৬, লিপিকাল ১২৩৯ বঙ্গাব্দ।

শ্রীশ্রীরসকলিকা

(যথা রাগঃ)

১ম সর্গঃ —

প্রথমে বন্দিব গুরু, বাঞ্ছাকল্পতরু,
অতিশয় দীনজনবন্ধু ।
অজ্ঞান-তিমির নাশে, দিব্য নেত্র পরকাশে,
সেই প্রভু করুণার সিন্ধু ॥
মো অতি অধম ছার, মোরে কৈল অঙ্গীকার,
সেহো তাঁর করুণা প্রবল ।
কৃপা করি সব মত, জানাইলা রসতত্ত্ব,
রাধাকৃষ্ণলীলাদি সকল ॥
মুঞি অতিশয় দীন, সারাসার-জ্ঞানহীন,
হৃদয় মলিন অতিশয় ।
গুরুকৃপা প্রচণ্ড, সব মলা করি খণ্ড,
স্নিগ্ধাকার করিল হৃদয় ॥
ব্রজেন্দ্রতনয় হরি, রাধাভাব অঙ্গীকরি,
নবদ্বীপে হৈলা অবতীর্ণ ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম, প্রেমধন করি দান,
আস্বাদিল নিজ ভাব পূর্ণ ॥
নিত্যানন্দচাঁদ বন্দি, গৌরপ্রেম-রসানন্দী,
বলদেব রোহিণী-তনয় ॥
অবতীর্ণ মহীতলে, প্রেম প্রচারিয়া বলে,
কীর্ত্তন-আনন্দ-রসময় ॥
তবে বন্দো মহাশয়, সদাশিব কৃপাময়,
ভক্তরূপে অদ্বৈত আচার্য্য ।

যৈছো নিজভক্তিবলে, কৃষ্ণে আনি' ক্ষিতিতলে,
সাধিল আপন যত কার্য্য ॥
বন্দো প্রভুর ভক্তগণ, শ্রীবাসাদি যত জন,
গদাধর আদি ভাগবত ।
বন্দো স্বরূপ, রামানন্দ, কেবল প্রেমের কন্দ,
চৈতন্যপার্ষদ আর যত ॥
দুই প্রভু অবতরি', নিজগণ সঙ্গে করি',
বিলসয়ে নদীয়ানগরী ।
প্রেমরস পরকাশে, আনন্দ-সায়রে ভাসে,
নিত্যানন্দ সঙ্গে যুক্তি করি' ॥
শুন প্রাণ নিত্যানন্দ, তুমি সে আনন্দ-কন্দ,
শুন মোর এক নিবেদন ।
গৌড়দেশে প্রেমধন, দান কর অনুক্ষণ,
প্রকাশ করহ সংকীর্ত্তন ॥
গৌড়দেশ নিত্যানন্দে, সমর্পিয়া নিজানন্দে,
বৃন্দাবন—রূপসনাতনে ।
আপনে উৎকলদেশে, করে প্রেম পরকাশে,
রহে স্বরূপ রামানন্দ সনে ॥
অথ রূপ-সনাতন, প্রভু আজ্ঞায় দুই জন,[১]
লুপ্ততীর্থ প্রকাশ করিলা ।
ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, প্রকাশিলা নানামত,
লক্ষ গ্রন্থ নিরূপণ কৈলা ॥

১। 'এথা সনাতনরূপ, প্রভু-আজ্ঞা পাঞা ভূপ,'—খ ;

বিদগ্ধমাধব আর, উজ্জ্বলনীলমণি সার,
এই দুই রসের সাগর।
নানামৃত আছে ইথে, শুনি সাধু-মুখাদিতে,
আস্বাদিতে লোভ বাঢ়ে মোর॥
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, বন্দো দোঁহার শ্রীচরণ,
দোঁহে মোরে হও কৃপাবান্।
নাহি কিছু অধ্যয়নে, হ্রস্বদীর্ঘ-জ্ঞানহীনে,
তভু চেষ্টা বাঢ়ে অনুক্ষণ॥
খর্ব হঞা চাঁন্দ যেন, ধরিবারে করে মন,
তেন বাঞ্ছা হয়েত আমার।
যদি দয়া করি সভে, পড়িয়াছি অতি লোভে,
নিবেদন করো বার বার॥
কহিতে শৃঙ্গার রসে, মনে হয়ে অভিলাষে,
শুভ দৃষ্টে দয়া কর মোরে।
নায়ক-নায়িকা-গুণ, আর ভাব-নিরূপণ,
রস-প্রেম-দশাদি বিস্তারে॥
উজ্জ্বল গ্রন্থ-অনুসার, বিদগ্ধমাধব আর,
সাধুপত্তে উক্ত যে প্রকার।
এ **রসকলিকা** নাম, এই গ্রন্থের আখ্যান,
ছন্ন[২] রূপ করিব প্রচার॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পদ, সেই মোর সুসম্পদ,
তাহা বিনু অন্যে নাহি আশ।

২। দশ—ক।

যে চরণ-বল হৈতে, মঙ্গলাচরণ-রীতে,
কহে দীন নন্দকিশোর দাস ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় শ্রীগুরুগোসাঞি কৃপা কর মোরে। মো সম পতিত নাহি জগৎ ভিতরে ॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পাদ করিয়া ভরসা। বর্ণিব শৃঙ্গার রস মনে করি আশা ॥
নায়ক-নায়িকা—রসের বিষয়, আশ্রয়। সেই দুই শ্রেষ্ঠ রাধা ব্রজেন্দ্রতনয় ॥

তথাহি (ভ র সি ২।১।১৭)—

নায়কানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ॥ ইতি

তথা বৃহদ্গৌতমীয়ে—

দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্বলক্ষ্মীময়া সর্বকান্তিঃ সম্মোহিনী পরা ॥ ইতি চ

নায়েকর গুণ আগে করিয়ে কথন। পশ্চাৎ নায়িকা-গুণ করিব বর্ণন ॥

তত্র নায়কো যথা (উ নী ১।৫)—

পদদ্যুতিবিনির্ধূত-স্মরপরার্দ্ধরূপোদ্ধতি-,
দৃগঞ্চলকলানটীপটিমভির্মনোমোহিনী।
স্ফুরন্নবঘনাকৃতিঃ পরমদিব্যলীলানিধিঃ,
ক্রিয়াত্তব জগত্রয়ী-যুবতিভাগ্যসিদ্ধির্মুদম্ ॥ ইতি

ছিয়ানব্বই প্রকার হয় নায়কের গুণ। উজ্জ্বল-গ্রন্থেতে তাহা বিস্তার বর্ণন ॥
ইহা সংক্ষেপেতে কিছু করিয়ে লিখন। প্রথম চতুর্বিধ হয়ে নায়ক-লক্ষণ ॥
এক **অনুকূল** আর হয়েত **দক্ষিণ**। **শঠ ধৃষ্ট** চতুর্বিধ নায়ক প্রবীণ ॥

তত্র অনুকূলঃ—

অনুকূল গুণ যেই রঘুনাথে হয়। সীতা বিনু অন্য তাঁর মনে নাহি লয় ॥
অন্য নায়িকাতে রতি-চেষ্টা নাহি মানে। তে কারণে রাত্রি দিনে সীতা পড়ে মনে ॥

যথা (উ নী ১।১৫)—

অতিরক্ততয়া নার্য্যাং ত্যক্তান্যললনাস্পৃহঃ।
সীতায়াং রামবৎ সোঽয়মনুকূলঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ইতি

তেমতি সর্বত্র কৃষ্ণ অনুকূল নয়। সবে অনুকূল গুণ রাধিকাতে হয়।
অন্য কান্তা-সঙ্গে যদি সম্ভোগ করয়। তথাপি রাধিকা-প্রতি মন-নিষ্ঠা রয়।
রাধিকার সঙ্গে কৃষ্ণ মদনমোহনে। অন্যথা বিশ্বমোহন মোহিত মদনে।

তথাহি (গোবিন্দলীলামৃতে ১৩।৩২)—

রাধা-সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।
অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদন-মোহিতঃ॥ ইতি

নিজগুণে কৃষ্ণ করে জগৎ মোহন। কৃষ্ণমনো হরে,—রাধা-সহাস্য-বদন।
অতএব অনুকূল রাধিকার স্থানে। উজ্জ্বল গ্রন্থেতে হয় এ সব প্রমাণে।

তথাহি (উ নী ১।২৬)—

রাধায়াং কৃষ্ণচন্দ্রস্য সুপ্রসিদ্ধানুকূলতা।
তদালোকে কদাপ্যস্য নান্যাসঙ্গ-স্মৃতিং ব্রজেৎ॥

সেই অনুকূল গুণ চারি মত যার। এক **ধীরোদাত্ত** হয়, **ধীরোদ্ধত** আর।
ধীরশান্ত আর **ধীরললিত** সে হয়। এই চারি-মত গুণ অনুকূলে কয়।
এই চারি গুণ আগে করিব বর্ণন। পশ্চাৎ কহিব দক্ষিণাদির লক্ষণ।

তত্র ধীরোদাত্তানুকূলঃ—

ধীরোদাত্ত-নায়ক অতি গম্ভীর আশয়। অত্যন্ত বিনয়ী সদা ক্ষমাযুক্ত হয়॥
দয়াশীল, দৃঢ়বাক্য, গূঢ়গর্ব হয়। ধীরোদাত্তের গুণ কহিল নিশ্চয়।

তথাহি তল্লক্ষণং (ভ র সি ২।১।২২৬)—

গম্ভীরো বিনয়ী ক্ষন্তা করুণঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
অকত্থনো গূঢ়গর্ব্বো ধীরোদাত্তঃ সুসত্ত্বভৃৎ॥ ইতি

কহিল যে ধীরোদাত্ত নায়কের গুণ । রঘুনাথে ব্যক্ত হয় এসব লক্ষণ ॥

অথ ধীরোদ্ধতানুকূলঃ—

মাৎসর্য্য-সহিত অহঙ্কারপূর্ণ হয় । গর্ব্ব করি' শ্লাঘা মানে আপন গৌরব ।
ঔদ্ধত্য করয়ে সদা নির্ম্মৎসর নহে । এই সব গুণযুক্ত ধীরোদ্ধত কয় ।

তথাহি তল্লক্ষণং (ভ র সি ২।১।২৩৬)—

মাৎসর্য্যবানহঙ্কারী মায়াবী রোষণশ্চলঃ ।
বিকত্থনশ্চ বিদ্বদ্ভির্ধীরোদ্ধত উদাহৃতঃ ॥ ইতি

এই মত ধীরোদ্ধত নায়ক-লক্ষণ । ভীমসেনে দৃষ্টান্ত এ সব গুণগণ ।

অথ ধীরশান্তানুকূলঃ—

সমান-প্রকৃতি অতিক্লেশ যে সহয় । বিবেচক বিনয়াদি ধীরশান্ত কয় ।

তথাহি (ভ র সি ২।১।২৩৩)—

শমপ্রকৃতিকঃ ক্লেশসহনশ্চ বিবেচকঃ ।
বিনয়াদিগুণোপেতো ধীরশান্ত উদীর্য্যতে ॥

এই সব ধীরশান্ত-নায়কের গুণ । রাজা যুধিষ্ঠিরে হয় প্রকট লক্ষণ ।

অথ ধীরললিতানুকূল ঃ—

বিদগ্ধ-শেখর কৃষ্ণ, নবীন যৌবন । পরিহাসে বিশারদ অতি বিচক্ষণ ॥
নিশ্চিন্ত-স্বভাব, প্রায় প্রেয়সীর বশ । ধীরললিতত্ব কৃষ্ণের স্বাভাবিক রস ॥

তথাহি (ভ র সি ২।১।২৩০)—

বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাস-বিশারদঃ ।
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ ॥ ইতি

কন্দর্প-সমান যে প্রেয়সীবশ হয় । সেই ধীরললিত নায়ক সুনিশ্চয় ॥
সর্ব্বক্ষণ ধরে সর্ব্ব নায়কের গুণ । নায়ক-শিরোমণি কৃষ্ণ শাস্ত্রের লিখন ॥

তথাহি—

নায়কানাং শিরোরত্নং নাগরাণাং শিখামণিঃ ॥ ইত্যাদি

অনুকূল-নায়কের কহিল লক্ষণ। দক্ষিণ নায়কের গুণ শুন শ্রোতাগণ॥

অথ **দক্ষিণঃ**—

অন্য নায়িকাতে যদি সম্ভোগ করয়। তথাপিহো পূর্ব নায়িকারে মনে হয়॥
সর্ব নায়িকাতে সমভাব আচরণ। কার' প্রতি ঈর্ষা নাহি—দক্ষিণ-লক্ষণ॥

তথাহি তল্লক্ষণং (উ নী ১।৩২)—

যো গৌরবং ভয়ং প্রেম দাক্ষিণ্যং পূর্বযোষিতি।
ন মুঞ্চত্যন্যচিত্তোঽপি জ্ঞেয়োঽসৌ খলু দক্ষিণঃ ॥ ইতি

অথ **শঠঃ**—

সাক্ষাতে প্রশংসা করে পরোক্ষে অপ্রিয়। শঠ-নায়কের গুণ এইমত হয়॥
যবে কোন কান্তা-সঙ্গে সম্ভোগ করয়। অন্য কান্তা স্থানে গিয়া তার কুৎসা কয়॥
তার নিন্দা করে পুনঃ অন্যস্থানে গিয়া। বড় অপরাধ এই কহিল জানিয়া॥

তথাহি তল্লক্ষণং (১।৩৭)—

প্রিয়ং ব্যক্তি পুরোঽন্যত্র বিপ্রিয়ং কুরুতে ভৃশম্।
নিগূঢ়মপরাধঞ্চ শঠোঽয়ং খলু কথ্যতে ॥ ইতি

অথ **ধৃষ্টঃ**—

নায়িকার সঙ্গে রাত্রে সম্ভোগ করয়। সর্বরাত্রি জাগরণ করিঞা বঞ্চয়॥
প্রাতে অন্য নায়িকার নিকটে আইসয়। ভোগাঙ্ক সকল অঙ্গে তথাপি নির্ভয়॥
অঙ্গে চিহ্ন হেরিয়া নায়িকা কহে তারে। অপূর্ব দেখি যে শোভা তুয়া অঙ্গোপরে॥
শুনিয়া নায়ক কহে, কি শোভা দেখহ? মিথ্যাবাক্য কহি' কেনে মোরে দোষ দেহ॥
সদয় হৃদয় মোর নাহি জানে আন। নিশ্চয় কহিয়ে কথা—তুমি মোর প্রাণ॥
ধৃষ্ট নায়ক—কৃষ্ণ—ত্রাস নাহি মনে। স্বচ্ছন্দ হৃদয়ে কথা নাই কার সনে॥

তথাহি তল্লক্ষণং (উ নী ১।৪০)—

অভিব্যক্তান্যতরুণীভোগলক্ষ্মাপি নির্ভয়ঃ।
মিথ্যাবচনদক্ষশ্চ ধৃষ্টোঽয়ং খলু কথ্যতে ॥ ইতি

দক্ষিণাদি নায়কের কহিল লক্ষণ। তাহার বিশেষ কিছু শুন শ্রোতাগণ ॥
অনুকূলে যৈছে চারি নায়ক বিচার। দক্ষিণাদি তিনে তৈছে দ্বাদশ প্রকার ॥
ষোড়শ প্রকার এই নায়কের গুণ। পতি, উপপতি ভেদে বত্রিশ গণন ॥
গোকুল, মথুরা, দ্বারাবতী তিন ধামে। পূর্ণতম, পূর্ণতর, পূর্ণতাদি নামে ॥
ত্রিবিধ প্রকার সেই নায়কের গুণ। ষণ্ণবতিবিধ হয় নায়ক-লক্ষণ ॥

তথাহি (উ নী ১।৪২)—

উদাত্তাদ্যৈশ্চতুর্ভেদৈস্ত্রিভিঃ পূর্ণতমাদিভিঃ।
দ্বাদশাত্মা চতুর্বিংশত্যাত্মা পত্যাদিযুগ্মতঃ ॥
নায়কঃ সোঽনুকূলাদ্যৈঃ স্যাৎ ষণ্ণবতিধোদিতঃ ॥ ইতি

এখানে কহিব তার সহায় যে জন। চেট, বিট, বিদূষক আদি সখাগণ ॥
তথাহি (উ নী ২।১)—

অথৈতস্য সহায়াঃ স্যুঃ পঞ্চধা চেটকো বিটঃ।
বিদূষকঃ পীঠমর্দ্দঃ প্রিয়নর্মসখস্তথা ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণ-**সখাগণ**-নিরূপণম্—

চতুর্বিধ সখা সঙ্গে থাকে অনুক্ষণ। হাস পরিহাস করে, সঙ্গে গোচারণ ॥
প্রথমে কহিব **সুহৃৎ, সখা, প্রিয়সখা**। **প্রিয়নর্মসখা** এই চতুর্বিধ লেখা ॥
তথা (ভ র সি ৩।৩।২১)—

সুহৃৎ সখা প্রিয়সখা প্রিয়নর্মসখাস্তথা।
শ্রীগোষ্ঠযুবরাজস্য প্রোক্তা গোষ্ঠে চতুর্বিধাঃ ॥ ইতি

তত্র **সুহৃৎ** (ভ র াস ৩।৩।২৩)—

সুভদ্র-মণ্ডলীভদ্র-ভদ্রবর্দ্ধন-গোভটাঃ।
যক্ষেন্দ্রভট-ভদ্রাঙ্গ-বীরভদ্রা মহাগুণাঃ॥ ইতি

কৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ,—'শ্রীবলরাম'। কোটিচন্দ্র জিনি' অঙ্গশোভা অনুপাম॥
বর্ণমাত্র পৃথক, কার্য্য—কৃষ্ণের সমান। রসাস্বাদ হেতু দুই মূর্ত্তি ভগবান্॥

তথাহি—

যথা কৃষ্ণস্তথা রামো বিলাসৈঃ চাদ্ভুতৈঃ[১] সমৌ।
বর্ণমাত্র-পৃথক্কৃষ্ণ সর্বমেকং ন সংশয়ঃ॥ ইতি

বলরাম করে,—কৃষ্ণদাস-অভিমান। সেই দ্বারে করে সর্ব কার্য্য সমাধান॥
এইত কহিল বলদেব-বিবরণ। সুভদ্র, মণ্ডলীভদ্র সুহৃদে গণন॥

অথ **সখা**—

সখা বয়সেতে ছোট, দাস-অভিমান। সুবাহু, বিলাস,[২] চতুরাদি যার **নাম**॥

অথ **প্রিয়সখা**—

দাম, সুদাম, বসুদাম—প্রিয়সখা। স্তোককৃষ্ণ, কিঙ্কিণ্যাদি যার নাহি লেখা॥

তথাহি (ভ র সি ৩।৩।৩৬)—

অথ **প্রিয়সখাঃ**—

শ্রীদামা চ সুদামা চ দামা চ বসুদামকঃ।
কিঙ্কিণি-স্তোককৃষ্ণাংশু-ভদ্রসেন-বিলাসিনঃ॥ ইতি

শ্রীদাম সভাতে শ্রেষ্ঠ হয় প্রিয়সখা। পীঠমর্দ করিঞা যাঁহার নাম লেখা॥
কৃষ্ণের সমান গুণ ধরয়ে শরীরে। সর্ব-রস জানে, বনে গোচারণ করে॥
বিশেষ কহিব—তার গুণের বর্ণন। সমান বয়স বেষ, করে—গোচারণ॥

১। চাদ্ভুতৌ—খ; ২। বিশাল—খ।

কখন করয়ে বাহু-যুদ্ধ, হুড়াহুড়ি। মাথামাথি রণ, কভু কান্ধে চড়াচড়ি॥
ভাল দ্রব্য পায় যদি কৃষ্ণস্থানে আনে। খায়েন খাওয়ান অতি আনন্দিত মনে॥
তথাহি (উ নী ২।১০)—

গুণৈর্নায়ককল্পো যঃ প্রেম্ণা তত্রানুবৃত্তিমান্।
পীঠমর্দ্দঃ স কথিতঃ শ্রীদামা স্যাদ্যথা হরেঃ॥ ইতি

অথ **প্রিয়নর্মসখা**—

প্রিয়নর্মসখা—সুবল, অর্জ্জুনাদি যত। রাধাকৃষ্ণসেবা করে সখীভাবাশ্রিত॥
অত্যন্ত রহস্য-লীলা-কথা সব জানে। প্রিয়নর্মসখা বলি' কহি তে কারণে॥
তথাহি (উ নী ২।১৩)—

আত্যন্তিকরহস্যজ্ঞঃ সখীভাবসমাশ্রিতঃ।
সর্বেভ্যঃ প্রণয়িভ্যোঽসৌ প্রিয়নর্মসখো বরঃ॥
স গোকুলে তু সুবলস্তথা স্যাদর্জ্জুনাদয়ঃ॥ ইতি

অথ (ভ র সি ৩।৩।৪৩)—

সুবলার্জ্জুনগন্ধর্ব্ব-বসন্তোজ্জ্বল-কোকিলাঃ।
সনন্দন-বিদগ্ধাদ্যাঃ প্রিয়নর্মসখা মতাঃ॥

সুবলচন্দ্রের হয় অত্যন্তাধিকার। পরম নিগূঢ় সেবা-কার্য্য হয় যার॥
কুঞ্জমধ্যে শয্যা করে অতি বিলক্ষণ। রাধাকৃষ্ণ দোঁহে যাতে করেন শয়ন॥
আর এক সেবা তার নিগূঢ় আছয়। সম্ভোগানন্তর কৃষ্ণ রতিশ্রান্ত হয়॥
রতিশ্রমে কৃষ্ণ রহে রাধাঙ্গ-হেলনে। সুবল আসিয়া তবে করয়ে বীজনে॥
তথাহি (উ নী ২।১৪)—

প্রত্যাবর্ত্তয়তি প্রসাদ্য ললনাং ক্রীড়াকলিপ্রস্থিতাং
শয্যাং কুঞ্জগৃহে করোত্যঘভিদঃ কন্দর্পলীলোচিতাম্।

স্বিন্নং বীজয়তি প্রিয়াহৃদি পরিস্রস্তাঙ্গমুচ্চৈরমুং
ক্ক শ্রীমানধিকারিতাং ন স্নবলঃ সেবাবিধৌ বিন্দতি? ইতি

এই মত হয়ে স্নবলচন্দ্র-গুণগণ। রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা, রহস্য-বর্ণন ॥
এই ত কহিল কৃষ্ণের চতুর্বিধ সখা। এবে আর শুন **বিদূষক** আদি লেখা॥

অথ **বিদূষকঃ**—

ভোজনে কলহপ্রিয় বিকৃতাঙ্গবেশে। কৃষ্ণে সুখ দেন নানাবিধ হাস্যরসে ॥
মধুমঙ্গল পুষ্পাঙ্ক হাসাঙ্কাদি নাম। শ্রীমধুমঙ্গল বটু সকলে প্রধান ॥

তথাহি (উ নী ২।৭)—

বসন্তাদ্যভিধো লোলো ভোজনে কলহপ্রিয়ঃ।
বিকৃতাঙ্গবচোবেষৈর্হাস্যকারী বিদূষকঃ ॥ ইতি
মধুমঙ্গল-পুষ্পাঙ্ক-হাসাঙ্কাদ্যা বিদূষকাঃ ॥ ইতি

রাধাকৃষ্ণ-লীলা কুণ্ডাদিকে যত হয়। সুবল সদৃশ বটু সকল জানয় ॥
এ সকল কথা উজ্জ্বল গ্রন্থে পরচার। ইঁহা অল্প উট্টঙ্কনমাত্র কহিলাম সার ॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পদ করিয়া স্মরণ। এবেত কহিয়ে কৃষ্ণের দূতী-প্রকরণ ॥

অথ **দূতী-প্রকরণম্**—

অতঃপর কহি কৃষ্ণের দূতী-প্রকরণ। **স্বয়ংদূতী আপ্তদূতী** দ্বিবিধ গণন ॥

তত্র **স্বয়ংদূতী**—

স্বয়ংদূতী হয় এক কর্ত্তার বচন। সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু শুন শ্রোতাগণ ॥
নায়ক আপনে যায় নায়িকা-সাক্ষাতে। আত্মবার্ত্তা কহে, অতি ব্যাকুল চিত্তেতে ॥
শুনহ সুন্দরী! মোর হৃদয়-উত্তর। কন্দর্পের বাণে দেহ হৈল জরজর ॥
ব্যাকুল হইয়া সোয়াথ নাহি পাও চিত্তে। তেকারণে তুয়া স্থানে আইনু ত্বরিতে ॥
যদি দয়া কর এই তাপিত জনেরে। তবে তুয়া যশোগান করয়ে সংসারে ॥

অমৃত নিন্দয়ে তুয়া অধর-মধুর। তাহা পান করাইয়া তাপ কর দূর ॥
তুয়া কুচ-গিরি হয় অতিসঙ্গোপন। তাতে লৈয়া রাখ মোরে করিয়া যতন ॥
এইরূপে নানা বাক্য কহেন শ্রীকৃষ্ণ। তাহা শুনি নায়িকার হৃদয় সতৃষ্ণ ॥
দুঁহু মন আকর্ষয়ে দুঁহু রূপগুণে। এই মত হয় স্বয়ংদূত্য-বিবরণে ॥

অথ **আপ্তদূতী**—

আপ্তদূতী হয়ে কৃষ্ণের ত্রিবিধ প্রকার।
অমিতার্থা, নিসৃষ্টার্থা, পত্রহারী আর[১] ॥

তথাহি (উ নী ২।২০)—

বীরা-বৃন্দাদিরপ্যাপ্তদূতী কৃষ্ণস্য কীর্ত্তিতা। ইতি

তত্র **অমিতার্থা**—

বাক্য বিনু ইঙ্গিত জানিয়া কার্য্য করে। সেই দূতী কহি অমিতার্থার ভিতরে ॥
প্রগল্‌ভ-বচনা সুমধুর বাক্য তার। বীরা ব্রজমধ্যে বৃন্দাবনে পরচার ॥
প্রগল্‌ভ বচনে বীরা করে দূত্য কর্ম। সঙ্কেতে মিলায় আনি জানি দুঁহু মর্ম্ম ॥

অথ **নিসৃষ্টার্থা**—

নিসৃষ্টার্থা দূতী,—বংশী সর্বার্থ-সাধিকা। ফুৎকার করিয়া বনে আনয়ে রাধিকা ॥
মুরলীর ধ্বনি শুনি রাধিকা-হৃদয়। গৃহকর্মে স্থির নহে, উৎকণ্ঠা বাঢ়য় ॥
সখীগণ সঙ্গে করি আসে বৃন্দাবনে। সঙ্কেত-স্থানেতে গিয়া মিলে কৃষ্ণ-স্থানে ॥

তথাহি (ললিতমাধবে ১।২৪)—

হ্রিয়মবগৃহ্য গৃহেভ্যঃ কর্ষতি রাধাং বনায় যা নিপুণা।
সা জয়তি নিসৃষ্টার্থা বরবংশজকাকলী দূতী ॥ ইতি

সংক্ষেপে কহিল এই দূতী-প্রকরণ। যাতে রাধা-সঙ্গে কুঞ্জে কৃষ্ণের মিলন ॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশ। নায়কের গুণ[২] কহে নন্দকিশোর দাস ॥

ইতি শ্রীরসকলিকা-গ্রন্থে বিষয়ালম্বন-নায়কগুণ-কথনং নাম প্রথমদলম্ ॥ ১

১। বিভেদ যাহার—ক, খ; ২। নায়ক-বর্ণন—খ।

(দ্বিতীয় দল)

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় রূপ-সনাতন দয়া কর মোরে। মো সম পতিত নাহি জগত ভিতরে ॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণব মোর করুণার সিন্ধু। যাহা হইতে পার হই' এই ভবসিন্ধু ॥
সদয় হৃদয়ে কৃপা কর মো পামরে। রাধাকৃষ্ণ-গুণ গাই আনন্দ-অন্তরে ॥
নায়ক-লক্ষণ আগে কহিল কথন। এখনে কহিব কিছু নায়িকা-লক্ষণ ॥

অথ **আশ্রয়** আলম্বন নায়িকা—

স্বকীয়া নায়িকা আর **পরকীয়া** হয়। উজ্জ্বল-গ্রন্থে তাহা বিস্তার আছয় ॥

তথাহি (উ নী ৩।৩)—

স্বকীয়াঃ পরকীয়াশ্চ দ্বিধা তাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ইতি

শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পদ করিয়া স্মরণ। সংক্ষেপার্থে তাহা কিছু করিয়ে লিখন ॥
প্রথমে কহিব স্বীয়া-নায়িকা লক্ষণ। পশ্চাৎ কহিব পরকীয়া-বিবরণ ॥

তত্র স্বকীয়া—

বিবাহিতা **নায়িকা** যে স্বকীয়া সে হয়। পতি-আজ্ঞা অনুরূপ সেবাদি করয় ॥
পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম ত্যাগ কভু না করয়। দম্পতির পরস্পর প্রীতি অতিশয় ॥

তথাহি তল্লক্ষণং (উ নী ৩।৪)—

করগ্রহবিধিং প্রাপ্তাঃ পত্যুরাদেশতৎপরাঃ।
পাতিব্রত্যাদবিচলাঃ স্বকীয়াঃ কথিতা ইহ ॥ ইতি

নিজ স্বামী বলি বিচ্ছেদের ভয় নাহি। অতএব গাঢ়রতি, ভাব নাহি কহি ॥
দ্বারকাতে রুক্মিণ্যাদি মহিষী সকল। স্বকীয় ভাবেতে হয় বড়ই প্রবল ॥

অথ পরকীয়া—

পরকীয়া ভাবে কৃষ্ণ ব্রজে বিলসয়। ব্রজবধূগণে সেই ভাব নিত্য হয় ॥

শ্রুতি, মুনি, দেবতাগণের হরে মন। নিজ ধর্ম ছাড়ি করে শ্রীকৃষ্ণ-ভজন ॥
রাগে অর্পিতাত্মা লোকযুক্তি নাহি মানে। ধর্মাধর্ম ত্যাগ করায় কৃষ্ণানুশীলনে ॥
তথাহি তল্লক্ষণং (উ নী ৩।১৭)—

রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোকযুগ্মানপেক্ষিণা।
ধর্মেণাস্বীকৃতা যাস্তু পরকীয়া ভবন্তি তাঃ ॥ ইতি

সেই পরকীয়া হয় দুই ত প্রকার। অনূঢ়া, পরোঢ়া ভেদ হয়ে ত যাহার ॥
তথাহি (উ নী ৩।১৯)—

কন্যকাশ্চ পরোঢ়াশ্চ পরকীয়া দ্বিধা মতাঃ।
ব্রজেশব্রজবাসিন্য এতাঃ প্রায়েণ বিশ্রুতাঃ ॥ ইতি

আগে বর্ণনা[১] করি কন্যা ধন্যাগণ। অনূঢ়া করিয়া যারে শাস্ত্রমতে কন ॥
তথাহি তল্লক্ষণং (উ নী ৩।৩৪)—

অনূঢ়া কন্যকাঃ প্রোক্তাঃ সলজ্জাঃ পিতৃপালিতাঃ।
সখীকেলিষু বিস্রব্ধাঃ প্রায়ো মুগ্ধাগুণান্বিতা ॥ ইতি

অনূঢ়া কন্যকা যেই বিবাহিতা নয়। তাহা প্রতি মাতাপিতার অতি স্নেহ হয় ॥
কিন্তু গান্ধর্ব্ব বিভা কৃষ্ণের সহিতে। মাতা পিতা নাহি জানে অতি সঙ্গোপিতে ॥
মাতা পিতা বিভা দিলে কহিয়ে স্বকীয়া। সঙ্গোপন বিভা হেতু কহি পরকীয়া ॥
স্পষ্ট হইলে কহি স্বকীয়ার গুণ। আশঙ্কা প্রযুক্ত পরকীয়া-বিলক্ষণ ॥
সেই কন্যা ধন্যাগণ বহুত আছয়। কাত্যায়নী-ব্রত করি কৃষ্ণেরে মিলয় ॥
তথাহি (উ নী ৩।৩৫)—

তত্র দুর্গাব্রতপরাঃ কন্যা ধন্যাদয়ো মতাঃ।
হরিণা পূরিতাভীষ্টাস্তেন তাঃ কৃষ্ণবল্লভাঃ ॥ ইতি

১। রচনা—ক, খ।

তদ্‌যথা (শ্রীভা ১০।২২।৪)

কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি !
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ ॥ ইতি

বয়ঃসন্ধিতেই স্থিত কন্যা ধন্যাগণ। দরশন লাগি পথে খেলে অনুক্ষণ ॥
ধূলি খেলা করে বক্ষ উদাস করিয়া। কৃষ্ণপানে চাহে ভুরুভঙ্গি প্রকাশিয়া ॥
এইমত দেখি তার ভ্রাতৃজায়াগণ। তা সভার প্রতি কহে সহাস্য-বচন ॥

তথাহি (উ নী ৩।৩৬)—

বিস্রব্ধা সখি ! ধূলিকেলিষু পটাসংবীতবক্ষঃস্থলা,
বালাসীতি ন বল্লবস্তব পিতা জামাতরং মৃগ্যতি।
ত্বন্তু ভ্রান্তবিলোচনান্তমচিরাদাকর্ণ্য বৃন্দাবনে,
কূজন্তীং শিখিপিচ্ছমৌলিমুরলীং সোৎকম্পমাঘূর্ণসি ॥ ইতি

অথ **পরোঢ়া**—

পরোঢ়া নায়িকা অতি নবীন-যৌবনা। কৃষ্ণসুখ-চেষ্টা সদা সম্ভোগ-লক্ষণা ॥
প্রসূতিকা ব্রজনারী নহে কৃষ্ণযোগ্যা। অপ্রসূতি গোপনারী সব কৃষ্ণভোগ্যা ॥

তথাহি তল্লক্ষণং (উ নী ৩।৩৭)

গোপৈর্ব্যূঢ়া অপি হরেঃ সদা সম্ভোগলালসাঃ।
পরোঢ়া বল্লভাস্তস্য ব্রজনার্য্যোঽপ্রসূতিকাঃ ॥ ইতি

সেই ত নায়িকা হয় ত্রিবিধ প্রকার। সাধন-সিদ্ধা, দেবীগণ, নিত্যপ্রিয়া আর ॥

তথাহি (উ নী ৩।৪১)—

তাস্ত্রিধাঃ সাধনপরা দেব্যো নিত্যপ্রিয়াস্তথা ॥ ইতি

আগেত কহিয়ে সাধনসিদ্ধা-বিবরণ। পরে দেবীগণ, পিছে নিত্যপ্রিয়াগণ ॥

তত্র **সাধনপরা**—

সেই ত সাধনপরা দ্বিবিধ গণন। যৌথিকী অযৌথিকী ক্রমে শুন বিবরণ ॥

তথাহি (উ নী ৩।৪২)—

স্যুর্যৌথিক্যস্ত্বযৌথিক্য ইতি তত্র দ্বিধা মতাঃ ॥ ইতি

তত্রাযৌথিক্যঃ—

অযৌথিক্য দুই তিনে সাধন করিঞা। নিত্যপ্রিয়াসঙ্গগতা অভীষ্ট সাধিঞা ॥
প্রাচীনা নবীনা সেহো দ্বিবিধ গণন। উজ্জ্বল-মধ্যেতে আছে বিশেষ বর্ণন ॥

তথাহি (উ নী ৩।৫০)—

প্রাচীনাশ্চ নবীনাশ্চ দ্বিধা তাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ইতি

অথ **যৌথিক্যঃ**—

যৌথিকী অনেক মেলি একত্র ভজিঞা। নিজাভীষ্ট লভিল যে শুন মন দিয়া ॥
শ্রুতি, মুনি—যূথে করিল সাধন। অতি লোভী হঞা পাইল কৃষ্ণের সঙ্গম ॥

তত্র **শ্রুতিকন্যাঃ**—

শ্রুতিসব গোপীগণের সৌভাগ্য দেখিঞা। তদ্রূপ ভজন-ইচ্ছা কৈল লোভী হঞা ॥
তদনুগারূপে তার করিল ভজন। নিরবধি প্রেমসেবা প্রার্থন স্তবন ॥

যথা (উ নী ৩।৪৭,৪৮)—

সমন্তাৎ সূক্ষ্মদর্শিন্যো মহোপনিষদোঽখিলাঃ।
গোপীনাং বীক্ষ্য সৌভাগ্যমসমোর্দ্ধং সুবিস্মিতাঃ ॥
তপাংসি শ্রদ্ধয়া কৃত্বা প্রেমাঢ্যা জজ্ঞিরে ব্রজে।
বল্লব্য ইতি পৌরাণী তথোপনিষদী প্রথা ॥
কথাপ্যন্যা কিল বৃহদ্বামনে চেতি বিশ্রুতিঃ ॥

এই ত কহিল শ্রুতিকন্যা-বিবরণে। বৃহদ্বামনের মত কহিব এখনে ॥

শ্রুতি-স্তুতি ক্রমে কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইলা। তা' সভার প্রতি বাক্য পরোক্ষে কহিলা॥
তুষ্ট হইলাম আমি শুন শ্রুতিগণ। আপন বাঞ্ছিত বর মাগ সর্বজন॥

তথাহি— চিরং স্তুত্যা ততস্তুষ্ট ইত্যাদি—

কন্দর্প-কোটি-লাবণ্য রূপ যে তোমার। দেখিয়া কামিনীভাব হৈল মো সভার।
যৈছে তুয়া-লোক-নিবাসিনী গোপীগণ। কামতত্ত্বে করে নিত্য তোমার ভজন॥
তেমতি রমণ-চেষ্টা মো সভার মনে। হইল, বুঝিয়া বর দেহত আপনে॥

শ্রীবৃহদ্বামনপুরাণে—

কন্দর্পকোটি-লাবণ্যে ত্বয়ি দৃষ্টে মনাংসি নঃ।
কামিনীভাবমাসাদ্য স্মর-ক্ষুব্ধান্যসংশয়ঃ॥
যথা ত্বল্লোকবাসিন্যঃ কামতত্ত্বেন গোপিকাঃ।
ভজন্তি রমণং মত্বা চিকীর্ষাজনি নস্তথা॥ ইতি

এইমত শুনি শ্রুতিগণের প্রার্থনে। পরম করুণ কৃষ্ণ কহেন আপনে॥

তথাহি শ্রীভগবানুবাচ—

দুর্লভো দুর্ঘটশ্চৈব যুষ্মাকং সুমনোরথঃ।
ময়ানুমোদিতঃ সম্যক্ সত্যো ভবিতুমর্হতি॥ ইতি

তথা— পৃথিব্যাং ভারতে ক্ষেত্রে মাথুরে মম মণ্ডলে।
বৃন্দাবনে ভবিষ্যামি প্রেয়ান্ বো রাসমণ্ডলে॥

এই ত কহিল শ্রুতি-পূর্বা বিবরণ। এবে মুনি-পূর্বা কথা করিব লিখন॥

অথ **মুনিপূর্বাঃ** (উ নী ৩।৪৪)—

গোপালোপাসকাঃ পূর্বমপ্রাপ্তাভীষ্টসিদ্ধয়ঃ।
চিরাদুদ্বুদ্ধরতয়ো রামসৌন্দর্য্যবীক্ষয়া॥
লব্ধভাবা ব্রজে গোপ্যো জাতাঃ পাদ্ম ইতীরিতম্॥ ইতি

দণ্ডকারণ্য-বাসী যত মুনিগণ। রঘুনাথ দেখি হৈল গোপাল-স্মরণ॥
কোটি-কন্দর্প-অঙ্গসৌন্দর্য্য তাঁহার। সেরূপ ভাবিঞা মনে আনন্দ অপার॥
মহাচেষ্টান্বিত মনে সম্ভোগেচ্ছাময়। সে চেষ্টা দেখিয়া রঘুনাথ হাসি কয়॥
ব্রজেতে প্রকৃতি হঞা জন্মগা' সভাই। তো' সভার বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে তথাই॥

তথাহি পাদ্মোত্তরে (৯৪ অ)

পুরা মহর্ষয়ঃ সর্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।
দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহম্।
তে সর্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে।
হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ॥ ইতি

এইমত বনবাসী সব মুনিগণ। ব্রজে জন্মি রাগমার্গে করিল ভজন॥
লোভী জন শাস্ত্রবিধি-বাক্য নাহি লয়। অন্যাপেক্ষা ত্যাগ করি অভীষ্ট ভজয়॥

তথাহি (ভ র সি ১।২।২৯২)—

তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধীর্যদপেক্ষতে।
নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্॥ ইতি

এইত সাধনপরা করিল কথন। দেবীগণ-কথা এবে শুন শ্রোতাগণ॥

অথ দেব্যঃ—

অসুরে পীড়িত পৃথ্বী দেখি' দেবগণ। ক্ষীরোদক-তীরে সভে করিঞা গমন॥
স্তবন প্রার্থন করি একচিত্তে রহে। আকাশ-বাণীতে বিষ্ণু তা' সভার কহে॥
'দেবগণ শুন কহি তোমা সবাকারে। বাসুদেব-রূপে বসুদেবের মন্দিরে॥
অবতীর্ণ হইঞা রহিব ব্রজপুরে। নিজ অংশে সভে যাই জন্মহ সত্বরে॥
আমিহো আসিয়া তাঁহা আবির্ভাব হৈব।
তো সভার মনোবাঞ্ছা তাঁহাই পূরিব'॥

তথাহি (শ্রীদশমে ১।২৩)—

বসুদেবগৃহে সাক্ষাদ্ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ।
জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সংভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ ॥

এত শুনি' দেবগণ নিজ নিজ অংশে সকলেই জনম লভিল যদুবংশে ॥
উপেন্দ্রাদিপত্নী যত স্বর্যোষিৎগণ। শুনি অতিশয় লোভী হৈলা সর্বজন ॥
তারা আসি নিত্যপ্রিয়ার অনুগত হয়। প্রাণসখী বলি শাস্ত্রে তা সভারে কয় ॥

তথাহি (উ নী ৩।৫২—৫৩)—

দেবেষ্বংশেন জাতস্য কৃষ্ণস্য দিবি তুষ্টয়ে।
নিত্যপ্রিয়াণামংশাস্তু যা জাতা দেবযোনয়ঃ ॥
অত্র দেবাবতরণে জনিত্বা গোপকন্যকাঃ।
তা অংশিনীনামেবাসাং প্রাণসখ্যোঽভবন্ ব্রজে ॥ ইতি

এইত সাধনপরা দেবীর কথন। নিত্যপ্রিয়াগণ-কথা শুন শ্রোতাগণ ॥

অথ **নিত্যপ্রিয়াঃ**—

নিত্যসিদ্ধা গোপকন্যা অনেক প্রকার। তাহার নির্ণয় কিছু করিয়ে প্রচার

রাধা, চন্দ্রাবলী, আর বিশাখা, ললিতা।
শ্যামা, পদ্মা, শৈব্যা, ভদ্রা আর যে সুচিত্রা ॥
মঙ্গলা, বিমলা, লীলা, কৃষ্ণা, শারী আর।
তারাবলী, চকোরাক্ষী হয়েত প্রচার ॥

শঙ্করী, কুঙ্কুমা আদি যূথেশ্বরীগণ। লক্ষ সংখ্যা বরাঙ্গনা না হয় গণন ॥

তথাহি (উ নী ৩।৫৪,৫৬,৫৮-৬০)—

রাধা-চন্দ্রাবলী-মুখ্যাঃ প্রোক্তা নিত্যপ্রিয়া ব্রজে।
কৃষ্ণবন্নিত্যসৌন্দর্য্যবৈদগ্ধ্যাদিগুণাশ্রয়াঃ ॥

তত্র শাস্ত্রপ্রসিদ্ধাস্তু রাধা চন্দ্রাবলী তথা।
বিশাখা ললিতা শ্যামা পদ্মা শৈব্যা চ ভদ্রিকা॥
তারা বিচিত্রা গোপালী ধনিষ্ঠা-পালিকাদয়ঃ।
মঙ্গলা বিমলা লীলা কৃষ্ণা শারী বিশারদা।
তারাবলী চকোরাক্ষী শঙ্করী কুঙ্কুমাদয়ঃ।
ইত্যাদীনাস্তু শতশো যূথানি ব্রজসুভ্রুবাম্॥
লক্ষসংখ্যাস্তু কথিতা যূথে যূথে বরাঙ্গনাঃ।
সর্ব্বা যূথাধিপা এতা রাধাদ্যাঃ কুঙ্কুমান্তিমাঃ। ইতি

ললিতা বিশাখা চিত্রা আদি কথোজন। রাধিকার সখী হঞা করেন সেবন॥
সর্বযূথেশ্বরী মধ্যে দুইত প্রধান। রাধা, চন্দ্রাবলী কহি যাহার আখ্যান॥

তথাহি (উ নী ৪।১)—

তত্রাপি সর্বথা শ্রেষ্ঠে রাধাচন্দ্রাবলীত্যুভে।
যূথয়োস্তু যয়োঃ সন্তি কোটিসংখ্যা মৃগীদৃশঃ॥ ইতি

তার মধ্যে শ্রেষ্ঠা হয় রাধাঠাকুরাণী। যাঁহার মহিমা গুণ শাস্ত্রেতে বাখানি॥

তথাহি— তয়োরপ্যুভয়োর্ম'ধ্যে সর্বমাধুর্য্যতোঽধিকা।
রাধিকা বিশ্রুতিং যাতা যদ্‌গান্ধর্বাখ্যয়া শ্রুতৌ॥

তথাচ (উ নী ৪।৩,৬)—

মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী॥ ইতি
হ্লাদিনী যা মহাশক্তিঃ সর্বশক্তিবরীয়সী।
তৎসার-ভাবরূপেয়মিতি তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিতা॥ ইতি

মহাভাব-রূপা হয় রাধিকা সুন্দরী। রূপে, গুণে, শীলে তিঁহো সর্ব অধিশ্বরী॥
নিজকান্ত-মন আহ্লাদয়ে অনুক্ষণ। ঐছে কৃষ্ণ সুখী আর কোথাহ না হন॥

যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥ ইতি

তথাচ মমৈব কৃতম্—

রাধা সর্ব্বোত্তমা দেবী সর্ব্বসৌন্দর্য্যভূষিতা।
মাধুরীরসপূর্ণেয়ং সর্ব্বগোপীশিরোমণিঃ ॥ ইতি

শাস্ত্রে কি বর্ণিতে পারে রাধাগুণসার। যাঁর গুণগণের কৃষ্ণ নাহি পান পার।
কিছুমাত্র শুকদেব কহে ভাগবতে। বর্ণিলেন জয়দেব গীতগোবিন্দেতে ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে (১০।৩০।২৮)

অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ ॥ ইতি

শ্রীগীতগোবিন্দে (৩।১)—

কংসারিরপি সংসার-বাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাম্।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥ ইতি

কবিরাজ গোসাঞি ইহা চৈতন্যচরিতে। প্রসঙ্গানুক্রমে বর্ণিলেন ভালমতে।
পশ্চাতে কহিব রাধিকার গুণগণ। আগে কহি—তাঁর সখী হয় যত জন ॥
পঞ্চবিধা সখী সঙ্গে হয় রাধিকার। তা সভার নাম কিছু করিব প্রচার ॥
সখী, নিত্যসখী, আর প্রাণসখী নাম। প্রিয়সখী, পরমপ্রেষ্ঠ সভাতে প্রধান।

তথাহি (উ নী ৪।৫০)—

তাস্তু বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ সখ্যঃ পঞ্চবিধা মতাঃ।
সখ্যশ্চ নিত্যসখ্যশ্চ প্রাণসখ্যশ্চ কাশ্চন ॥
প্রিয়সখ্যশ্চ পরমপ্রেষ্ঠসখ্যশ্চ বিশ্রুতাঃ ॥ ইতি

তত্র সখী—

বৃন্দা ধনিষ্ঠিকা কুন্দলতা। কৃষ্ণ-স্নেহাধিকা তাতে হয়ে সখী মতা ॥

তথাহি (উ নী ৪।৫১)—

সখ্যঃ কুসুমিকা-বিন্ধ্যা-ধনিষ্ঠাদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ইতি

দুঁহু সুখে সুখী, নিজ সুখ নাহি চায়। সন্ধান-কৌশল অতি যেন দূতীপ্রায় ॥
কৃষ্ণ প্রতি এ সভার অধিক প্রীতি হয়। উজ্জ্বল গ্রন্থেতে অতিবিস্তার আছয় ॥

অথ **নিত্যসখী**—

কস্তূরী মনোজ্ঞা মণিমঞ্জরী আখ্যান। সিন্দূরা চন্দনবতী রাই যার প্রাণ ॥
কৌমুদী মদিরা আদি যা সভার নাম। রাধা প্রতি স্নেহাধিকা নিত্যসখী নাম ॥

তথাহি (উ নী ৪।৫১)

নিত্যসখ্যশ্চ কস্তূরী মণিমঞ্জরিকাদয়ঃ ॥
সিন্দূরা চন্দনবতী কৌমুদী মদিরাদয়ঃ ॥ ইতি

অথ **প্রাণসখী**—

প্রাণসখী—শশিমুখী, বাসন্তী, লাসিকা। মধুমতী, প্রিয়ম্বদা আর চন্দ্রলেখা ॥
দোঁহাকে সমান স্নেহপ্রীতি আচরয়। 'সমস্নেহা' বলি গ্রন্থে প্রমাণ কহয় ॥

তথাহি (উ নী ৪।৫২)—

প্রাণসখ্যঃ শশিমুখী-বাসন্তী-লাসিকাদয়ঃ ॥

অথ **প্রিয়সখী**—

প্রিয়সখী—কুরঙ্গাক্ষী, সুমধ্যা, মাধুরী। কমলা, মদনালসা, কন্দর্পসুন্দরী ॥
মঞ্জুমেধা আদি চন্দ্রলতিকা আখ্যান। সমস্নেহা রাধাকৃষ্ণ সঙ্গম করান ॥

তথাহি (উ নী ৪।৫৩)—

প্রিয়সখ্যঃ কুরঙ্গাক্ষী সুমধ্যা মদনালসা।
কমলা মাধুরী মঞ্জুকেশী কন্দর্পসুন্দরী ॥
মাধবী মালতী কামলতা শশিকলাদয়ঃ ॥ ইতি

অথ **পরমপ্রেষ্ঠ সখী** —

ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতিকা। রঙ্গদেবী, সুদেবী, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্দুলেখা॥

তথাহি—

ললিতা চ বিশাখা চ চিত্রা চম্পকবল্লিকা।
রঙ্গদেবী সুদেবী চ তুঙ্গবিদ্যেন্দুলেখিকা॥ ইতি

পরমপ্রেষ্ঠ মধ্যে এই আট জন হয়। রাধাকৃষ্ণ-মর্ম্মকথা সকলি জানয়॥
স্বতন্ত্র যূথেশ্বরী তভো রাধার অনুগতা। সখী হঞা সদা সেবা করে দাসী মতা॥

তথাহি (উ নী ৩।৬১)—

যূথাধিপাত্বেঽপ্যৌ চিত্যং দধানা স্ত্রী লতাদয়ঃ।
স্বেষ্টরাধাদি-ভাবস্য লোভাৎ সখ্যরুচিং দধুঃ॥

রাধিকার সুখ যাতে সেই নিজ সুখ। তাহার বিমর্ষ দেখি মনে পায় দুঃখ॥
যদ্যপি সমান-স্নেহ দোঁহা প্রতি হয়। তথাপিহো রাধিকার পক্ষতা করয়॥
এইত কহিল সখী-পঞ্চ-বিবরণ। এবে কহি প্রিয়নর্ম্মসখী দাসীগণ॥
লবঙ্গমঞ্জরী আর শ্রী রূপমঞ্জরী। শ্রীগুণমঞ্জরী নাম শ্রীরতিমঞ্জরী॥
রাগলেখা কলাকেলি মঞ্জুলালী নাম। প্রিয়নর্ম্মসখী হয় দাসিকা আখ্যান॥

তথাহি—

লবঙ্গমঞ্জরী রূপমঞ্জরী গুণমঞ্জরী।
ভানুমত্যান্যপর্যায়া সুপ্রিয়া রতিমঞ্জরী॥

নন্দীশ্বরে, গোবর্দ্ধনে, কুণ্ডে, বৃন্দাবনে। কুঞ্জযুগে যাবটমধ্যেতে বরষাণে॥
রাধিকা সহিতে রহে সদা সর্ব্বক্ষণে। রাধাকৃষ্ণ সেবা করে বিবিধ বন্ধানে॥
অত্যন্ত নিগূঢ় রাধাকৃষ্ণ-লীলা যত। সভে মেলি আস্বাদয়ে যার নাহি অন্ত॥
রাইর অনুজা নাম অনঙ্গমঞ্জরী। রাধাকৃষ্ণ-নিকুঞ্জ-সেবার অধিকারী॥

এইত কহিল সখীগণের নির্ণয়। যাহার স্মরণে সর্ব্ব বাঞ্ছা পূর্ণ হয় ॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশ। নায়িকা-নির্ণয় কহে নন্দকিশোর দাস ॥

ইতি শ্রীরসকলিকা-গ্রন্থে আশ্রয়ালম্বন-নায়িকা-
গুণবর্ণনং নাম দ্বিতীয়দলম্ ॥ ২

(তৃতীয় দল)

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
শ্রীগুরু গোসাঞি জয়, কৃপা কর মোরে। মো সম পতিত নাহি জগত ভিতরে ॥
নায়িকার গণ এই করিল বর্ণন। এবে তা সভার গুণ করিব লিখন ॥

স্বকীয়া পরকীয়া তার হয়েত বিভেদ।
মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্ভা— প্রত্যেকে তিন ভেদ ॥

তত্র **মুগ্ধা**--

মুগ্ধা নববয়ঃকামা সখীবশা হয়। রতিচেষ্টায় অতিলজ্জা সুপ্রযত্নময় ॥
যদি কদাচিৎ কান্ত অপরাধ করে। অশ্রুযুত-নেত্র হঞা তার মুখ হেরে ॥
প্রিয়াপ্রিয় কথাতে অশক্তা হয় তায়। মানে মৌনপরা মুখ আচ্ছাদিয়া কয় ॥

তথাহি তল্লক্ষণম্ (উ নী ৫।১৩-১৪)—

মুগ্ধা নববয়ঃকামা রতৌ বামা সখীবশা।
রত-চেষ্টাসু সব্রীড়া চারুগূঢ়প্রযত্নভাক্ ॥
কৃতাপরাধে দয়িতে বাষ্পরুদ্ধাবলোকনা।
প্রিয়াপ্রিয়োক্তৌ চাশক্তা মানে চ বিমুখী সদা ॥ ইতি

এই ত কহিল মুগ্ধা নায়িকার গুণ। এবেত কহিব মধ্যা হয়ে যে লক্ষণ ॥

অথ **মধ্যা**—

প্রথম বয়স মধ্যার যে কালে উদয়। সভাকে সমান স্নেহ লজ্জা আচরয়॥
কিশোর বয়সে বাড়ে বৈদগ্ধ্যাতিশয়। কিঞ্চিৎ প্রগল্‌ভ বাক্য মাত্র আচরয়॥
মোহান্ত-সুরতক্ষমা হয়ে সুকোমলা। কোথাহ কর্কশা হয় প্রণয়-বিহ্বলা॥

তথাহি তল্লক্ষণম্ (উ নী ৫।২৭)—

সমানলজ্জামদনা প্রোদ্যত্তারুণ্যশালিনী।
কিঞ্চিৎপ্রগল্‌ভবচনা মোহান্তসুরতক্ষমা।
মধ্যা স্যাৎ কোমলা ক্বাপি মানে কুত্রাপি কর্কশা॥ ইতি

সেই ত বয়সে স্থিতা রাধিকা সুন্দরী। যাঁহার মহিমা গুণ বর্ণিতে না পারি॥
অশেষ নায়িকা-গুণ ধরে সর্বক্ষণ। নায়িকার শিরোমণি শাস্ত্রের লিখন॥

তথাহি (চাটু ১৩)

অশেষ-নায়িকাবস্থা-প্রাকট্যাদ্ভুত-চেষ্টিতে॥ ইতি

মান হৈলে সেই মধ্যা হয়েন ত্রিবিধা। ধীরমধ্যা, অধীরমধ্যা, ধীরাধীরমধ্যা॥

তথাহি (উ নী ৫।৩৩)—

ত্রিধাসৌ মানবৃত্তেঃ স্যাদ্ধীরাধীরোভয়াত্মিকা॥ ইতি

তত্র **ধীরমধ্যা**—

ধীরমধ্যা নায়িকা যে মানে অতিশয়। বক্রোক্তি করিয়া কান্তে ভৎর্সন করয়॥

তথাহি তল্লক্ষণম্ (উ নী ৫।৩৫)—

ধীরা তু বক্তি বক্রোক্ত্যা সোৎপ্রাসং সাগসং প্রিয়ম্॥ ইতি

রতিচিহ্ন দেখি কহে,—'আইস পশুপতি! অঞ্জন অলক্ত দ্রব অঙ্গে সুবিভূতি॥
শঙ্কর-উচিত ভূষা সর্ব্ব অঙ্গে হয়। কিন্তু তুয়া অর্দ্ধ অঙ্গে গৌরী নাহি রয়॥
তাহাকে ছাড়িয়া কেনে আসিয়াছ এথা। ত্বরায় গমন কর গৌরী আছে যথা॥
এই মত বক্রবাক্যে করয়ে ভৎর্সনে। ধীরমধ্যা নায়িকা কাহিয়ে তে কারণে॥

তথাহি (উ নী ৫।৩৬)—

স্বামিন্ ! যুক্তমিদং তবাঞ্জন-নবালক্তদ্রবৈঃ সর্ব্বতঃ
সংক্রান্তৈর্ধৃতনীললোহিততনোর্যচ্চন্দ্রলেখাধৃতিঃ।
একং কিন্ত্ববলোচয়াম্যনুচিতং হংহো পশূনাং পতে !
দেহার্দ্ধে দয়িতাং বহন্ বহুমতামত্রাসি যন্নাগতঃ ॥ ইতি

ধীরমধ্যা নায়িকার কহিল যে গুণ। অধীরমধ্যার কথা শুন শ্রোতাগণ ॥

অথ **অধীরমধ্যা**—

নিষ্ঠুর বাক্যেতে কান্তে করয়ে ভৎর্সন।
অধীরমধ্যা নায়িকা কহিয়ে তে কারণ ॥

তথাহি তল্লক্ষণম্ (উ নী ৫।৩৭)—

অধীরা পরুষৈর্বাক্যৈনিরস্যেদ্বল্লভং রুষা ॥ ইতি

'উচ্চ স্তনমণ্ডলীর সহচর হার। এই তুয়া কণ্ঠে দেখি কি বলিব আর ॥
রজনী-বিলাস সব দেখাইয়া দিছে। মিথ্যা প্রতারণা কেনে কর মোর কাছে ॥
শুনহ চঞ্চল,—তুমি ধূর্ত্ত অতিশয়। শীঘ্র যাহ, ইঁহা স্থিতি উপযুক্ত নয় ॥'

তথাহি (উ নী ৫।৩৮)—

উত্তুঙ্গস্তনমণ্ডলীসহচরঃ কণ্ঠে স্ফুরন্নেষ তে,
হারঃ কংসরিপো ! ক্ষপাবিলসিতং নিঃসংশয়ং শংসতি।
ধূর্ত্তাভীর-বধূপ্রতারিতমতে ! মিথ্যাকথাঘর্ঘরী-
ঝঙ্কারোন্মুখর ! প্রযাহি তরসা যুক্তাত্র নাবস্থিতিঃ ॥ ইতি

কহিল অধীরমধ্যা নায়িকার গুণ। ধীরাধীরমধ্যা কথা কহিব এখন ॥

অথ **ধীরাধীরমধ্যা**—

কান্ত অঙ্গে-অন্যাঙ্গনা-রতিচিহ্ন দেখি। ধীরাধীরা বক্রবাক্যে কহে অশ্রুমুখী ॥

তথাহি তল্লক্ষণম্ (উ নী ৫।৩৯)—

ধীরাধীরা তু বক্রোক্ত্যা সবাষ্পং বদতি প্রিয়ম্ ॥ ইতি

'গোপেন্দ্রনন্দন ন রোদয় বিলক্ষণ। যাহ শীঘ্র সেই স্থানে যাঁহা তুয়া মন ॥
যেখানে আছয়ে তুয়া হৃদয়াধিদেবী। চূড়া, মাল্য—রক্ত হইল যে চরণ সেবি ॥
যাহার প্রসাদে তুয়া আনন্দিত মন। সেব গিয়া সেই কাম-বরদা চরণ ॥
পুনশ্চ অলক্ত রসে করহ রঞ্জন। তিঁহ করিবেন তুয়া অভীষ্ট-পূরণ ॥

তথাহি (উ নী ৫।৪১)—

তামেব প্রতিপদ্য কামবরদাং সেবস্ব দেবীং সদা
যস্যাঃ প্রাপ্য মহাপ্রসাদমধুনা দামোদরামোদসে।
পাদালক্তচিতং শিরস্তব মুখং তাম্বূলশেষোজ্জ্বলং
কণ্ঠশ্চায়মুরোজ-কুড্মলসুহৃন্নির্মাল্যমাল্যাঙ্কিতঃ ॥

এই এক[১] মত শুন দ্বিতীয় লক্ষণ। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধীরাধীরা নায়িকার গুণ ॥
ধীরাধীরমধ্যা অভিমানিনী যে হয়। অন্তরে করয়ে কোপ, বাহে ব্যক্ত নয় ॥
বাহ্যপ্রীতি করি নায়কেরে কথা কয়। অন্তরে অধিক ক্রোধ নায়ক জানয় ॥

তথাহি (উ নী ৫।৪২)—

সর্ব্ব এব রসোৎকর্ষো মধ্যায়ামেব যুজ্যতে।
যদস্যাং বর্ত্ততে ব্যক্তা মৌগ্ধ্যপ্রাগল্ভ্যয়োর্যুতিঃ ॥ ইতি

তথাহি পদম্—

তোরহি[২] লোচন, যো রহি অরুণিত, ঝামরু বদন নেহারি।
মরমহি দুরগম, ভাব ধয়লি ধনি, ভরমহি কহত বিচারি ॥

১। কত—ক; ২। ভোরহিঁ—খ;

মাধব ক্রীড়াময় তুহুঁ দেবা।

দৈব-হতা হাঁম, তোহে কি দোখব, সো ধনি যো করু সেবা ॥ ধ্রু ॥

কুঞ্জহি জাগি মঝু, পন্থ নেহারিতে, অনিমিখ লোচন ভেল।

কেশর রেণু, পবনে তঁহি আনল, সো সব অরুণিত কেল ॥ ২ ॥

কাননে বায়ু, বহতি অতি সুরভিত, তাহে শিথিল সব দেহ।

ঝামরু বদন, বিম্বাধর হি ব্রণ, কো ইথি করব সন্দেহ ॥ ৩ ॥

রাইক বচন-রচনরস-খণ্ডনে, শঙ্কিত-হৃদয় মুরারি।

গদগদ অন্তর, হেরত সহচরী, নন্দকিশোর বলিহারি ॥ ৪ ॥

এইত কহিল,—'মুগ্ধা, মধ্যার' লক্ষণ। এবে প্রগল্ভার গুণ করিব বর্ণন ॥

অথ **প্রগল্ভা**—

প্রগল্ভা নায়িকা পূর্ণতারুণ্যাদিময়। যৌবন-মদান্ধা বড় রতোৎসুকা হয়।

মুখ-নেত্রে বহুবিধ ভাব প্রকাশয়। নায়কের মনোগত ভাব যে জানয় ॥

রসাদি করণে কান্তে আক্রান্ত করয়। অতিপ্রৌঢ় চেষ্টা, মানে কর্কশ হৃদয় ॥

তথাহি তল্লক্ষণম্ (উ নী ৫।৪৩)—

প্রগল্ভা পূর্ণতারুণ্যা মদান্ধোরুরতোৎসুকা।
ভূরিভাবোদ্গমাভিজ্ঞা রসেনাক্রান্তবল্লভা।
অতিপ্রৌঢ়োক্তিচেষ্টাসৌ মানে চাত্যন্তকর্কশা ॥ ইতি

প্রগল্ভা নায়িকা মানে—ত্রিবিধ প্রকার।
ধীরপ্রগল্ভা, অধীরপ্রগল্ভা, ধীরাধীরা আর ॥

তথাহি (উ নী ৫।৫২)—

মানবৃত্তেঃ প্রগল্ভাপি ত্রিধা ধীরাদিভেদতঃ ॥ ইতি

তত্র **ধীরপ্রগল্ভা**—

ধীরা স্বভাব কিন্তু বড় গর্ব্ব হয়। অভিমানে অন্তরে সদা প্রাথর্য্যাতিশয় ॥

নায়ক-দর্শনে করে বড়ই সম্মান। আগুসরি আইসে, করে আসন-প্রদান॥

তথাহি (উ নী ৫।৭৩)—

উদাস্তে স্থরতে ধীরা সাবহিত্থা চ সাদরা॥ ইতি

অথ **অধীরপ্রগল্‌ভা**—

অধীরপ্রগল্‌ভা করে কান্তেরে ভৎর্সন। নানামত বাক্য কহি করয়ে তাড়ন॥

তথাহি (উ নী ৫।৫৭)—

সংতর্জ্য নিষ্ঠুরং রোষাদধীরা তাড়য়েৎ প্রিয়ম্॥ ইতি

রসিক নাগর তাহা শুনি সুখ পায়। মন্দ মন্দ হাসিয়া নায়িকা-পানে চায়॥

অথ **ধীরাধীরপ্রগল্‌ভা**—

ধীরাধীরপ্রগল্‌ভা প্রখরা অতিশয়। কভু নিন্দা, কভু স্তুতি, প্রণয় করয়॥

তথাহি (উ নী ৫।৫৯)—

ধীরাধীরগুণোপেতা ধীরাধীরেতি কথ্যতে॥ ইতি

তথাহি পদম্—

যাহি মাধব যাহি কেশব মা বদ কৈতববাদম্।

তামনুসর সরসীরুহলোহন! যা তব হরতি বিষাদম্॥ ইত্যাদি

এইত কহিল ত্রিধা নায়িকার গুণ। সাবধান হঞা শুন তার বিবরণ॥

মুগ্ধা একবিধা যত কন্যকার গণ। স্বীয়া পরকীয়া ভেদে ত্রিবিধ-গণন॥

মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্‌ভা বিভেদে ছয় গুণ। মুগ্ধা, প্রৌঢ়া ধীরাদিক ভেদে ছয় হন॥

কন্যা স্বীয়া পরকীয়া মুগ্ধা ত্রিধা মতা। সভে পঞ্চদশবিধা নায়িকা বিখ্যাতা॥

তথাহি (উ নী ৫।৬৭,৬৮)—

কন্যা মুগ্ধৈব সা কিন্তু স্বীয়ান্যোঢ়ে উভে বুধৈঃ।

মুগ্ধা-মধ্যাদিভেদেন ষড়্‌ভেদে পরিকীর্ত্তিতে॥

মধ্যাপ্রৌঢ়ে দ্বিষড়্‌ভেদে প্রোক্তে ধীরাদিভেদতঃ।
কন্যা স্বীয়া পরোঢ়েতি মুগ্ধা চ ত্রিবিধা মতা।
ইতি তাঃ কীর্ত্তিতা পঞ্চদশ ভেদা ইহাখিলাঃ॥ ইতি

কহিল নায়িকাবস্থা পঞ্চদশ বিধা। এবে অষ্টাবস্থা কহি অতি সুপ্রসিদ্ধা॥

তথাহি (উ নী ৫।৬৯, ৭০)—

অথাবস্থাষ্টকং সর্ব্বনায়িকানাং নিগদ্যতে।
তত্রাভিসারিকা বাসসজ্জা চোৎকণ্ঠিতা তথা॥
খণ্ডিতা বিপ্রলব্ধা চ কলহান্তরিতাপি চ।
প্রোষিতপ্রেয়সী চৈব তথা স্বাধানভর্ত্তৃকা॥
ইত্যষ্টনায়িকা-ভেদা রসতন্ত্রে প্রকীর্ত্তিতা॥ ইতি

তত্রাভিসারিকা—

আগে অভিসার কহি দুইত প্রকার। দিবা-অভিসার এক, রাত্র্যভিসার আর॥
দিবা অভিসার কৃষ্ণ-গোচারণ-কালে। দানঘাটী-পথে আর সূর্য্যপূজা ছলে॥
সময়ানুরূপ যবে সঙ্কেত যেখানে। সখী সঙ্গে কৃষ্ণ সহ মিলয়ে সেখানে॥

অথ রাত্র্যভিসার—

রাত্রিমধ্যে জ্যোৎস্না, অন্ধকার দুই মত। সময়ানুক্রমে বেশ অঙ্গে বিরচিত॥ *

তথাহি (উ নী ৫।৭১)—

যাভিসারয়তে কান্তং স্বয়ং বাভিসরত্যপি।
সা জ্যোৎস্নী তামসী যানযোগ্যবেষাভিসারিকা॥ ইতি

নিকুঞ্জকানন আর উপবন হয়। সকণ্টক ভগ্নমন্দির ধূলিরোধাশ্রয়॥

* 'খ' পুস্তকে অতিরিক্ত—
নায়ক নায়িকা দুঁহু অভিসার হয়। সঙ্কেতানুক্রমে দুঁহে একত্র মিলয়॥

যমুনা-রোধসি কিম্বা পর্বত-গহ্বরে। ক্ষেত্রযাত্রাদিক আর পরিসর ঘরে ॥
কুজ্ঝটিকা আদি করি নানা সঙ্কেত হয়।
কেহো আগে কেহো পাছে একত্র মিলয় ॥

তথাহি—

নিকুঞ্জকাননোদ্যান-নিরম্বুপরিখাপ্রদাঃ ?।
অট্টালিকাসনে ক্ষেত্র-ধূলিরোধঃসকণ্টকাঃ ॥
বাটী-পরিসরাগার-পশ্চাদ্ভগ্নমঠাদয়ঃ।
এতে প্রদেশাঃ সঙ্কেতস্থান-বিংশতিমুত্তম ইতি ?

আগে নায়কাভিসার করিয়ে রচন। পশ্চাৎ নায়িকাভিসার করিব বর্ণন ॥

তত্র **শ্রীকৃষ্ণাভিসার**—

রাধা লাগিয়া কৃষ্ণ ব্যাকুল অন্তরে। স্থির হইয়া নিজগৃহে রহিতে না পারে।
নানাভূষা করি শীঘ্র আসি কুঞ্জবনে। সন্ধান করিয়া কথা কহে বৃন্দাস্থানে ॥
কৃষ্ণ কহে—'বৃন্দাদেবী শুনহ বচন। কোন্ কুঞ্জে রাধা সঙ্গে হইবে মিলন ?
সে কুঞ্জ দেখাহ মোরে সদয় হইয়া। তোমা বিনু আর কেহ না জানয়ে ইহা ॥
এতেক শুনিয়া বৃন্দা কহেন বচন। 'শুনহ রসিকবর মোর নিবেদন ॥
অনঙ্গ-অম্বুজ কুঞ্জ সর্ব্বোত্তম হয়। সেই বন রাধিকার প্রিয় অতিশয়' ॥
শুনিয়া নাগর অতি আনন্দ পাইলা। সে কুঞ্জ মাঝারে গিয়া উপস্থিত হৈলা ॥
অতি সুগোপিত কুঞ্জ সৌরভ্য উত্তম। দেখিয়া কৃষ্ণের অতি আনন্দিত মন ॥
নবীন কুসুমদল তুলিয়া আপনে। বিলাস লাগিয়া শয্যা করেন রচনে ॥
রাইপথে নিরিখয়ে রসিক রমণ। উৎকণ্ঠাতে বংশীধ্বনি করয়ে সঘন ॥
সংক্ষেপে কহিল এই কৃষ্ণ-অভিসার। রাধিকাভিসার এবে করিয়ে প্রচার ॥

অথ **রাধিকাভিসার**—

রাধিকাভিসার হয়ে অনেক প্রকার। বর্ষা আদি করি ছয় ঋতু পরচার ॥

উৎকণ্ঠাভিসার আগে করিয়ে বর্ণন। সংক্ষেপে কহিয়ে সম্যক্ না যায় লিখন ॥

অথাভিসারোৎকণ্ঠা—

কৃষ্ণের লাগিয়া রাধার উৎকণ্ঠিত মন। কাতর হইয়া কিছু কহেন বচন ॥
"শুন প্রিয় সখীগণ আমার বচন। 'রাধা রাধা' বলি বংশী ডাকয়ে সঘন ॥
আমার লাগিয়া কৃষ্ণের বিষাদিত মন। কহ দেখি কৈছে হয় তাহার মিলন ॥
অতি ঘোরতর নিশা বাদর সঘন। কেমতে হইবে ইথে পথ-নিরীক্ষণ ॥
কেনে বা কৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্কেত করিল। দৈব দারুণ রূপে আমারে লাগিল ॥"
এইমত বিলাপ রাই করে অতিশয়। হেনকালে দূতী আসি উপস্থিত হয় ॥
তার মুখে কৃষ্ণচেষ্টা শুনিয়া রাধিকা। চিত্ত স্থির নহে, হইল চাঞ্চল্য অধিকা ॥
সখী প্রতি কহে,—'আর না পারি রহিতে। ত্বরায় গমন কর কৃষ্ণেরে মিলিতে' ॥
শুনিয়া ললিতা দেবী কহয়ে বচন। কেমনে দুরন্ত পথে হইবে গমন ॥
অতি তরলিত পথে পদ স্থির নহে। দুরন্ত দুয়ারে কাঠ কপাট যে রহে ॥
ঘোরতর নিশি অতি পথ না দেখিয়ে। এতেক সঙ্কটে কৈছে অভিসার হয়ে ॥

তথাহি পদম্—

মন্দির বাহির কঠিন কপাট, চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট ॥
তাহে অতি দূরতর বাদর ডোল। বারি কি বারব নীল নিচোল ॥
সজনি! কৈছে করবি অভিসার। হরি রহু মানস-সুরধুনী পার ॥

অথ প্রত্যুত্তর—

"কুলবতী কঠিন কপাট উদঘাটলু তাহে কি কাঠ কপাটকি বাধা।
নিজ মরিযাদ সিন্ধু সম পৈরনু তাহে কি তটিনী অগাধা ॥
সজনি! মঝু পরিখন করু দূর।
কৈছে হৃদয় করি, পন্থ নেহারে হরি, সোঙরি সোঙরি মন ঝুর ॥"
এই মত প্রেমায় বিহ্বল সখী সঙ্গে। নীলবস্ত্র অলঙ্কার পরি সব অঙ্গে ॥

দূতার পশ্চাতে পথে করিয়া গমন। সঙ্কেত স্থানেতে করে কান্তের মিলন॥

ধানশ্রী—[স্তব ২৫]

ত্বং কুচ-বল্গিত-মৌক্তিকমালা। স্মিত-সান্দ্রীকৃত-শশিকর-জালা॥

হরিমভিসর সুন্দরী সিতবেশা। রাকারজনিরজনি গুরুরেষা॥ ধ্রু॥

পরিহিত-মাহিষ-দধিরুচি-সিচয়া। বপুরর্পিত-ঘন-চন্দন-নিচয়া॥

কর্ণকরম্বিত-কৈরব-হাসা। কলিত-সনাতন-সঙ্গ-বিলাসা॥

তথাহি—[স্তব গীত (২৪।৩)]

যা পর্য্যুৎসুকচিত্তাতিমদনেন মদেন বা।
আত্মনাভিসরেৎ কান্তং সা ভবেদভিসারিকা॥

এইত কহিল অভিসারের লক্ষণ। এবেত বাসকসজ্জা করিব লিখন॥

অথ **বাসকসজ্জা**।—

কান্তের সঙ্কেত-স্থানে উপস্থিত হইয়া। তাম্বূল কর্পূরমালা সব নিয়োজিয়া॥
কৃষ্ণের বিলাস লাগি শয্যাদি করয়। নানা গন্ধ পুষ্প তার চৌদিকে সাজায়॥
কুঞ্জমধ্যে কুসুমিত শয্যাদি করিয়া। নানা ভূষা করি' রহে কান্তপথ চাইয়া॥

তথাহি (উ নী ৫।৬৭-৭৭)—

স্ববাসকবশাৎ কান্তে সমেষ্যতি নিজং বপুঃ।
সজ্জীকরোতি গেহঞ্চ যা সা বাসকসজ্জিকা॥
চেষ্টা চাস্যাঃ স্মরক্রীড়া-সঙ্কল্পো বর্ত্মবীক্ষণম্।
সখীবিনোদবার্ত্তা চ মুহুর্দূতীক্ষণাদয়ঃ॥

অথোৎকণ্ঠিতা—

কান্তের বিলম্ব দেখি' উৎকণ্ঠা বাঢ়য়। ক্ষণে উঠে, ক্ষণে বৈসে, স্থির নাহি হয়॥
স্থির নেত্রে পথপানে করে নিরীক্ষণ। শব্দপ্রতি কর্ণ পাতে ছাড়ি অন্য মন॥

তথাহি (উ নী ৫।৭৯—৮০)—

অনাগসি প্রিয়তমে চিরয়ত্যুৎসুকা তু যা।
বিরহোৎকণ্ঠিতা ভাববেদিভিঃ সা সমীরিতা॥ ইতি
অস্যাস্তু চেষ্টা হৃত্তাপো বেপথুর্হেতুতর্কণম্॥
অরতির্বাষ্পমোক্ষশ্চ স্বাবস্থাকথনাদয়ঃ॥ ইতি

অথ পদম্—

দেখ সখি! অটমীক রাতি। আধ রজনি বহি যাতি॥
দশদিশ নিরমল ভেল। আধ রজনি বহি গেল॥
অব হরি না মিলল রে। বিহি মোরে বঞ্চল রে॥
বিঘটন হরিক সন্দেশ। কাহে বনায়লো বেষ॥

অথ **বিপ্রলব্ধা**—

উৎকণ্ঠিতা হঞা ঐছে সখী-সঙ্গে কথা। কান্ত-আগমন পথ হেরয়ে সর্বথা॥
দৈব-দোষে কান্ত তাহা আসিতে না পায়।
বিপ্রলব্ধা কান্তা নিশি জাগিয়া পোহায়॥

তথাহি (উ নী ৫।৮৫)—

কৃত্বা সঙ্কেতমপ্রাপ্তে দৈবাজ্জীবিতবল্লভে।
ব্যথমানান্তরা প্রোক্তা বিপ্রলব্ধা মনীষিভিঃ॥ ইতি

নিচয়ে জানিলুঁ সখি! না আসিব পিয়া। কেমনে ধরিব মুঞি এই দুষ্ট হিয়া॥
কেনে বা এতেক বেশ করিলাম অঙ্গে। দারুণ বিধাতা সব রস কৈল ভঙ্গে॥
কন্দর্পের বাণে অঙ্গ জর জর কৈল। কঠিন পুরুষ কৃষ্ণ নিশ্চয় জানিল॥
তবে আর কিবা কাজ কর্পূর চন্দনে। কর্পূরবাসিত-জল করহ তেজনে॥

তথাহি (উ নী ৫।৮৫)—

নির্বেদচিন্তাখেদাশ্রু-মূর্চ্ছানিঃশ্বসিতাদিভাক্॥ ইতি

অথ খণ্ডিতা—

নিশান্তে নায়িকা অতি ক্রোধান্তরে রয়। হেনকালে নায়কের আগমন হয়॥
কান্তের অঙ্গেতে দেখি ভোগচিহ্ন যত। অধর মলিন রাঙ্গা নয়ন বেকত॥
চিবুকে দশন-চিহ্ন সিন্দূরে মণ্ডিত। নায়িকা-কজ্জলে সে বদন বিভূষিত॥
হৃদয়ে যাবক-চিহ্ন রঙ্গহার উরে। পরিধান নীলসাড়ী অথির জাগরে॥

তথাহি (উ নী ৫।৮৩)—

উল্লঙ্ঘ্য সময়ং যস্যাঃ প্রেয়ানন্যোপভোগবান্।
ভোগলক্ষ্মাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ সা হি খণ্ডিতা॥
এষা তু রোষ-নিঃশ্বাসতূষ্ণীম্ভাবাদিভাগ্‌ভবেৎ॥ ইতি

তথাহি পদম্—

আকুল চিকুর, চূড়পরি চন্দ্রক, ভালহি সিন্দূর-দহনা।
চন্দন তিলক, মাঝে নব মৃগমদ, অতএ বেকত তিননয়না॥
মাধব অব তুঁহু শঙ্কর দেবা।
যাকর পূজা ফলে, প্রাতহিঁ ভেটলো, দূর হি দূরে রহু সেবা॥
চন্দন রেণু, ধূসর ভেল সবতনু, সোই ভসম সম ভেল।
তোহারি বিলোকনে, মঝু মন মনোভব, মনমথ সঞে জরি গেল॥
অবহুঁ বসন ধর, কাহে দিগম্বর, শঙ্কর-বরত উপেখি।
গোবিন্দ দাস কহে, পরাইতে অম্বর, গণইতে লেখিনা লেখি॥

এতেক ভৎর্সনা যদি নায়িকা করিল। শুনিয়া নায়ক তাঁর নিকটে আইল॥
চরণে ধরিয়া বহু করয়ে স্তবন। তথাপি প্রসন্ন নহে নায়িকার মন॥
বিমুখ হইয়া রহে ক্রোধ অতিশয়। সজল নয়ানে কান্ত গমন করয়॥
এইমত কহিল খণ্ডিতা-বিবরণ। কলহান্তরিতা এবে শুন শ্রোতাগণ॥

অথ **কলহান্তরিতা**—

নায়ক গেলেন যদি বিমর্ষ হইলা। মান দূরে গেল, চিন্তা করিতে লাগিলা॥
'কহ সখি কি উপায় হইব আমার। মান লাগি উপেখিলুঁ সে নন্দকুমার॥
কত রূপে যত্ন কৈল রসিক নাগর। কুদিন লাগল মোর মানিনী অন্তর॥
প্রকৃতি হইয়া মোর জন্ম দুঃখে গেল। দারুণ মান লাগি কোন সুখ না হইল॥
প্রেম নিদারুণ, তার গতি না জানিঞা। কৃষ্ণ-সঙ্গে মান কৈনু আপনা খাইঞা॥
পহিলে জানিতো যদি এত দুঃখ পাব। তবে কেনে কৃষ্ণ সনে পীরিতি বাড়াব॥
দারুণ পীরিতি মোর হৃদয়ে উদ্দাম। ত্যাগ না করয়ে সেহ না লয়ে শমন॥'

তথাহি (উ নী ৫।৮৭)—

> যা সখীনাং পুরঃ পাদপতিতং বল্লভং রুষা।
> নিরস্য পশ্চাত্তপতি কলহান্তরিতা হি সা।
> অস্যাঃ প্রলাপসন্তাপ-গ্লানি-নিঃশ্বসিতাদয়ঃ॥ ইতি

তথাহি পদম্—

চরণ নখর মণি রঞ্জন ছাঁদ। ধরণী লোটায়ল গোকুল-চাঁদ॥
রোখে বিমুখ হাম বৈরী কত জান। রতন কি ভৈগেল গৌরিক ভান॥
ঢরকি ঢরকি পড়ু লোচন-লোর। কতরূপে মিনতি কয়ল পহুঁ মোর॥
লাগল কুদিন হামে কয়লহুঁ মান। অব নাহি নিকসয়ে কঠিন পরাণ॥
নারী জনমে হাঁম না করিলু ভাগি। মরণ সমান ভেল মানকি লাগি॥
কহ কবিরঞ্জন শুন বর নারী। প্রেম-অমিয়া রসে লুব্ধ মুরারি॥

তথা—

আন্ধল প্রেম পহিলে নাহি জানলো সো বহুবল্লভ কান।
আদর সাধে বাদ করি তাসঞে অহনিশি জলত পরাণ॥

সজনি তোহে কহোঁ মরমক দাহ।

কানুক দোখে, যো ধনী রোখই, সো তাপিনী জগমাহ॥

যো হাম মান, বহুত করি মানলো কাহ্নুক পীরিতি উপেখি।

সো মনসিজ-শরে তনু মন জারল তাকর দরশ উপেখি॥

ধৈরজ লাজ, মান সঞে ভাজল জীবন ভেল সন্দেহ॥

গোবিন্দ দাস কহ সতি ভামিনি ঐছন কাহ্নুক লেহ॥

দুঃখের সাগরে রাই নিমগন হইলা। ললিতার প্রতি কিছু কহিতে লাগিলা॥

'শুনহে ললিতা মোর হৃদয়-উত্তর। কৃষ্ণ-অদর্শনে তনু হৈল জরজর॥

সখীগণ-শ্রেষ্ঠা তুমি আমার জীবন। একবার কৃষ্ণচন্দ্রে করাহ দর্শন॥

তবে এই দুঃখ-জ্বালা সকলি ঘুচিব। নতুবা যমুনা-জলে শরীর তেজিব॥'

রাধিকার এতবাক্য শুনিয়া ললিতা। গমন করিলা আগে কৃষ্ণ আছে যথা॥

ললিতা কহেন—'কৃষ্ণ! শুনহ বচন। জানিতাম তুমি যে রসিক সর্ব্বোত্তম।

তোমার পীরিতি-রীতি পূর্ব্বে না জানিল। কপট কঠিন প্রেম অন্ত বেদ্য হৈল।

যাহারে দেখিতে মো সভারে যত্ন কৈলে।

ভাল হৈল স্বেচ্ছাময় তাহারে ছাড়িলে॥

তথাহি পদং, সখ্যুক্তিঃ—

শুন বহুবল্লভ কান। ভাল তুহুঁ চতুর সুজান॥

পামর পীরিতি উপেখি। আওলি কুলবতী দেখি॥

[তোহারি রসিকপনা জানি। কহইতে আওলো বাণী॥

কৌনে শিখাওল নীতি। ধনি ধনি তোহারি পীরিতি॥] *

যো পদ পরশ কি আশে। কত না কয়লি অভিলাষে॥

সো পদ-পঙ্কজ ছোড়ি। কৈছে রহলি মুখ মোড়ি॥

* বন্ধনীস্থিত অংশ 'খ' পুস্তকে নাই।

শুনইতে ঐছন কাজ। হাঁসব যুবতী সমাজ ॥
হেরইতে ভৈগেল ধন্ধ। গোবিন্দ দাস মতি-মন্দ ॥

এত শুনি কৃষ্ণ কিছু কহেন বচন। "এতেক নিষ্ঠুর সখি কহ কি কারণ ॥
রাধা লাগি প্রাণ যৈছে করিছে বিকল। তাহা কি কহিব তুমি জানহ সকল ॥
রাধিকা হয়েন মোর নেত্রের অঞ্জন। তাহা না দেখিলে অন্ধকার ত্রিভুবন ॥
তদবধি কামবাণে দেহ জ্বলি গেল ॥
তুমি সহায় করি যদি দেখাও রাই-মুখ। তবে দুঃখ জ্বালা যায়, পাই বড় সুখ ॥
নহে শরাগ্নিতে দেহ হইবে তেজন। দেখিতে না পাব রাধার সে চাঁদ বদন ॥"

তথাহি পদম্—

সজল নয়ানে রজনী জাগি। সেবলুঁ চরণ হৃদয়ে লাগি ॥
দারুণ মদন যো দুঃখ দেল। মুরছি চেতন রতন নেল ॥
এ সখি! এ সখি! তুহুঁ সে জান। যৈছন সেবক নাগর কান ॥
খলক বচন-রচনে রাই। নিষ্ঠুর-বচন ভৈগেল তাই ॥
তোহুঁ সে যতেক কহলি হিতে। হিতে অহিত মানলি চিতে ॥
অতএ' সে ধিক জীবন জানি। জীবনে আওলো মরণ মানি ॥
কাম-সায়রে মরব হাম। জপত জপত বেকত নাম ॥
যৈছনে পাওব সো পদ-রাতা। তৈছন যতনে সেবব ধাতা ॥
তৈখনে পূরব মন উলাস। কব মিলাইব গোবিন্দ দাস ॥

এতেক কাতর বাক্য কৃষ্ণের শুনিয়া। ললিতা কহেন কিছু মনেতে চিন্তিয়া ॥
'তোমা লাগি রাইস্থানে অনেক কহিল। মো সভার বাক্যে কিছু প্রসন্ন হইল ॥
গমন করিয়ে আমি রাধিকার স্থানে। তুয়া অনুরাগ পুন করি নিবেদনে ॥
অন্য পথ দিয়া তুমি আইসহ তথাই। সন্ধান করিয়া তারে মিলাব তোমায়' ॥
এইত কহিল কলহান্তরিতা-লক্ষণ। প্রোষিতভর্ত্তৃকা এবে শুন শ্রোতাগণ ॥

অথ প্রোষিতভর্ত্তৃকা—

যবে কান্ত দূরদেশে করয়ে গমন। প্রোষিতভর্ত্তৃকাবস্থা কহিয়ে তথন॥

তথাহি (উ নী ৫। ৮৯)—

দূরদেশং গতে কান্তে ভবেৎ প্রোষিতভর্ত্তৃকা॥ ইতি

বিচ্ছেদ-দশাতে সে দর্শনোৎকণ্ঠা মন। নিরবধি করে প্রিয় নাম-সংকীর্ত্তন॥

বিরহ-ব্যাকুল চিত্ত দৈন্যতা করয়। অতিশয় ক্ষীণ তনু, নিদ্রা নাহি হয়॥

অঙ্গ-বেষ, অলঙ্কার হয়েত মলিন। অনবস্থা, জাড্য, চিন্তামাত্র রাত্রিদিন॥

তথাহি—

প্রিয়সংকীর্ত্তনং দৈন্যমস্যাস্তানবজাগরৌ।

মালিন্যমনবস্থানং জাড্যচিন্তাদয়ো মতাঃ॥ ইতি

প্রোষিতনায়িকাবস্থা সংক্ষেপে কহিল। প্রসঙ্গানুক্রমে কথা বিস্তার নহিল॥

তথাহি—

বিলাসী স্বচ্ছন্দং বসতি মথুরায়াং মধুরিপু-

র্বসন্তঃ সন্তাপং প্রথয়তি সমন্তাদনুপদম্।

দুরাশেয়ং বৈরিণ্যহহ মদভীষ্টোদ্যমবিধৌ

বিধত্তে প্রত্যূহং কিমিহ ভবিতা হন্ত শরণম্? ইতি

সংক্ষেপে কহিল এই নায়িকা-বর্ণনে. বিশেষ কহিব বিপ্রলম্ভ-প্রকরণে॥

অথ স্বাধীনভর্ত্তৃকা—

দুহুঁ অভিলাষে দুহুঁ একত্র মিলয়। নানারস বিথারিয়া সম্ভোগ করয়॥

তাহাতে নায়িকা-অঙ্গের বেষান্তর হয়। সে বেষ-রচনা লাগি নায়িকা কহয়॥

তবে সে নায়িকা-বেষ করেন আপনি। সিন্দূর কজ্জল মুক্তাহারের গাথনি॥

কাঁচুলি বন্ধন করে বিচিত্র করিয়া। যাবক রচনা করে চরণে ধরিঞা॥

নূপুর পরায় নানাভাঁতি বেষ করে। স্বাধীনভর্ত্তৃকা বলি' এ রস প্রচারে॥

তথাহি তল্লক্ষণম্ (উ নী ৫।৯১)—

স্বায়ত্তাসন্নদয়িতা ভবেৎ স্বাধীনভর্ত্তৃকা।
সলিলারণ্যবিক্রীড়া-কুসুমাবচয়াদিকৃৎ॥ ইতি
যস্যাঃ প্রেমগুণাকৃষ্টঃ প্রিয়ঃ পার্শ্বং ন মুঞ্চতি।
বিচিত্র-সংভ্রমাসক্তা ভবেৎ স্বাধীনভর্ত্তৃকা॥

যদি এই নায়িকারে ত্যাগ করিবারে। ক্ষণমাত্র নায়ক সহিতে নাহি পারে।
পরপ্রেম-বশীভূত হৈতে প্রফুল্লতা। **মাধবী** করিয়া তারে কহি অদভুতা॥

তথাহি (উ নী ৫।৯৪)—

চেদিয়ং প্রেয়সা হাতুং ক্ষণমপ্যতিদুঃশকা।
পরমপ্রেমবশ্যত্বান্মাধবীতি তদোচ্যতে॥ ইতি

স্বাধীনভর্ত্তৃকা বাসকসজ্জাভিসারিকা। অতিহৃষ্টা বিভূষিতা ত্রিবিধা নায়িকা॥
আর পঞ্চাবস্থাগতা নায়িকা যে হয়। মণ্ডনবর্জ্জিতা ক্ষীণা হয় অতিশয়।
বামগণ্ডাশ্রিত কর চিন্তাগত মন। এইত কহিল অষ্টাবস্থা-বিবরণ।

তথাহি (উ নী ৫।৯৫)—

হৃষ্টাঃ স্বাধীনভর্ত্তৃকা বাসসজ্জাভিসারিকাঃ॥
মণ্ডিতাশ্চ পরাঃ পঞ্চ খিন্না মণ্ডনবর্জিতাঃ॥
বামগণ্ডাশ্রিতকরাশ্চিন্তাসন্তপ্তমানসাঃ॥ ইতি

পূর্ব্বোক্ত নায়িকা পঞ্চদশ পরকার। অষ্টাবস্থা ক্রমে পুন ভেদ তা সভার॥
একশত বিংশতি লেখা হইল গণন। উজ্জ্বল গ্রন্থেতে সব বিশেষ নিরূপণ॥

তথাহি (উ নী ৫।১০১)—

পূর্ব্বং যাঃ পঞ্চদশধা প্রোক্তাস্তাসাং শতং তথা।
বিংশতিশ্চাভিরত্র স্যাদবস্থাভিঃ কিলাষ্টভিঃ॥ ইতি

উত্তমা, মধ্যমা, কনিষ্ঠা ত্রিবিধ প্রকার। কৃষ্ণে প্রেমতারতম্যে ভেদ সভাকার

তথাহি (উ নী ৫।৯৬)—

উত্তমা মধ্যমা চাত্র কনিষ্ঠা চেতি তাস্ত্রিধা।

ব্রজেন্দ্রনন্দনে প্রেমতারতম্যেন কীর্ত্তিতাঃ ॥ ইতি

অতএব ত্রিবিধোত্তমাদি ভেদক্রমে। তিন শত ষষ্টিবিধা নায়িকা গণনে ॥

তথাহি (উ নী ৫।১০২)—

পুনশ্চ ত্রিবিধৈরেভিঃ প্রভেদৈরুত্তমাদিভিঃ।

ত্রিশতী স্পষ্টমুক্তাত্র ষষ্ট্যা যুক্তা মনীষিভিঃ ॥ ইতি

সকল নায়কাবস্থা কৃষ্ণে যৈছে কহি। তৈছে রাধা সকল নায়িকাবস্থাময়ী॥

তথাহি (উ নী ৫।১০৩)—

যথা স্যুর্নায়কাবস্থা নিখিলা এব মাধবে।

তথৈব নায়িকাবস্থা রাধায়াং প্রায়শো মতাঃ ॥ ইতি

যথা (চাটু ১৩)—অশেষনায়িকাবস্থা-প্রাকট্যাদ্ভুত-চেষ্টিতে ॥ ইতি

এই যে কহিল যূথেশ্বরী-ভেদগণ। সুহৃদাদি ব্যবহারে ত্রিবিধা ভেদ পুন ॥

সৌভাগ্যে অধিকা সমা লঘু অনুক্রমে।
প্রত্যেকে প্রখরা মধ্যা মৃদ্বী-বিবরণে ॥
শ্যামলা মঙ্গলা আদি স্বভাবে প্রখরা।
শ্রীরাধা পালিকা আদি মধ্যা সর্ববরা ॥

চন্দ্রাবলী ভদ্রা আদি মৃদ্বীতে গণন। ভেদ চতুষ্টয় কিছু কহিব এখন ॥
স্বপক্ষ, সুহৃৎপক্ষ, প্রতিপক্ষ আর তটস্থপক্ষাদি ভেদে গণনা সভার ॥
ললিতা বিশাখা আদি স্বপক্ষে গণন। রাধিকার সুহৃৎপক্ষ শ্যামলা যে হন ॥
তটস্থপক্ষতে ভদ্রা যূথেশ্বরী হয়। প্রতিপক্ষ চন্দ্রাবলী আদি সুনিশ্চয় ॥

উট্টঙ্কে কহিল ইঁহা নহিল বিস্তার। মূল গ্রন্থে অতিশয় বাহুল্য বিচার॥

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশ।

নায়িকা-বর্ণন কহে নন্দকিশোর দাস॥ ইতি

ইতি শ্রীরসকলিকা-গ্রন্থে আশ্রয়ালম্বন নায়িকাবিবরণে

নায়িকা-স্বভাব-ভেদনিরূপণং নাম

তৃতীয়দলম্॥ ৩॥

(চতুর্থ দল)

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

শ্রীগুরু গোসাঞি জয় কৃপা কর মোরে। মো সম পামর নাহি জগত ভিতরে॥

এইত কহিল নায়িকা-প্রকরণ। এবে শুন কহি কিছু দূত্য-প্রকরণ॥

আশ্রিত সহায় যত নায়িকার গণ। পূর্ব্বরাগাদিতে কৃষ্ণ-সঙ্গম-কারণ॥

তথাহি (উ নী ৭।১)—

অথাশ্রিতসহায়ানাং কৃষ্ণসঙ্গম-তৃষ্ণয়া।

এতাসাং পূর্ব্বরাগাদৌ দূত্যযুক্তির্বিলিখ্যতে॥ ইতি

স্বয়ংদূতী, আপ্তদূতী, দুই ত প্রকার। সংক্ষেপে কহিব কিছু বিশেষ তাহার॥

তথাহি (উ নী ৭।২)—

দূতী স্বয়ং তথাপ্তা চ দ্বিধাত্র পরিকীর্ত্তিতা॥ ইতি

তত্র স্বয়ংদূতী—

রমণেচ্ছা মনে যার অত্যোৎসুক্য হয়। নায়কের প্রতি নিজভাব প্রকাশয়॥

কিবা অতিরাগে যেই হয় বিমোহিতা। স্বভাব-জ্ঞাপন হেতু স্বয়ংদূতী খ্যাতা॥

তথাহি (উ নী ৭।৩)—

অত্যৌৎসুক্যকৃতদ্‌ব্রীড়া যা চ রাগাতিমোহিতা।
স্বয়মেবাভিযুঙ্‌ক্তে সা স্বয়ং দূতী ততঃ স্মৃতা ॥ ইতি

বাচিক আঙ্গিক চাক্ষুষাদি প্রকটনে। ত্রিবিধ প্রকার সেই ভাব-প্রকাশনে ॥

তথাহি (উ নী ৭।৪)—

স্বাভিযোগাস্ত্রিধা প্রোক্তা বাচিকাঙ্গিক-চাক্ষুষাঃ ॥ ইতি

তত্র বাচিকাঃ—

শব্দোত্থ, অর্থোত্থ ভাব-ব্যঙ্গ্য দ্বিধা হয়। স্বয়ংদূতা-প্রকরণে বাচিক-নির্ণয় ॥
শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে আর পুরস্থ-বিষয়ে। সেই দুই ব্যঙ্গ্য উক্তি দুই মতে হয়ে ॥

তথাহি (উ নী ৭।৫)—

বাচিকো ব্যঙ্গ্য এবাত্র স শব্দার্থভবো দ্বিধা।
উক্তৌ ব্যঙ্গ্যৌ চ তৌ কৃষ্ণপুরঃস্থবিষয়ৌ দ্বিধা ॥ ইতি

তত্র কৃষ্ণবিষয়ঃ—

শব্দোত্থ অর্থোত্থ ব্যঙ্গ্য আগে এক হয়। আর ব্যপদেশে দ্বিধা কৃষ্ণের বিষয় ॥

তথাহি (উ নী ৭।৬)—

স সাক্ষাদ্‌-ব্যপদেশাভ্যাং স্যাৎ কৃষ্ণবিষয়ো দ্বিধা ॥ ইতি

তত্র সাক্ষাৎ —

গর্ব্বাক্ষেপ যাচ্ঞা আদি ক্রিয়া বহুমতে। শব্দোত্থ ব্যঙ্গ্যোত্থ বহুপ্রকার সাক্ষাতে ॥

তথাহি (উ নী ৭।৭)—

সাক্ষাদ্‌ বহুবিধো গর্ব্বাক্ষেপযাচ্ঞাদিভির্ভবেৎ ॥ ইতি

তত্র গর্ব্বেণ —

গর্বোত্থ শব্দোত্থ অর্থোত্থ ব্যঙ্গ্য দুই হয়। এইমত আক্ষেপেতে জানিহ নিশ্চয় ॥

তত্র যাচ্ঞা—

যাচ্ঞা স্বার্থা, পরার্থা-বিভেদে দ্বিধা হয়।
তাহাতেহো শব্দোত্থ, অর্থোত্থ ব্যঙ্গ্যময় ॥

তথাহি (উ নী ৭।১২)—

যাচ্ঞা স্বার্থা পরার্থেতি দ্বিধাত্র পরিকীর্ত্তিতা ॥ ইতি

অথ ব্যপদেশঃ—

কোন ছল করি যেই বচন কহয়। 'ব্যপদেশ' হয় সেই কৃষ্ণের বিষয় ॥

তথাহি (উ নী ৭।১৮)—

জল্পো ব্যাজেন কেনাপি ব্যপদেশোঽত্র কথ্যতে ॥

শব্দোত্থ অর্থোত্থ ব্যঙ্গ্যে দুইমত হয়। সংক্ষেপে কহিল এই কৃষ্ণের বিষয় ॥

অথ পুরস্থ বিষয়—

পুরঃস্থিত জনে লতা মালতীদর্শনে। কিবা গোবর্দ্ধন আগে কৃষ্ণ-নিরীক্ষণে ॥
তাথে যেই শব্দোত্থ অর্থোত্থ ব্যঙ্গ্য কথা। পুরঃস্থ বিষয় সেই হয়েত সর্ব্বথা ॥

তথাহি (উ নী ৭।২১)—

জল্পোগ্রতঃ স্থিতে জন্তৌ পুরঃস্থ-বিষয়ো মতঃ ॥ ইতি

তত্র শব্দোত্থো যথা—

পুরঃস্থিত জনে শব্দোত্থ যে বচন। মূল গ্রন্থে কহি তার বিশেষ লক্ষণ ॥

তথাহি (উ নী ৭।২২)—

আহূয়মানাস্মি কথং ত্বয়ালিনাং স্বনৈঃ স্বপুষ্পাবচয়ায় মালতি!
আমোদপূর্ণং সুমনোভিরাশ্রিতং পুন্নাগমেব প্রমদেন কাময়ে ॥ ইতি

অর্থোত্থঃ—

শব্দোত্থ প্রকার যৈছে করিল লিখন। তেমতি অর্থোত্থ কথা শুন শ্রোতাগণ ॥

তথাহি (উ নী ৭।২৩)—

অনবচিতচরীয়ং চারুপুষ্পা লতালী
তব নিখিল-বিহঙ্গাশ্চাত্র নির্দ্ধূতশঙ্কাঃ।
ত্বয়ি বিচরিতুমীহে তেন গোবর্দ্ধনাদ্য,
প্রকটয় তমুপায়ং নিবৃ্তা যেন যামি ॥ ইতি

অথ আঙ্গিকাঃ—

আঙ্গিক যে সব স্বয়ংদূত্য-প্রকরণ। নায়ক নায়িকা দোঁহার কহিব এখন ॥
কৃষ্ণ আগে দেখি করে অঙ্গুলি-স্ফোটন। সংভ্রমাদি ছলে অঙ্গ করে সম্বরণ ॥
ভঙ্গি করি করে পদে পৃথিবী-লিখনে। কর্ণকণ্ডূয়ন আর তিলক-রচনে ॥
নানা যে বিচিত্র বেষক্রিয়াদি রচনে। কামের কামান জিনি ভ্রূধনু-চালনে ॥
সখী আলিঙ্গন করে সখীরে তাড়ন। দশনে চাপিয়া করে অধর দংশন ॥
হারাদি-গুম্ফনে আর ভূষণ ধ্বনিতে। ভুজমূল-প্রেকটন অঙ্গের ভঙ্গীতে ॥
গণ্ডস্থলে করে শ্যাম-নাম বিলিখন। তমালে সুবর্ণ লতা করায়ে ঘটন ॥
স্বয়ংদৌত্য এই সব আঙ্গিক লক্ষণে। ক্রিয়াদ্বারে নিজভাব করে প্রকাশনে ॥

তথাহি (উ নী ৭।২৫)—

অঙ্গুলিস্ফোটনং ব্যাজসংভ্রমাদ্যঙ্গসংবৃতিঃ।
পদা ভূলেখনং কর্ণকণ্ডূতিস্তিলকক্রিয়া ॥
বেশক্রিয়া ভ্রুবোর্ধূতিঃ সখ্যামাশ্লেষতাড়নে।
দংশোঽধরস্য হারাদিগুম্ফো মণ্ডনশিঞ্জিতম্ ॥
দোর্মূলাদিপ্রকটনং কৃষ্ণনামাভিলেখনম্।
তরৌ লতায়া যোগাদ্যা কৃষ্ণস্যাগ্রে স্যুরাঙ্গিকাঃ ॥

অথ চাক্ষুষাঃ—

নেত্রস্মিত দ্বারে আর নেত্রার্দ্ধ-মীলনে। নেত্রান্ত-ভ্রমণ ক্রমে নেত্রান্ত কূননে ॥

বক্রিম নয়ানে আর বামদৃক্ প্রেক্ষণে। কটাক্ষাদি স্বয়ংদূত্যে চাক্ষুষ-লক্ষণে॥

তথাহি উ নী (৭।৪৩)--

নেত্রস্মিতার্দ্ধমুদ্রত্বে নেত্রান্তভ্রমকূণনে।

সাচীক্ষা বামদৃক্প্রেক্ষা কটাক্ষাদ্যাশ্চ চাক্ষুষাঃ॥ ইতি

স্বয়ংদূত্য ক্রিয়া ঐছে সংখ্যাতীত হয়। দিঙ মাত্র লেখিল এথা জানিতে নির্ণয়॥

বাচিক আঙ্গিক চাক্ষুষাদি ত্রিধা মত। স্বয়ংদূত্য ক্রিয়া নায়কের যথোচিত॥

তথাহি (উ নী ৭।৫২)—

ইত্যেতেষামসংখ্যানাং দিগেবেয়ং প্রদর্শিতা।

যথোচিতমমী জ্ঞেয়া নায়কেঽপ্যঘবিদ্বিষি॥ ইতি

এই যে কহিল স্বয়ংদূত্য-প্রকরণ। বুদ্ধিপূর্ব্বক হয় যদি এসব লক্ষণ॥

স্বভাবজা অনুভাব এই সব হয়। ভাবজ্ঞ সকলে কহে করিঞা নির্ণয়॥

তথাপ্তদূতী—(উ নী ৭।৫৩)

স্বাভিযোগা ইতি প্রোক্তাশ্চেদমী বুদ্ধিপূর্ব্বকাঃ।

স্বভাবজাস্তু ভাবজ্ঞৈরনুভাবাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

প্রাণান্তেহ বিশ্বাস যে ভঙ্গ নাহি করে। স্নিগ্ধা সুবচনা আপ্তদূতী নাম ধরে॥

তথাহি (উ নী ৭।৫৪)---

ন বিশ্রম্ভস্য ভঙ্গং যা কুর্য্যাৎ প্রাণাত্যয়েষ্বপি।

স্নিগ্ধা চ বাগ্মিনী চাসৌ দূতী স্যাদ্গোপসুভ্রুবাম্॥ ইতি

গোপিকার আপ্তদূতী হয়ে ত্রিধা মতা।

অমিতার্থা, নিস্সৃষ্টার্থা, পত্রহারা খ্যাতা॥

তথাহি (উ নী ৭।৫৪)—

অমিতার্থা নিস্সৃষ্টার্থা পত্রহারীতি সা ত্রিধা॥ ইতি

তত্র **অমিতার্থা** —

নায়ক নায়িকা দোঁহার সমীপ-গমনে। বুঝিয়া একের ভাব ইঙ্গিত-বিধানে।
উপায় করিয়া দোঁহার করায় মিলন। অমিতার্থা নাম সেই দূতী বিলক্ষণ।

তথাহি (উ না ৭।৫৫)—

জ্ঞাত্বেঙ্গিতেন যা ভাবং দ্বয়োরেকতরস্য বা।
উপায়ৈর্মেলয়েত্তৌ দ্বাবমিতার্থা ভবেদিয়ম্ ॥ ইতি

অথ **নিসৃষ্টার্থা**—

নায়ক-সমীপে কিবা নায়িকা কাছে যায়। একজন স্থানে ন্যস্ত কার্য্যভার পায়.
যুক্তিক্রমে দোঁহাকার ঘটন যে করে। মধ্যমা সে দূতী 'নিসৃষ্টার্থা' নাম ধরে।

তথাহি (উ না ৭।৫৭)—

বিন্যস্তকার্য্যভারা স্যাদ্দ্বয়োরেকতরেণ যা।
যুক্ত্যোভৌ ঘটয়েদেষা নিসৃষ্টার্থা নিগদ্যতে ॥ ইতি

অথ **পত্রহারী**—

নায়িকা-সন্দেশ যে নায়ক-স্থানে আনে।
কিবা কান্ত-কথা আনে তার কান্তা-স্থানে ॥

না বুঝে ইঙ্গিত কিছু নাহি কার্য্যভার। সন্দেশাহরণে 'পত্রহার' নাম তার ॥

তথাহি (উ নী ৭।৫৯)—

সন্দেশমাত্রং যা যূনোর্নয়েৎ সা পত্রহারিকা ॥ ইতি

আপ্তদূতী কহিল যে ত্রিবিধ প্রকার। বিশেষ বিভেদ নাম কহি তা সভার ॥

তথাহি (উ নী ৭।৬১)

তাঃ শিল্পকারী দৈবজ্ঞা লিঙ্গিনী পরিচারিকা।
ধাত্রেয়ী বনদেবী চ সখী চেত্যাদয়ো ব্রজে ইতি ॥ ইতি

তত্র শিল্পকারী—

শিল্পকারী নাম দূতী প্রথমে গণনা। চিত্রিণী চিত্রকারিণী অতি বিচক্ষণা॥

তথাহি (উ নী ৭।৬২)—

ত্বামাহুঃ প্রমদাকৃতিং ভগবতস্ত্বষ্টুর্দ্বিতীয়াং তনূম্ ইত্যাদি

দৈবজ্ঞা—

দৈবজ্ঞ কন্যা মান্ত্রিণী তান্ত্রিণী। দোঁহারে মিলায় কহি' তন্ত্রমন্ত্র-বাণী॥

তথাহি (উ নী ৭।৬৩)—

তবাদ্য শুভরোহিণী-বৃষভরাশিভাজঃ পরাম্। ইত্যাদি

লিঙ্গিনী—

লিঙ্গিনী তাপসীবেশা পৌর্ণমাসীসমা। সিদ্ধমন্ত্র-চতুরা সে দূতী অনুপমা॥

তথাহি (উ নী ৭।৬৪)—

লিঙ্গিনী তাপসীবেশা পৌর্ণমাসীবদীরিতা॥ ইতি

পরিচারিকা—

স্নিগ্ধা সুচতুরা দূতী যে পরিচারিকা। লবঙ্গমঞ্জরী ভানুমত্যাদি দাসিকা॥

তথাহি (উ নী ৭।৬৬)—

লবঙ্গমঞ্জরী-ভানুমত্যাদ্যাঃ পরিচারিকাঃ॥ ইতি

ধাত্রেয়ী—

ধাত্রেয়ী ধাত্রীর কন্যা স্নিগ্ধা সুবচনা। নর্ম্মকথা কহি' দোঁহার করয়ে ঘটনা॥

তথাহি (উ নী ৭।৬৮)—

ধাত্রেয়িকাস্মি মধুমর্দ্দন! রাধিকায়াস্ত্বয্যদ্ভুতং কিমপি বক্তুমিহাগতাহম্।

বনদেবী—

বনদেবী—বনের দেবতা বৃন্দা-সমা। দোঁহার মিলনহেতু অতিশয় প্রেমা॥

তথাহি (উ নী ৭।৬৯)—

জাত্যাহং বনদেবতাপি ভগিনী কুত্রাপি তে প্রেমতঃ ইত্যাদি

সখী—

অত্যন্ত প্রগাঢ় প্রেম দোঁহাতে যে ধরে। নানাবিধ ছলে কথা গাম্ভীর্য্য অন্তরে।
বয়ো-বেশ-ভূষণ-করণে তুল্য যেই। বিশ্রম্ভিণী সখী নাম দূতী হয় সেই॥

তথাহি (উ নী ৭।৭০)—

স্বাত্মনোঽপ্যধিকং প্রেম কুর্বাণান্যোন্যমচ্ছলম্।
বিশ্রম্ভিণী বয়োবেষাদিভিস্তুল্যা সখী মতা॥ ইতি

এই যে কহিল আপ্তদূতী-প্রকরণে। বাচ্য, ব্যঙ্গ্য, দূত্য কথা দোঁহার মিলনে॥

তথাহি (উ নী ৭।৭২)—

বাচ্যং ব্যঙ্গ্যমিতি তদ্দূত্যমুভয়োরপি॥ ইতি

কৃষ্ণপ্রিয়াতে যে বাচ্য ব্যঙ্গ্য দূত্য হয়। সংক্ষেপে কহিব কিছু তাহার নির্ণয়॥

তত্র বাচ্যম্—

কিছু ক্রোধাভাস সখীর হৃদয় জানিঞা। প্রসন্ন করেন[১] তাঁরে বিনয় করিঞা॥
কৃষ্ণেরে আনিব আমি—তাঁর প্রতি কয়। দূত্যক্রিয়া মধ্যে সেই কথা বাচ্য হয়।

অথ **ব্যঙ্গ্য—**

সখীর ইঙ্গিত জানি মিলন-কারণে। তারে যেই কহে,—সেই ব্যঙ্গ্য বিলক্ষণে॥
বাচ্য ব্যঙ্গ্য দ্বিধা যৈছে কৃষ্ণের প্রিয়াতে। এই সেই দুই কহি যে হয়ে কৃষ্ণেতে

কৃষ্ণে বাচ্যম্—

কৃষ্ণেরে প্রেষিতা হৈয়া প্রিয়ার মিলনে। নিশ্চয় হইবে কহে বাচ্য-বিলক্ষণে॥

কৃষ্ণে ব্যঙ্গ্য—

কৃষ্ণপ্রিয়া আর তার সখী অসাক্ষাতে। কৃষ্ণে ব্যঙ্গ্য কথা সেই হয় দুই মতে॥

১। কারণে—খ;

তথাহি (উ নী ৭।৭৭)—

তৎপ্রিয়ায়াঃ পুরঃ পশ্চাৎ কৃষ্ণে ব্যঙ্গ্যং দ্বিধা ভবেৎ ॥ ইতি

তৎপ্রিয়াগ্রে অসাক্ষাতে কৃষ্ণে ব্যঙ্গ্য যেই।
সাক্ষাৎ, ব্যপদেশ-ভেদে দ্বিধা হয়ে সেই ॥

তথাহি (উ নী ৭।৭৭)—

তৎ সাক্ষাদ্ব্যপদেশাভ্যাং দ্বিবিধঞ্চ দ্বিধোদিতম্ ॥ ইতি

তৎপ্রিয়া-অগ্রেতে, তাতে ব্যঙ্গ্য যে সাক্ষাতে।
সে কথা কহিয়ে শুন সাবধান চিতে ॥

তথাহি (উ নী ৭।৭৮)—

মাধব ! কলাপিনীয়ং, ন সবিধমায়াতি মে দুরারাধা,
নিজপাণিনা তদেনাং প্রসীদ তূর্ণং গৃহাণাদ্য। ইতি

কৃষ্ণপ্রিয়া-আগে কৃষ্ণে ব্যঙ্গ্য যে বচন। ব্যপদেশক্রমে তার কহিব লক্ষণ।

তথাহি (উ নী ৭।৮০)—

ধবমুপেক্ষ্য কঠোরামিয়ং পুরঃ, পরিমলোল্লসিতা কিল মাধবী।
শ্রয়িতুমুৎকলিকাবলিতাদ্ভুতং ননু ভবন্তমুপৈতি হলিপ্রিয় ! ইতি

তৎপ্রিয়ার অসাক্ষাতে তারে যেই কহে।
সাক্ষাতে সে ব্যঙ্গ্য, অন্য বাক্য ছলে নহে ॥

তথাহি (উ নী ৭।৮১)—

স্ফুরৎস্ফুরমণিপ্রভঃ সুরমণী-ঘটাশ্লাঘিতাং,
সদাভিমতসৌরভঃ প্রকটসৌরভোদ্ভাসিনীম্।
মুকুন্দ মুদিরচ্ছবির্নবতড়িচ্ছ্রিয়ং তামসৌ,
ভবানপি ন চম্পকাবলিমৃতে কিল ভ্রাজতে ॥ ইতি

কৃষ্ণপ্রিয়া-অসাক্ষাতে ছলে যে বচন। কৃষ্ণে ব্যপদেশ ব্যঙ্গ্য হয় বিলক্ষণ॥

তথাহি (উ নী ৭। ৮২)—

শৈলস্তুঙ্গশিরা বিরাজতি সরস্তস্যোত্তরে বিস্তৃতং
তত্তীরে বনমুন্নতং তদুদরে হারী লতামণ্ডপঃ।
তস্য দ্বারি গভীরসৌরভভরৈরাহ্লাদয়ন্তী দিশঃ
ফুল্লা তে মধুসূদনাদ্য পদবীমালোকতে মালতী॥ ইতি

নায়িকা কৃষ্ণের হেতু দূত্য-প্রকরণে। যে রূপে করয়ে নিজ সখী-নিজজনে॥
তাহার প্রকার কিছু করিয়ে লিখন। ক্রিয়াসাধ্য বাচিক সে দ্বিবিধ গণন॥

তথাহি (উ নী ৭। ৮৩)—

নিয়োজনং ক্রিয়াসাধ্যং বাচিকঞ্চেতি তদ্দ্বিধা॥ ইতি

তত্র **ক্রিয়াসাধ্যম্**—

গগনে নূতন মেঘ করি নিরীক্ষণ। সুতনু করয়ে নিজ সখী-আলিঙ্গন॥
যদ্যপি তাহারে কিছু না কহে বচন। ক্রিয়াদ্বারে দূত্য সেই হয় নিয়োজন॥
বার বার বেণুধ্বনি করিঞা শ্রবণ। কৃষ্ণহেতু নাহি করে সখী-নিয়োজন॥
অতি স্বেদ পুলকাদি অঙ্গে প্রকটন। দেখি' সখী কৃষ্ণস্থানে করয়ে গমন॥
এইমত ক্রিয়াসাধ্য সখী-নিয়োজন। সূত্ররূপে কহি,—কিছু বাচিক লক্ষণ।

অথ **বাচিকম্**—

দ্বিবিধ বাচিক বাচ্য, ব্যঙ্গ্য পূর্ব্ববৎ। শব্দ-মূল অর্থ-মূল ব্যঙ্গ্য দুই মত॥

তথাহি (উ নী ৭।৮৬)—

বাচ্যং ব্যঙ্গ্যমিতি প্রোক্তং পূর্ব্ববদ্বাচিকং দ্বিধা।
অত্র শব্দার্থমূলত্বাদ্‌ব্যঙ্গ্যঞ্চ দ্বিবিধং ভবেৎ॥

তত্র **শব্দমূলম্**—

শব্দমূল ব্যঙ্গ্যে সঙ্গ করয়ে প্রার্থন। শিল্পশিক্ষা-হেতু যেন নাহি প্রয়োজন॥

অথ **অর্থমূলম্**—

অর্থমূলে স্ব-পত্যাদি আক্ষেপ-করণে। দেশাদি-বৈশিষ্ট্যে গোবিন্দাদি-প্রশংসনে

অর্থমূল ব্যঙ্গ্যকথা অনেক প্রকার। বর্ণন করিতে অন্ত না হয় তাহার॥

তথাহি (উ নী ৭।৯১)—

আক্ষেপেণ স্বপত্যাদের্গোবিন্দাদেঃ প্রশংসয়া।
বৈশিষ্ট্যেন চ দেশাদেরর্থমূলমনেকধা॥ ইতি

স্বয়ংদূতী, আপ্তদূতী দ্বিবিধ লক্ষণে। সংক্ষেপে কহিল এই দূত্য-প্রকরণে॥

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশ। শ্রীরসকলিকা কহে নন্দকিশোর দাস॥

ইতি শ্রীরসকলিকায়াং নায়িকা-সহায়-
কথনে দূত্যপ্রকরণং নাম
চতুর্থ-দলম্॥ ৪

(পঞ্চম দল)

জয়জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

জয় শ্রীগুরুগোসাঞি কৃপা কর মোরে। মো সম পতিত নাহি জগত ভিতরে॥

জয় জয় শ্রোতাগণ শুন একমনে। কহিব উজ্জ্বলরস ভাব-নিরূপণে॥

বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী। মধুরাখ্যা স্থায়িভাব মিলি' এই চারি॥

তথাহি (উ নী ১।৩)—

বক্ষ্যমাণৈর্বিভাবাদ্যৈঃ স্বাদ্যতাং মধুরা রতিঃ।
নীতা ভক্তিরসঃ প্রোক্তো মধুরাখ্যো মনীষিভিঃ॥ ইতি

মধুরাখ্যরসে বিভাব দ্বিবিধ গণন। এক আলম্বন হয় আর উদ্দীপন ॥
সেই আলম্বন বিভাব দুইত প্রকার। বিষয়, আশ্রয় ভেদ হয়েত যাহার ॥

তথাহি (উ নী ১।৪)—

অস্মিন্নালম্বনাঃ প্রোক্তাঃ কৃষ্ণস্তস্য চ বল্লভাঃ ॥ ইতি

বিষয়ালম্বন কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন। আশ্রয় আলম্বন ব্রজসুন্দরীর গণ ॥
সেই দুই নায়ক-নায়িকা প্রকরণে। সংক্ষেপ করিঞা কিছু করিব লিখনে।
সুরম্যাঙ্গ আদি কৃষ্ণের চতুঃষষ্টি গুণ। মূলগ্রন্থে সবিশেষ আছয়ে বর্ণন ॥
মধুরাখ্য ভক্তি রসরাজ-প্রকরণে। নায়ক উচিত গুণ কহিব এখনে ॥
সুরম্য, সর্বাঙ্গ-সুমধুর, শোভাযুত। সর্ব্ব সল্লক্ষণগণে হয়েন অন্বিত ॥
বলবান্, নবীনতারুণ্য অতিশয়। বাবদূক, সুপ্রতিভ, প্রিয়ম্বদ হয় ॥
সুবুদ্ধি, সুধীর, সুবিদগ্ধ, সুচতুর। কৃতজ্ঞ, দক্ষিণ, প্রেমবশ্য, সুখপূর ॥
গম্ভীরতা-সমুদ্র, সর্ব্বসুন্দরী-মোহন। বরীয়ান্, কীর্ত্তিমান্, সর্ব্বদা নূতন ॥
অতুল্য-কেলি-সৌন্দর্য্য-প্রেষ্ঠবংশীস্বন। যাহাতে করয়ে সর্ব্ব মন-আকর্ষণ ॥
এই আদি করি গুণ মধুরাখ্য রসে। কহিল না হয় সব অশেষ বিশেষে ॥

তথাহি (উ নী ১।৬—৯)

অয়ং সুরম্যো মধুরঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
বলীয়ান্নবতারুণ্যো বাবদূকঃ প্রিয়ংবদঃ ॥
সুধীঃ সপ্রতিভো ধীরো বিদগ্ধশ্চতুরঃ সুখী।
কৃতজ্ঞো দক্ষিণঃ প্রেমবশ্যো গম্ভীরতাম্বুধিঃ ॥
বরীয়ান্ কীর্ত্তিমান্ নারীমোহনো নিত্যনূতনঃ।
অতুল্যকেলিসৌন্দর্য্য-প্রেষ্ঠবংশীস্বনাঙ্কিতঃ ॥
ইত্যাদয়োঽস্য মধুরে গুণাঃ কৃষ্ণস্য কীর্ত্তিতাঃ। ইতি

এ সকল গুণ উদাহরণ কথন। রসামৃতসিন্ধু-মধ্যে আছে নিরূপণ ॥

তথাহি (উ নী ১।৯)—

উদাহৃতিরমীষান্তু পূর্ব্বমেব প্রদর্শিতা ॥ ইতি

বিষয়ালম্বন নায়কের যৈছে গুণ। আশ্রয়ালম্বন তৈছে কহিব এখন ॥

আশ্রয়-আলম্বনে ব্রজবধূগণ লেখি। শ্রীরাধিকা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সর্ব্ব শাস্ত্রে দেখি ॥

সুষ্ঠুকান্তস্বরূপা শ্রীবৃষভানুসুতা। দ্বাদশাভরণ, ষোল সিঙ্গারেতে যুতা ॥

তথাহি (উ নী ৪।৭)—

সুষ্ঠুকান্তস্বরূপেয়ং সর্ব্বদা বার্ষভানবী।

ধৃতষোড়শশৃঙ্গারা দ্বাদশাভরণাশ্রিতা ॥ ইতি

তাঁহার অনন্তগুণ কৃষ্ণের সমান। সংক্ষেপ-রূপেতে কিছু কহি সে আখ্যান ॥

সুমধুরা, নববয়াঃ, চঞ্চল-ঈক্ষণা। মাণিক্য-দশনা স্মিতে উজ্জ্বল-বদনা ॥

চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা, সুরম্য-বচনা। গন্ধোন্মাদিত-মাধবা, নর্ম্ম-বিচক্ষণা ॥

সঙ্গীত-প্রসরাভিজ্ঞা, বিদগ্ধা, বিনীতা।

লজ্জাশীলা, সুমর্য্যাদা, পাটব-অন্বিতা ॥

ধৈর্য্যাতিশালিনী, জগচ্ছ্রেণীলসদ্যশা। গুর্ব্বর্পিতগুরুস্নেহা, সখী-প্রেমবশা ॥

গোকুল-প্রেম-বসতি, কারুণ্য-পূর্ণতা। কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা, সুবিলাস-খ্যাতা ॥

সন্ততাশ্রব-কেশবা, গাম্ভীর্য্যশালিনী। মহাভাব-পরমা যে উৎকর্ষ-তর্ষিণী ॥

তথাহি (উ নী ৪ ১১-১৫)—

অথ বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাঃ কীর্ত্ত্যন্তে প্রবরাগুণাঃ।

মধুরেয়ং নববয়াশ্চলাপাঙ্গোজ্জ্বলস্মিতা ॥

চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা গন্ধোন্মাদিতমাধবা।

সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা রম্যবাঙ্ নর্ম্মপণ্ডিতা ॥

বিনীতা করুণাপূর্ণা বিদগ্ধা পাটবান্বিতা।
লজ্জাশীলা সুমর্য্যাদা ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যশালিনী ॥
সুবিলাসা মহাভাবপরমোৎকর্ষ-তর্ষিণী।
গোকুলপ্রেমবসতির্জগচ্ছ্রেণীলসদ্‌যশাঃ ॥
গুর্বর্পিতগুরুস্নেহা সখীপ্রণয়িতাবশা।
কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা সন্ততাশ্রবকেশবা ॥
বহুনা কিং গুণাস্তস্যাঃ সংখ্যাতীতা হরেরিব ॥ ইতি

এইমত অঙ্গগুণ সৌগন্ধি-পর্য্যন্ত। যাঁর উক্তি-গুণ অতিশয় নর্ম্ম অন্ত ॥
মহাভাব-পর্য্যন্ত মানসগুণ যাঁর। পর-সম্বন্ধগা গুণ সব কহি আর ॥
তথাহি (উ নী ৪।১৬)

ইত্যঙ্গোক্তিমনঃস্থাস্তে পরসম্বন্ধগাস্তথা।
গুণা বৃন্দাবনেশ্বর্য্যা ইহ প্রোক্তাশ্চতুর্ব্বিধাঃ ॥ ইতি

বৃন্দাবনেশ্বরীর বয়ো মধ্যম কৈশোর। যাঁর নব্য সুমাধুর্য্য হয়ে মনোহর ॥
চন্দ্রকলা আদি যত সৌভাগ্যাঙ্ক-রেখা। যাঁর করপদতলে সব আছে লেখা ॥
সাধুমার্গ হইতে যাঁর নহে বিচলন। মর্য্যাদা-অবধি কহে সুবিদ্বান্ জন ॥
লজ্জা-আভিজাত্য-শীল আদি গুণে করি। দুঃখ-সহিষ্ণুতা যাঁর, ধৈর্য্য সর্ব্বোপরি
তথাহি (উ নী ·।১৭--১৯)—

মাধুর্য্যং চারুতা নব্যং বয়ঃ কৈশোর-মধ্যমম্।
সৌভাগ্যরেখা পাদাদিস্থিতাশ্চন্দ্রকলাদয়ঃ ॥
সাধুমার্গাদচলনং মর্য্যাদেত্যুদিতং বুধৈঃ।
লজ্জাভিজাত্যশীলাদ্যৈর্ধৈর্য্যং দুঃখসহিষ্ণুতা ॥
ব্যক্তত্বাল্লক্ষিতত্বাচ্চ নান্যেষাং লক্ষণং কৃতম্ ॥ ইতি

প্রথম বিভাবে দুই মত আলম্বনে। নায়ক-নায়িকাগুণ করিল বর্ণনে ॥
দ্বিতীয় বিভাব নাম হয়ে উদ্দীপন। সূত্ররূপে কহি কিছু শুন শ্রোতাগণ ॥

অথ **বিভাবে উদ্দীপনাঃ**—

গুণ, নাম, নৃত্য, বেণুবাদ্য, গোদোহন। গীত, পদচিহ্ন, অঙ্গগন্ধ, বিভূষণ ॥
নির্ম্মাল্য, বর্হ, গুঞ্জা, অবতংস আর। নবঘন-চন্দ্রেক্ষণ অনেক প্রকার ॥

তত্র **গুণঃ**—

কৃষ্ণ-কৃষ্ণপ্রিয়াগুণ ত্রিবিধ যে হয়। মানস, বাচিক, আর কায়িক নিশ্চয় ॥

তথাহি (উ নী ১০।২)—

গুণাস্ত্রিধা মানসাঃ স্যুর্বাচিকাঃ কায়িকাস্তথা ॥ ইতি

কৃতজ্ঞতা, ক্ষান্তি, করুণাদি যত গুণ। মানসিক গুণ, সেই সব বিশেষণ ॥

তথাহি (উ নী ১০।৩)—

গুণাঃ কৃতজ্ঞতাক্ষান্তিকরুণাদ্যাস্তু মানসাঃ ॥ ইতি

যে বাক্য শুনিতে কর্ণের আনন্দ জন্ময়ে। সেই সব বাচিক গুণের মধ্যে হয়ে ॥

তথাহি (উ নী ১০।৫)—

বাচিকাস্তু গুণাঃ প্রোক্তাঃ কর্ণানন্দকতাদয়ঃ ॥ ইতি

বয়ো-রূপ-লাবণ্য-সৌন্দর্য্য অভিরূপ যেই।
মাধুর্য্য মার্দ্দবাদি—কায়িক গুণ সেই ॥

তথাহি (উ নী ১০।৭)—

তে বয়ো রূপলাবণ্যে সৌন্দর্য্যমভিরূপতা।
মাধুর্য্যং মার্দ্দবাদ্যাশ্চ কায়িকাঃ কথিতা গুণা ॥ ইতি

তত্র **বয়ঃ**—

চতুর্ব্বিধ বয়ঃ কহি মধুরাখ্য রসে। বয়ঃসন্ধি, নব্য, ব্যক্ত, পূর্ণ—ক্রমে ভাসে ॥

তথাহি (উ নী ১০।৮)—

বয়শ্চতুর্ব্বিধং তত্র কথিতং মধুরে রসে।

বয়ঃসন্ধিস্তথা নব্যং ব্যক্তং পূর্ণমিতি ক্রমাৎ ॥

নায়কের বয়োগুণ কহিয়াছি আগে। নায়িকার বয়োগুণ কহিব বিভাগে ॥
বাল্য যায় পৌগণ্ড আসিয়া প্রবেশয়। ঈষৎ চাঞ্চল্য ক্রমে বয়ঃসন্ধি হয় ॥
তার পর কৈশোর ত্রিবিধ পরকাশে। আদ্য, মধ্য, শেষ অতি মাধুর্য্য-বিশেষে॥
পূর্ব্ব গ্রন্থে ত্রিবিধ কৈশোর-বিবরণ। সবিশেষ আছে সব প্রকট লক্ষণ ॥
সূত্ররূপে কহিল নায়ক-বয়ঃক্রম। নায়িকার বয়ঃ কিছু কহিব এখন ॥
বাল্য যায় যৌবন প্রবেশ করে যবে। **বয়ঃসন্ধি** করিয়া বয়স কহি তবে ॥

তথাহি (উ নী ১০। ১০)—

বাল্যযৌবনয়োঃ সন্ধির্বয়ঃসন্ধিরিতীর্য্যতে ॥ ইতি

কলাবতী আদি বয়ঃসন্ধিতেই স্থিতা। পরম প্রেষ্ঠা যে অষ্ট বরিষ্ঠ বিখ্যাতা ॥
তারপর ঈষৎ উদ্ভিন্ন হয় স্তন। কিঞ্চিৎ চঞ্চল হঞা নাচায় নয়ন ॥

অল্পমাত্র ভাবস্ফূর্ত্তি মনে যবে হয়ে।
সেই বয়ঃ অবস্থা **নব্য যৌবন** কহিয়ে ॥

তথাহি (উ নী ১০।১৫)—

দরোদ্ভিন্নস্তনং কিঞ্চিচ্চলাক্ষং মন্থরস্মিতম্।

মনাগভিস্ফুরদ্ভাবং নব্যং যৌবনমুচ্যতে ॥ ইতি

ধন্যা আদি কন্যা হয়ে নবীনযৌবনা। কাত্যায়নী-ব্রতপরা মুগ্ধা বিলক্ষণা ॥

অথ **ব্যক্তযৌবনম্**—

বক্ষঃ সুসৌষ্ঠব, অতিব্যক্ত স্তনদ্বয়। মধ্যদেশ সুশোভন হয়ে বলিত্রয় ॥
সব অঙ্গে অতিশয় সৌন্দর্য্য উজ্জ্বল। ব্যক্ত যৌবনের এই লক্ষণ সকল ॥

তথাহি (উ নী ১০।১৮)—

বক্ষঃ সুব্যক্ত-বক্ষোজং মধ্যঞ্চ সুবলিত্রয়ম্।
উজ্জ্বলানি তথাঙ্গানি ব্যক্তে স্ফুরতি যৌবনে॥ ইতি

রাধা, অনুরাধা, বিশাখাদি যত জনা। মধ্যাগুণান্বিতা হয়ে মধ্যমযৌবনা॥

তথা **পূর্ণযৌবনম্**—

নিতম্ব বিস্তার, মধ্যস্থল কৃশ হয়। সকল অঙ্গেতে দ্যুতি বাড়ে অতিশয়॥
কুচযুগ পীন, উরুযুগ্ম রম্ভাপ্রায়। এসব লক্ষণ পূর্ণযৌবনেতে হয়॥

তথাহি (উ নী ১০।২১)—

নিতম্বো বিপুলো মধ্যং কৃশমঙ্গং বরদ্যুতি।
পীনৌ কুচাবূরুযুগ্মং রম্ভাভং পূর্ণযৌবনে॥ ইতি

চন্দ্রাবলী, পদ্মা, শৈব্যা, আদি কথো জনা। প্রগল্‌ভবচনা হয়ে সম্পূর্ণযৌবনা॥
চতুর্বিধ বয়োগুণের করিল লক্ষণ। এবে কহি অন্য রূপাদিক যে যে গুণ॥

অথ **রূপম্**—

অল্পমাত্র অলঙ্কার ধারণ করিলে। অঙ্গ সব অতিশয় করে ঝলমলে॥
ভূষণে ভূষিত যেন সব অঙ্গ দেখি। প্রশংসা করিয়া সে কায়িক গুণ লেখি॥

তথাহি (উ নী ১০। ২৫)—

অঙ্গান্যভূষিতান্যেব কেনচিদ্ভূষণাদিনা।
যেন ভূষিতবদ্ভাতি তদ্রূপমিতি কথ্যতে॥ ইতি

অথ **লাবণ্যম্**—

মুক্তাফল সকলে লাবণ্য অতিশয়। তার মধ্যে বস্ত্বন্তরের প্রতিবিম্ব হয়॥
তেমতি যে অঙ্গে অন্যের প্রতিবিম্ব দেখি।
সেই রূপ লাবণ্য করিঞা শাস্ত্রে লেখি॥

তথাহি (উ নী ১০।২৮)—

মুক্তাফলেষু ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা।
প্রতিভাতি যদঙ্গেষু লাবন্যং তদিহোচ্যতে ॥ ইতি

অথ **সৌন্দর্য্যম্**—

অঙ্গ প্রতি অঙ্গ যথোচিত সন্নিবেশ। সুসৌষ্ঠব সন্ধিবন্ধ সৌন্দর্য্য-বিশেষ ॥
পূর্ণচন্দ্র-সমান অঙ্গের দ্যুতি ভাসে। যথাযোগ্য বক্ষঃস্থলে শোভা পরকাশে ॥
সুবলিত ভুজ নম্রমান অংসদ্বয়। মধ্যস্থল ক্ষীণ, শ্রোণী—পরিস্ফার হয় ॥
ক্রমে লঘু হয় ঊরুযুগ সুশোভন। সৌন্দর্য্যের এই সব হয়েত লক্ষণ ॥

তথাহি (উ নী ১০।৩১)—

অঙ্গপ্রত্যঙ্গকানাং যঃ সন্নিবেশো যথোচিতম্।
সুশ্লিষ্টঃ সন্ধিবন্ধঃ স্যাত্তৎ সৌন্দর্য্যমিতীর্য্যতে ॥ ইতি

অথাভিরূপতা—

নিকটেই স্থিত অন্য বস্তু যেই হয়। নিজ গুণে তারে আত্মসমান করয় ॥
দশন-কিরণে শুভ্র হয়ে অতিশয়। স্ফটিকেরে আপনার সমান করয় ॥
করসরসিজে শোণ পদ্ম সম গুণে। অন্যসম করে আভিরূপ্যের লক্ষণে ॥

তথাহি (উ নী ১০।৩৩)—

যদাত্মীয়গুণোৎকর্ষৈর্বস্ত্বন্যন্নিকটস্থিতম্।
সারূপ্যং নয়তি প্রাজ্ঞৈরাভিরূপ্যং তদুচ্যতে ॥ ইতি

অথ **মাধুর্য্যম্**—

অনুপম রূপ, তনু সুমাধুরী হয়। মাধুর্য্য করিঞা তার লক্ষণ করয় ॥

তথাহি (উ নী ১০। ৩৬)—

রূপং কিমপ্যনির্ব্বাচ্যং তনোর্মাধুর্য্যমুচ্যতে ॥ ইতি

অথ **মার্দ্দবম্**—

পুষ্পশয্যা, চীন[১] বস্ত্র, কোমল কিরণ। সহিতে না পারে সেই মার্দ্দব-লক্ষণ॥

উত্তমং মধ্যমং প্রোক্তং কনিষ্ঠং চেতি তত্রিধা॥ ইতি

উদ্দীপন-গুণের এই কহিল লক্ষণ। এবে নাম-চরিতাদি শুন শ্রোতাগণ॥

অথ **নাম**—

তরণিতনয়া-তটে কুরঙ্গী-মণ্ডলে। হের' দেখ কৃষ্ণসার বিহরিয়া বুলে॥
শুনিতেই কৃষ্ণের স্মরণ হয় মনে। তে কারণে নাম লিখিলেন উদ্দীপনে॥

তথাহি (উ নী ১০। ৪২)—

তটভুবি রবিপুত্র্যাঃ পশ্য গৌরাঙ্গি! রঙ্গী। ইত্যাদি

অথ **চরিতম্**—

সেই ত চরিত্র হয়ে দ্বিবিধ-গণন। এক অনুভাব, আর লীলা প্রকরণ॥

তথাহি (উ নী ১০।৪৫)—

অনুভাবাশ্চ লীলা চেত্যুচ্যতে চরিতং দ্বিধা॥ ইতি

অনুভাবগণের আগে করিব কথন। এখনে কহিব যেই 'লীলা' উদ্দীপন॥

তথাহি (উ নী ১০।৪৩)—

অগ্রেঽনুভাবা বক্তব্যা লীলেয়ং কথ্যতেঽধুনা।

তত্র **লীলা**—

উদ্দীপনে চারু ক্রীড়া দ্বিধা সেই লীলা। এক রাসমহোৎসব আর কন্দুক খেলা॥
তাণ্ডব, বেণুবাদন আর গোদোহন। পর্ব্বত-উদ্ধার, গবাহ্বান, গমন॥

তথাহি (উ নী ১০। ৪৪)—

লীলা স্যাচ্চারুবিক্রীড়া তাণ্ডবং বেণুবাদনম্।
গোদোহঃ পর্ব্বতোদ্ধারো গোহূতির্গমনাদিকা॥ ইতি

১। চিত্র—ক, খ।

অথ **মণ্ডনম্**—

বাস, ভূষা, মাল্য, অনুলেপন-করণে। চারি মত মণ্ডন হয়েন উদ্দীপনে॥

তথাহি (উ নী ১০।৫৪)—

চতুর্দ্ধা মণ্ডনং বাসোভূষামাল্যানুলেপনৈঃ ॥ ইতি

অথ **সম্বন্ধিনঃ**—

অঙ্গে লগ্ন যেই, আর যে যে সন্নিহিত। উদ্দীপনে সম্বন্ধি হয়েন দুই মত॥

তথাহি (উ নী ১০।৬১)—

লগ্নাঃ সন্নিহিতাশ্চেতি দ্বিধা সম্বন্ধিনো মতাঃ ॥ ইতি

অথ **সন্নিহিতাঃ**—

সন্নিহিতা কহি নির্ম্মাল্যাদি কত মত। শিখিপুচ্ছ, গুঞ্জা আর অদ্রিধাতু যত॥
নৈচিকী-নিচয়, যষ্টি, বেণু, শৃঙ্গীগণ। তৎপ্রেষ্ঠ-দর্শন, গোধূলিকা, বৃন্দাবন॥
গোবর্দ্ধন, রবিসুতা, আর রাসস্থল। সন্নিহিত উদ্দীপনে কহি এ সকল॥

তথাহি (উ নী ১০।৭৫-৭৬)—

নির্ম্মাল্যাদ্যাঃ সন্নিহিতা বর্হগুঞ্জাদ্রিধাতবঃ।
নৈচিকীনাং সমুদয়ো লগুড়ী-বেণু-শৃঙ্গিকাঃ॥
তৎপ্রেষ্ঠদৃষ্টির্গোধূলির্বৃন্দারণ্যং তদাশ্রিতাঃ।
গোবর্দ্ধনো রবিসুতা তথা রাসস্থলাদয়ঃ॥ ইতি

তত্র **তদাশ্রিতাঃ**—

এই ত কহিল সন্নিহিত উদ্দীপনে। বৃন্দাবনাশ্রিতগণের কহি বিশেষণে॥
খগ, ভৃঙ্গ, মৃগ, কুঞ্জ, লতা যত যত। কর্ণিকার, তুলসী, কদম্ব আদি কত॥

তথাহি (উ নী ১০।৮৯)—

তদাশ্রিতাঃ খগা ভৃঙ্গা মৃগাঃ কুঞ্জা লতাস্তথা।
তুলসী কর্ণিকারশ্চ কদম্বাদ্যাশ্চ কীর্ত্তিতাঃ॥ ইতি

অথ **তটস্থাঃ—**

তটস্থ—চন্দ্রিকা, মেঘ, বিদ্যুৎ, বসন্ত। শরৎ, পূর্ণচন্দ্র, গন্ধবাহ, খগান্তস্ত ॥

তথাহি (উ নী ১০।১০০)—

তটস্থাশ্চন্দ্রিকামেঘবিদ্যুতো মাধবস্তথা।
শরৎ পূর্ণসুধাংশুশ্চ গন্ধবাহ-খগাদয়ঃ ॥

এই ত কহিল বিভাবের বিবরণে। কৃষ্ণ-কৃষ্ণপ্রিয়াগণ ভাব-উদ্দীপনে ॥

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম যার আশ। শ্রীরসকলিকা কহে নন্দকিশোর দাস ॥

ইতি শ্রীরসকলিকায়াং উদ্দীপন-বিভাববর্ণনং নাম
পঞ্চমদলম্ ॥ ৫

(ষষ্ঠ দল)

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥

বিভাব কহিল আলম্বন, উদ্দীপন। এবে অনুভাব কিছু শুন শ্রোতাগণ ॥

অথানুভাবাঃ—

ত্রিধা অনুভাব—অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর। বাচিকাদি ক্রিয়া অনুভাবের ভিতর ॥

তথাহি (উ নী ১১।১)—

অনুভাবাস্ত্বলঙ্কারাস্তথৈবোদ্ভাস্বরাভিদাঃ।
বাচিকাশ্চেতি বিদ্বদ্ভিস্ত্রিধামী পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ইতি

তত্র **অলঙ্কারাঃ—**

চারি মত যৌবনে বিভেদ যা সভার। সত্ত্বজা বিংশতি অলঙ্কার তা সভার ॥

সর্ব্বথা কান্তের অভিনিবেশ হইতে। উদয় করায় অঙ্গে আশ্চর্য্য রূপেতে ॥

তথাহি (উ নী ১১।২)—

যৌবনে সত্ত্বজাস্তাসামলঙ্কারাস্তু বিংশতিঃ।

উদয়ন্ত্যদ্ভুতাঃ কান্তে সর্ব্বথাভিনিবেশতঃ ॥ ইতি

ভাব, হাব, হেলা হয়েত অঙ্গজা। শোভা, কান্তি, দীপ্তি, আদি সাত অযত্নজা॥

লীলা বিলাসাদি দশ স্বভাব যা' হয়। তিনে মিলি অলঙ্কার বিংশতি কহয় ॥

তথাহি (উ নী ১১।৩—৫)—

ভাবো হাবশ্চ হেলা চ প্রোক্তাস্তত্র ত্রয়োঽঙ্গজাঃ।

শোভা কান্তিশ্চ দীপ্তিশ্চ মাধুর্য্যঞ্চ প্রগল্‌ভতা ॥

ঔদার্য্যং ধৈর্য্যমিত্যেতে সপ্তৈব স্যুরযত্নজাঃ ॥

লীলা বিলাসো বিচ্ছিত্তির্বিভ্রমঃ কিলকিঞ্চিতম্।

মোট্টায়িতং কুট্টমিতং বিব্বোকো ললিতং তথা ॥

বিকৃতং চেতি বিজ্ঞেয়া দশ তাসাং স্বভাবজাঃ ॥ ইতি

এই যে কহিল— 'অনুভাব অলঙ্কার'। মধুরাখ্য রসে ভাব বিংশতি প্রকার.

সূত্ররূপে একস্থানে করিল গণন। ক্রমে ক্রমে কহিব সকল বিবরণ ॥

তথাহি—ভাবো হাবশ্চ হেলা চ শোভা কান্তিস্তথৈব চ ॥

দীপ্তির্মাধুর্য্য প্রাগল্‌ভ্যৌদার্য্যঃ ধৈর্য্যমেব চ ॥

লীলা বিলাসো বিচ্ছিত্তির্বিভ্রমঃ কিলকিঞ্চিতম্।

মোট্টায়িতং কুট্টমিতং বিব্বোকো ললিতং তথা।

বিকৃতং চেত্যলঙ্কার-বিংশতি মধুরে রসে ॥ ইতি

তত্র ভাবঃ—

নির্ব্বিকারাত্মক চিত্তে পরম উজ্জ্বলে। মধুরাখ্য রতি নাম ভাবেতে উজ্জ্বলে ॥

প্রথমে বিকার যবে হয়ে প্রাদুর্ভাব। প্রথম বিক্রিয়া যেই তারে কহি 'ভাব' ॥

তথাহি (উ নী ১১।৬)—

প্রাদুর্ভাবং ব্রজত্যেব রত্যাখ্যে ভাব উজ্জ্বলে।
নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া ॥

বিশেষে কহিয়ে সেই ভাব-বিবরণ। প্রাচীন সকলে যেই করিল লক্ষণ ॥
বিকার কারণ আগে উপস্থিত দেখি। নির্ব্বিকার চিত্ত হৈলে সত্ত্ব করি লেখি ॥
সেই সত্ত্বরূপ চিত্তের প্রথম বিকার। যে কালে জন্ময়ে "ভাব" নাম হয়ে তার ॥
বীজের বিকার যেন প্রথম অঙ্কুর। ক্রমে বাড়ে তৈছে ভাব—হাব পরচুর।

তথাহ্যুক্তম্ (উ নী ১১।৭)—

চিত্তস্যাবিকৃতিঃ সত্ত্বং বিকৃতেঃ কারণে সতি।
তত্রাদ্যা বিক্রিয়া ভাবো বীজস্যাদিবিকারবৎ ॥ ইতি

বাল্যে নির্ব্বিকার, ভাবান্তর নাহি মনে। ভাবের উদয়ে হয়ে প্রথম যৌবনে ॥
কৃষ্ণ-দরশনে কিছু চঞ্চল নয়ন। যবে হয়ে, তবে হয়ে ভাবের লক্ষণ ॥

অথ **হাবঃ**—

সেই ভাব ঈষৎ প্রকাশ যবে হয়। তির্য্যগ্ গ্রীবা, ভ্রূ-নেত্রাদি-বিকার জন্ময় ॥
কৃষ্ণ-সন্দর্শন-চেষ্টা দৃঢ়তর দেখি। অঙ্গের বিকার-ভাব, হাব করি লেখি ॥

তথাহি (উ নী ১১। ৯)—

গ্রীবারেচকসংযুক্তো ভ্রূনেত্রাদিবিকারকৃৎ।
ভাবাদীষৎপ্রকাশো যঃ স হাব ইতি কথ্যতে ॥ ইতি

অথ **হেলা**—

সেই হাব শৃঙ্গার-সূচক যবে হয়। কুচযুগ স্ফুরে, নীবী-স্খলনাদিময় ॥
প্রতি অঙ্গে ব্যক্ত নানা ভঙ্গী-প্রকটন। দেখিলেই কহি, হেলা ভাব-বিলক্ষণ ॥

তথাহি (উ নী ১১।১১)—

হাব এব ভবেদ্ধেলা ব্যক্তঃ শৃঙ্গারসূচকঃ ॥ ইতি

অঙ্গজা ত্রিবিধ ভাবের কহিল লক্ষণ। 'অযত্নজা' সাত ভাব কহিব এখন ॥
শোভা আদি সাত ভাব অযত্নে জন্ময়ে। তাহার কারণ কহি যে যে রূপে হয়ে ॥

তত্র **শোভা**—

শৃঙ্গার-সূচক ভাব নায়িকার অঙ্গে। দেখিয়া নায়ক লুব্ধ রসের তরঙ্গে ॥
নানা সন্ধান করি' কৌতুকে মিলয়। অন্যোন্য মিলনে রতি সম্ভোগাদি হয় ।
কেশ বেশ বিগলিত অস্তব্যস্তময়। অলস-কারণে শীঘ্র করিতে নারয় ॥
সেকালে অঙ্গের যেই অপূর্ব্ব মাধুরী। তাহার লক্ষণ হয়ে 'শোভা' নাম করি ॥

তথাহি (উ নী ১১।১৩)—

সা শোভা রূপভোগাদ্যৈর্যৎ স্যাদঙ্গবিভূষণম্ ।
বস্ত্রালঙ্কার-বিপর্য্যা যায়াস-কারণং ভবেৎ ॥ ইতি ?

অথ **কান্তিঃ**—

নায়িকার শোভা দেখি' নায়কের মনে। উৎকণ্ঠা বাড়য়ে পুন বিলাস কারণে ॥
উভয়ে ত মিলিয়া কন্দর্প-যুদ্ধ করে। তবে নায়িকার শোভা, 'কান্তি' নাম ধরে

তথাহি (উ নী ১১।১৫)—

শোভৈব কান্তিরাখ্যাতা মন্মথাপ্যায়নোজ্জ্বলা ॥ ইতি

অথ **দীপ্তিঃ**—

সেই কান্তি বয়ঃক্রমে বাড়ে দিনে দিনে। দেশকাল-গুণে সম্ভোগেচ্ছা-উদ্দীপনে
বিশিষ্ট সম্ভোগক্রমে উদ্দীপ্ত যে হয়। সেই ভাব 'দীপ্তি' নাম সকলে কহয় .

তথাহি (উ নী ১১।১৭)—

কান্তিরেব বয়োভোগদেশকালগুণাদিভিঃ ।
উদ্দীপিতাতিবিস্তারং প্রাপ্তা চেদ্দীপ্তিরুচ্যতে ॥ ইতি

অথ **মাধুর্য্যম্**—

একত্রে মিলিয়া যবে নায়কের সঙ্গে। রাসাদিক লীলা নৃত্য গান করে রঙ্গে॥
শ্রমযুত হঞা যত যত চেষ্টা করে। সেই দীপ্তি—'মাধুর্য' করিয়া নাম ধরে॥

তথাহি (উ নী ১১।১৯)—

মাধুর্য্যং নাম চেষ্টানাং সর্ব্বাবস্থাসু চারুতা॥ ইতি

অথ **প্রগল্‌ভতা**—

নায়কের সঙ্গে সুখে বিলাস করয়। সকল সম্ভোগ-ক্রিয়া বিপরীত হয়॥
তাহাতে নায়ক অতি সুখ পায় মনে। 'প্রগল্‌ভতা' করি' সেই ভাবের লক্ষণে॥

তথাহি (উ নী ১১।২১)—

নিঃশঙ্কত্বং প্রয়োগেষু বুধৈরুক্তা প্রগল্‌ভতা॥

অথ **ঔদার্য্যম্**—

পূর্ব্বরাগ, প্রেমবৈচিত্ত্য, প্রবাস-গমনে। বিচ্ছেদ-নিমিত্ত দুঃখ রোষ হয়ে মনে॥
ঐছে সর্ব্বাবস্থাতে বিনয়-করণ। ঔদার্য ভাবের সেই হয়েত লক্ষণ॥

তথাহি (উ নী ১১।২৩)—

ঔদার্য্যং বিনয়ং প্রাহুঃ সর্ব্বাবস্থাগতং বুধাঃ॥

অথ **ধৈর্য্যম্**—

দুঃখ সম্ভাবনাতেহ প্রেমনিষ্ঠ চিত। 'ধৈর্য্যের' লক্ষণ সেই হয়ে সুনিশ্চিত॥

তথাহি—

দুঃখেঽপি চিত্তস্থিরতা প্রেম্‌ণি ধৈর্য্যমিতীর্য্যতে॥ ইতি

এই ত কহিল অযত্নজ সপ্ত গুণ। অঙ্গজ তিনের সহ দশ প্রকরণ॥
ভাবের প্রাচুর্য্যে যেই প্রেম উপজয়। নায়িকাগণের স্বাভাবিক যে আশয়॥
তাতে যেই যেই ভাব-প্রকটন দেখি। 'স্বভাবজা' করিঞা তাহার নাম লেখি॥

লীলা-বিলাসাদি দশ স্বভাবজা গুণ। ক্রমে ক্রমে কহি কিছু তাহার লক্ষণ॥

তত্র **লীলা**—

কান্ত-আচরিত ক্রিয়া যত ইতি হয়। বিচ্ছেদে নায়িকা-চিত্তে সে ভাব উদয়॥
প্রেমের আবেশে সেই বেশ, সেই খেলা। স্বভাবজাগুণে তার নাম কহি 'লীলা'॥

তথাহি (উ নী ১১।২৮)—

প্রিয়ানুকরণং লীলা রম্যৈর্বেষক্রিয়াদিভিঃ॥ ইতি

প্রিয়ানুকরণ-লীলা দশমের মাঝে। বিচ্ছেদ-দশাতে সব প্রকট বিরাজে॥
সর্ব্ব-নায়িকাতে শ্রেষ্ঠা শ্রীমতী রাধিকা। প্রিয়ানুকরণ-লীলা করে সর্ব্বাধিকা॥

তথাহি (উ নী ১১।৩০)—

মৃগমদকৃতচর্চা পীতকৌষেয়বাসা
রুচিরশিখিশিখণ্ডা বদ্ধধম্মিল্লপাশা।
অনৃজুনিহিতমংসে বংশমুৎক্বাণয়ন্তী
কৃতমধুরিপুবেষা মালিনা পাতু রাধা॥ ইতি

অথ **বিলাসঃ**—

পথে চলি যায় কিবা বসিয়া থাকয়। কুঞ্জের বাহিরে কিবা কান্তেরে দেখয়॥
অকস্মাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয় হয়ে প্রফুল্লিত। লজ্জা, অভিলাষ, ভয়, হর্ষ উপস্থিত॥
সংভ্রম, বামতা আদি ভাব সব দেখি। 'বিলাস' নামেতে ভাব অলঙ্কারে লেখি॥

তথাহি (উ নী ১১।৩১)—

গতিস্থানাসনাদানাং মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাম্।
তাৎকালিকন্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয়সঙ্গজম্॥

অথ **বিচ্ছিত্তিঃ**—

অল্পমাত্র আভরণ পত্রাদি-ধারণে। কান্তি পুষ্টি হয়ে সেই 'বিচ্ছিত্তি' লক্ষণে॥

তথাহি (উ নী ১১।৩৪)—

আকল্পকল্পনাল্লাপি বিচ্ছিত্তিঃ কান্তিপোষকৃৎ ॥ ইতি

অথ **বিভ্রমঃ**—

কৃষ্ণের বংশীর ধ্বনি করিঞা শ্রবণে। আনন্দ বাড়য়ে অতি হরে বাহ্যজ্ঞানে ॥
মিলন লাগিয়া অতি উৎকণ্ঠিত হয়। ভ্রমে বস্ত্র-অলঙ্কার-স্থান-বিপর্যায় ॥
নায়িকার বাসভূষা বিপর্যায় দেখি। 'বিভ্রম' করিঞা সে ভাবের নাম লেখি ॥

তথাহি (উ নী ১১।৩৯)—

বল্লভপ্রাপ্তিবেলায়াং মদনাবেশসম্ভ্রমাৎ।
বিভ্রমো হারমাল্যাদি-ভূষাস্থানবিপর্যয়ঃ ॥ ইতি

যথা (শ্রীদশমে ২৯।৭)—

ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকং যযুঃ ॥ ইতি

অথ **কিলকিঞ্চিতম্**—

দানঘাটী পথে কিবা পুষ্পাদি-ত্রোটনে। কৃষ্ণের ঔদ্ধত্য হয় রাধার দর্শনে ॥
পথ রুদ্ধ করি যবে ছুইতে করে মনে। নিষেধ করয়ে কিবা পুষ্পাদি-ত্রোটনে ॥
সখীর সাক্ষাতে অঙ্গে হাত দিতে চাহে। উৎসাহ হৃদয়ে নানা ভঙ্গী কথা কহে ॥
দেখিতে সঞ্চারিভাব হর্ষ আগে হয়। নিষেধ কারণে চিত্তে গর্ব্ব উপজয় ॥
কৃষ্ণসঙ্গ লাগি অভিলাষ হয়ে মনে। মন্দ মন্দ হাসি বাহে করয়ে রোদনে ॥
সখীগণ আগে মনে ভয় উপজয়। বাক্যভঙ্গী-ক্রমে ক্রোধ অসূয়াদি হয় ॥
এক কালে এই মত নানা ভাবগণ। প্রকট দেখিলে 'কিলকিঞ্চিত'-লক্ষণ ॥

তথাহি (উ নী ১১।৪৪)—

গর্ব্বাভিলাষরুদিতস্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাম্।
সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতম্ ॥ ইতি

অথ মোট্টায়িতম্—

অকস্মাৎ যদি কান্তের পায় দরশন। কিবা সুমঙ্গল বার্ত্তা করয়ে শ্রবণ॥
অঙ্গ পুলকিত অতিসুখ পায় মনে। নানা আঙ্গিক ভাব হয়ে উদ্দীপনে॥
অঙ্গ মোড়া দেয় আর কর্ণ কণ্ডুয়ায়। ঘন শ্বাস ঘন হাই ইতিউতি চায়॥
কৃষ্ণসঙ্গ লাগি হয় অভিলাষ মন। এই মত 'মোট্টায়িত' ভাবের লক্ষণ॥

তথাহি (উ নী ১১।৬৭)—

কান্তস্মরণবার্ত্তাদৌ হৃদি তদ্ভাবভাবতঃ।
প্রাকট্যমভিলাষস্য মোট্টায়িতমুদীর্য্যতে॥ ইতি

তথাচ— দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা চ কৃষ্ণং গাত্রভঙ্গো বিজৃম্ভণম্।
কর্ণকণ্ডূয়নং গোপস্ত্রীনাং মোট্টায়িতং ভবেৎ॥

অথ কুট্টমিতম্—

লোভেতে হঠাৎ আসি' রসিক রমণ। নায়িকার কুচযুগ করে আকর্ষণ॥
অধর-চুম্বনে হয় অন্তরে উল্লাস। বাহে নিষেধয়ে যেন করি ক্রোধাভাষ॥
অধর কাঁপয়ে অঙ্গ পুলকিত হয়। হাত ঠেলে ছাড়ে যদি দুঃখ অতিশয়॥
কবরী গলিত নীবিবন্ধ শ্লথ হয়। ক্রিয়াদ্বারে মনোগত ভাব বিজ্ঞাপয়॥
অন্তরে উৎসাহ, বাহে নিষেধ-বচন। স্বভাবজ 'কুট্টমিত' ভাব বিলক্ষণ॥

তথাহি (উ নী ১১।৪৯)—

স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ।
বহিঃ ক্রোধো ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ॥ ইতি

অথ বিব্বোকঃ—

নায়ক নায়িকা রহে সখীগণ-সঙ্গে। বিপক্ষের পক্ষ আসি উঠায় প্রসঙ্গে॥
তাহাতে নায়ক যদি অনুমতি করে। তবে সে নায়িকা-চিত্তে অতি গর্ব্ব ধরে॥

বাম্যতা স্বভাব তাতে মানের উদয়। কান্তে পরিত্যাগ করি স্থানান্তরে রয়॥
হারাদি রচনা করে, করি' হেঁঠ মাথা। নায়কের বিনয়ে না কহে কিছু কথা॥
এই মত ভাব যবে হয়ে নায়িকার। 'বিব্বোক' করিয়া কহি আখ্যান তাহার॥

তথাহি (উ নী ১১।৫২)—

ইষ্টেঽপি গর্ব্বমানাভ্যাং বিব্বোকঃ স্যাদনাদরঃ॥ ইতি

অথ **ললিতম্**—

কান্ত আগে অঙ্গভঙ্গী করিঞা চলয়। ভুরু নাচাইয়া লতা-শোভা নিরিখয়॥
গন্ধাকৃষ্ট হঞা' আগে আইসে অলিগণ। কঙ্কণ-ঝঙ্কারে তার করে নিবারণ॥
এই মত অঙ্গের সৌকুমার্য্য শোভা। 'ললিতালঙ্কার' নাম কান্ত-মনোলোভা॥

তথাহি (উ নী ১১।৫৬)—

বিন্যাসভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাসমনোহরা।
সুকুমারা ভবেদ্‌যত্র ললিতং তদুদীরিতম্॥ ইতি

তথা—ভ্রূভঙ্গ্যা চাঙ্গভঙ্গ্যা চ সঝনৎকারপাণিনা।
বিদ্রাবণং তু অঙ্গানাং প্রিয়াগ্রে ললিতং স্মৃতম্॥ ইতি

অথ **বিকৃতঃ**—

স্বকীয় যে চেষ্টা তাহা লজ্জাদি কারণে। ক্রিয়াদ্বারে ব্যক্ত হয়ে, না কহে বচনে॥
দূতীদ্বারে শুনে যদি কান্তের প্রার্থনে। কপোলে পুলক হয়ে না কহে বচনে॥
কিবা কান্ত প্রতি ভাব সখী নিষেধয়। সরল নয়নে তার মুখ হেরি রয়॥
অথবা মানিনী হয়ে' না কহে বচন। মরকত সংপুট করয়ে নিরীক্ষণ॥
কিবা কান্ত-প্রিয়বস্তু করয়ে হরণ। কান্তের প্রগলভ বাক্য করয়ে শ্রবণ॥
তাতে ঈর্ষা উপজায়, না কহে বচন। ভ্রূকুটী করিয়া করে কান্ত-দরশন॥
এ সকল লক্ষণ নায়িকা-অঙ্গে দেখি। 'বিকৃত' করিয়া ভাব অলঙ্কারে লেখি॥

তথাহি (উ নী ১১।৫৮)—

হ্রীমানের্ষ্যাদিভির্যত্র নোচ্যতে স্ববিবক্ষিতম্ ।

ব্যজ্যতে চেষ্টয়ৈবেদং বিকৃতং তদ্বিদুর্বুধাঃ ॥ ইতি

তথা—লজ্জয়ের্ষ্যাদিভির্যত্র বক্তব্যং নোচ্যতে স্ফুটম্ ।

বক্ষ্যতে চেষ্টয়ৈবেদং বিকৃতং তদিহোচ্যতে ॥ ইতি

এইত কহিল স্বভাবজা দশ গুণ । অযত্নজা আদি মিলি বিংশতি গণন ॥
গাত্রজ, চিত্তজ—এই বিংশতি প্রকার । কান্ত-অঙ্গে যথোচিত ভাব অলঙ্কার ॥

তথাহি (উ নী ১১।৬৩)—

অলঙ্কারা নিগদিতা বিংশতির্গাত্রচিত্তজাঃ ।

অমী যথোচিতং জ্ঞেয়া মাধবেঽপি মনীষীভিঃ ॥

কার মতে আর অনুভাব অলঙ্কার । মধুরাখ্য-রসে হয় অনেক প্রকার ॥
ভরত মুনির অসম্মতির কারণে । না লেখিল এথা ব্রজরস-প্রকরণে ॥
তার মধ্যে লেখি অলঙ্কার ভাবদ্বয় । মাধুর্য্য-পোষক 'মুগ্ধ' 'চকিত' যে হয় ॥

তত্র **মৌগ্ধ্যম্**—

জানিয়াহ অজ্ঞবৎ জিজ্ঞাসা আচরে । সেই অলঙ্কার ভাব 'মৌগ্ধ্য' নাম ধরে ॥

তথাহি (উ নী ১১।৬৫)—

জ্ঞাতস্যাপ্যজ্ঞবৎ পৃচ্ছা প্রিয়াগ্রে মৌগ্ধ্যমীরিতম্ । ইতি

অথ **চকিতম্**—

মধুকর দেখি ভয় উপজয়ে মনে । কান্তে আলিঙ্গিয়া ধরে 'চকিত' লক্ষণে ॥

তথাহি (উ নী ১১।৬৭)—

প্রিয়াগ্রে চকিতং ভীতেরস্থানেঽপি ভয়ং মহৎ ।

এবং—প্রিয়াগ্রে ভ্রমরাদীনাং দৃষ্ট্যা ভীশ্চকিতং স্মৃতম্ ॥ ইতি

অনুভাবে অলঙ্কার করিল বর্ণন। এবেত কহিব উদ্ভাস্বরের লক্ষণ ॥

অথোদ্ভাস্বরাঃ—

উদ্ভাস্বর ভাব সেই বর্ণ-বেষ-কেশে। আপন আপন স্থানে যে হয় প্রকাশে ॥

তথাহি (উ নী ১১।৬৯)—

উদ্ভাসন্তে স্বধাম্নীতি প্রোক্তা উদ্ভাস্বরা বুধৈঃ ॥ ইতি

নীবি-উত্তরীয়-কেশবন্ধ-বিস্রংসন। কান্ত-দরশনে জৃম্ভা গাত্রবিমোটন ॥

ঘ্রাণের ফুল্লত্ব মুক্তাফল-বিভূষণে। নিশ্বাসাদি হয়ে 'উদ্ভাস্বর'-বিবরণে ॥

তথাহি (উ নী ১১।৭০)—

নীব্যুত্তরীয়ধম্মিল্লস্রংসনং গাত্রমোটনম্।

জৃম্ভা ঘ্রাণস্য ফুল্লত্বং নিশ্বাসাদ্যাশ্চ তে মতাঃ ॥ ইতি

অলঙ্কার উদ্ভাস্বরের এই বিবরণ। বাচিকানুভাব কথা কহিব এখন ॥

অথ বাচিকানুভাব—

আলাপ, বিলাপ আর সংলাপ আখ্যান। প্রলাপানুলাপ ক্রমে অপলাপ নাম ॥

সন্দেশ অতিদেশ, অপদেশ, উপদেশ। নির্দ্দেশ, ব্যপদেশাদি বাচিক-বিশেষ ॥

তথাহি (উ নী ১১।৭৮-৭৯)—

আলাপশ্চ বিলাপশ্চ সংলাপশ্চ প্রলাপকঃ।

অনুলাপোঽপলাপশ্চ সন্দেশশ্চাতিদেশকঃ ॥

অপদেশোপদেশৌ চ নির্দ্দেশো ব্যপদেশকঃ ॥

কীর্ত্তিতা বচনারম্ভা দ্বাদশামী মনীষিভিঃ ॥ ইতি

বাচিক অনুভাব এই দ্বাদশ প্রকার। ক্রমে কহি যে লক্ষণ হয়েত যাহার ॥

'চাটুপ্রিয় উক্তি' নাম হয়েত আলাপ।

'দুঃখেতে কহয়ে যেই' সে বাক্য বিলাপ ॥

'উক্তি প্রতিউক্তি' যত **সংলাপ** কথন। **প্রলাপ** হয় ব্যর্থালাপ বাক্যগণ।
'অনুলাপ' হয়ে পুনঃ পুন যে বচন। **অপলাপ** পূর্ব্বোক্তের অন্যথা যোজন।
সন্দেশ প্রোষিতকান্তে স্ববার্ত্তা-প্রেষণ। **অতিদেশ** তদুক্ত মদুক্ত যে বচন॥
অপদেশ কহি যেই 'অন্যথা কথন'। **উপদেশ** হয়ে যত 'শিক্ষার্থ বচন'॥
সেই ইঁহো এই আমি **নির্দ্দেশ**-কথন। **ব্যপদেশ** ছলে স্বাভিলাষ বিজ্ঞাপন।

তথাহি (উ নী ১১।৮০—১০৩)—

চাটুপ্রিয়োক্তিরালাপো বিলাপো দুঃখজং বচঃ॥
উক্তিপ্রত্যুক্তিমদ্বাক্যং সংলাপ ইতি কীর্ত্ত্যতে॥
ব্যর্থালাপঃ প্রলাপঃ স্যাদনুলাপো মুহুর্বচঃ॥
অপলাপস্তু পূর্ব্বোক্তস্যান্যথা যোজনং ভবেৎ॥
সন্দেশস্তু প্রোষিতস্য স্ববার্ত্তাপ্রেষণং ভবেৎ॥
সোঽতিদেশস্তদুক্তানি মদুক্তানীতি যদ্বচঃ॥
অন্যার্থকথনং যত্তু সোঽপদেশ ইতীরিতঃ॥
যত্তু শিক্ষার্থবচনমুপদেশঃ স উচ্যতে॥
নির্দ্দেশস্তু ভবেৎ সোঽয়মিত্যাদিভাষণম্॥
ব্যাজেনাত্মাভিলাষোক্তির্ব্যপদেশ ইতীর্য্যতে॥ ইতি

এইত কহিল অনুভাব প্রকরণে। অলঙ্কার উদ্ভাস্বর বাচিক লক্ষণে॥
শ্রী গুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশ। শ্রীরসকলিকা কহে নন্দকিশোর দাস॥

ইতি শ্রীরসকলিকায়াম্ অনুভাব-বিবরণ-কথনং
নাম ষষ্ঠদলম্॥ ৬

(সপ্তম দল)

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥

শ্রীগুরুগোসাঞি জয় কৃপা কর মোরে। মো সম পতিত নাহি জগত ভিতরে ॥

এবে কহি সাত্ত্বিক ভাবের প্রকরণ। মধুরাখ্য-রসে যৈছে হয়ে প্রকটন ॥

অথ **সাত্ত্বিকাঃ** —

স্তম্ভ, স্বেদ, পুলক, গদ্‌গদ, কম্পময়। বিবর্ণতা, অশ্রু প্রলয়—অষ্ট হয় ॥

তথাহি—

স্তম্ভঃ স্বেদোঽথ রোমাঞ্চঃ স্বরভঙ্গোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রু প্রলয় ইত্যষ্ট সাত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ॥ ইতি

স্মরণে, সঙ্গমে কিবা প্রিয়-আলোকনে। সাত্ত্বিক বিকার হয়ে এ তিন কারণে ॥

তথাহি –

স্মরণে সঙ্গমে চৈব প্রিয়স্যালোকনে তথা।
হেতুত্রয়ং সমাসাদ্য সাত্ত্বিকঃ সংপ্রবর্ত্ততে ॥ ইতি

স্থায়িভাবে সাত্ত্বিকাদি ভাবের উদয়। পঞ্চ রতি মুখ্য, সপ্ত গৌণ রতি হয় ॥

শান্ত, দাস্য, সখ্য বাৎসল্যাদি ভাবের উদয়। পঞ্চ রতি মুখ্য, সপ্ত গৌণরতি হয় ॥

শান্ত, দাস্য, সখ্য বাৎসল্যাদি মুখ্য রসে। গৌণরতি উপজয়ে কহিল বিশেষে ॥

হাস্যাদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, বীভৎস, ভয়। সপ্ত রতি গৌণ—এই শাস্ত্রসিদ্ধ হয় ॥

আনন্দ, বিস্ময়ামর্ষ, শোক, ক্রোধ আর। বিষাদ, ভীততা সপ্ত নাম ভেদ যার ॥

তথাহি—রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চাষ্ট **স্থায়িভাবাঃ** প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ইতি

মুখ্য রসে গৌণ রতি যবে আসি হয়। স্তম্ভাদি সাত্ত্বিক তবে অঙ্গে প্রকটয় ॥

অষ্ট সাত্ত্বিকের পঞ্চবিধে প্রকটন সংক্ষেপে কহিব কিছু শুন শ্রোতাগণ ॥

দেশকাল-পাত্র-রতিবৈশিষ্ট্য কারণে। পঞ্চবিধ ভেদে প্রকটয়ে বিলক্ষণে ॥

ধূমায়িত জ্বলিত, দীপ্ত, উদ্দীপ্তাদিক্রমে। সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক নাম হয়ে পরিণামে।

তত্র **ধূমায়িতাঃ**—

অষ্ট সাত্ত্বিকের এক ভাব কিবা দ্বয়। ঈষৎ রূপেতে ব্যক্ত অশ্রু, কম্প হয়॥
সেই ভাব ভক্ত যবে সম্বরিতে পারে। তবে 'ধূমায়িত' কহি সাত্ত্বিক বিকারে॥

তথাহি—[ভ র সি ২।৩।৭১]

অদ্বিতীয়া অমী ভাবা অথবা সদ্বিতীয়কাঃ।
ঈষদ্ব্যক্তা অপহ্নোতুং শক্যা ধূমায়িতা মতাঃ॥ ইতি

অথ **জ্বলিতাঃ**—

স্তম্ভ রোমাঞ্চাদি দুই তিন এককালে। প্রকটরূপেতে দশা ধরি যবে মিলে॥
বহু যত্ন কৈলে যবে হয় নিবারণ। সেইত সাত্ত্বিক ভাব 'জ্বলিত' কথন॥

তথাহি—[ভ র সি ২।৩।৭৩]

তে দ্বৌ ত্রয়ো যুগপদ্ যান্তঃ সুপ্রকটাং দশাম্।
শক্যাঃ কৃচ্ছ্রেণ নিহ্নোতুং জ্বলিতা ইহ কীর্ত্তিতাঃ॥ ইতি

অথ **দীপ্তাঃ**—

অশ্রু, শ্বাস, বৈবর্ণ্য, রোমাঞ্চ, কম্পময়। তিন চারি পাঁচ যবে এক কালে হয়॥
সে সকল ভাব যদি সম্বরিতে নারে। সুপণ্ডিত সব **'দীপ্ত'** ভাব কহে তারে॥

তথাহি—[ভ র সি ২।৩।৭৬]

প্রৌঢ়াং ত্রিচতুরা ব্যক্তিং পঞ্চ বা যুগপদ্‌গতাঃ।
সম্বরীতুমশক্যাস্তে দীপ্তা ধীরৈরুদাহৃতাঃ॥ ইতি

অথ **উদ্দীপ্তাঃ**—

অশ্রু, স্বেদ, রোমাঞ্চ, বৈবর্ণ্য, স্বরভঙ্গ। স্তম্ভ, কম্প আদি যত সাত্ত্বিক তরঙ্গ॥
এককালে অত্যন্ত প্রকট অঙ্গে দেখি। অনিবার্য্য ভাব সে 'উদ্দীপ্ত' নাম লেখি

তে চাষ্ট সাত্ত্বিকাঃ সর্ব্বে যুগপদ্ব্যক্ততাং গতাঃ।
অতিপ্রৌঢ়াশ্চ চেদেবমুদ্দীপ্তাঃ খলু কীর্ত্তিতাঃ॥ ইতি

উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক অন্যস্থানে নাহি দেখি। ব্রজাঙ্গনাগণের সে রূঢ়ভাবে লেখি॥

অথ **সূদ্দীপ্তাঃ**—

যত যত কহিলাম সাত্ত্বিক উদ্দীপ্ত। অনেক একত্রে কাঁহো হয়েন সূদ্দীপ্ত॥
পরম উৎকর্ষ কোটিগুণ যে সাত্ত্বিক। সূদ্দীপ্ত লিখিয়ে তার নাহি ততোধিক॥

তথাহি (উ নী ১২।৩৭)—

উদ্দীপ্তানাং ভিদা এব সূদ্দীপ্তাঃ সন্তি কুত্রচিৎ।
সাত্ত্বিকাঃ পরমোৎকর্ষ-কোটিমত্রৈব বিভ্রতি॥ ইতি

সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক যে সকলে নাহি হয়। মোদনাখ্য ভাবে রাধামাধবে উদয়॥
রাধিকার যূথে ললিতাদি সখীর অঙ্গে। সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক হয়ে প্রেমের তরঙ্গে॥
সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক রাধাকৃষ্ণ দোঁহাকার। পূর্ব্বরাগ বিচ্ছেদে মোহনে সর্বসার॥
রোমাঞ্চাশ্রু কম্প স্বেদ মূর্চ্ছা স্বরভঙ্গে। কোটি কোটি গুণ হয়ে সাত্ত্বিক তরঙ্গে॥
সংক্ষেপে কহিয়ে পূর্ব্বরাগ রাধিকার। মহাভাব মোহন কহিব আগে তার॥

তথাহি (উ নী ১২।৩৮)—

স্বেদৈর্দর্শিতদুর্দ্দিনা বিদধতী বাষ্পাম্বুভির্নিস্তুষো
বৎসীরঙ্গরুহালিভির্মুকুলিনী ফুল্লাভিরামূলতঃ।
শ্রুত্বা তে মুরলীং তথাভবদিয়ং রাধা যথারাধ্যতে।
মুগ্ধৈর্মাধব ভারতী-প্রতিকৃতির্ভ্রান্ত্যাদ্য বিদ্যার্থিভিঃ॥ ইতি

সংক্ষেপে কহিল এই সাত্ত্বিক-লক্ষণ। আগে ব্যভিচারী ভাব করিব বর্ণন॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশ। শ্রীরসকলিকা কহে নন্দকিশোর দাস॥

ইতি শ্রীরসকলিকায়াং সাত্ত্বিক-বিবরণং নাম
সপ্তম-দলম্॥ ৭

(অষ্টম দল)

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥

শ্রীগুরুগোসাঞিঃ জয় কৃপা কর মোরে। মো সম পামর নাহি জগত ভিতরে॥

এবে ব্যভিচারিভাব করিব নির্ণয়। স্থায়িভাব-পোষক যে আগন্তুক হয়॥

অথ **ব্যভিচারী—**

নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ।
গর্ব, শঙ্কা, ত্রাস আর আবেগ (আবেশ), উন্মাদ॥
অপস্মার, ব্যাধি হয়েত মোহ আর মৃতি।
আলস্য, জড়তা, ব্রীড়া, অবহিত্থা, স্মৃতি॥
বিতর্কতা, চিন্তা আর মতি, ধৃতি, হর্ষ।
উৎসুক, উগ্রতা, ক্রমে হয়েত অমর্ষ॥
অসূয়া, চাপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি, বোধ আর।
ব্যভিচারি ভাব এই তেত্রিশ প্রকার॥

তথাহি (ভ র সি ২।৪।৪—৬)

নির্ব্বেদোহথ বিষাদো দৈন্যং গ্লানিশ্রমৌ চ মদগর্ব্বৌ।
শঙ্কা-ত্রাসাবেগা উন্মাদাপস্মৃতী তথা ব্যাধিঃ॥
মোহো মৃতিরালস্যং জাড্যং ব্রীড়াবহিত্থা চ।
স্মৃতিরথ বিতর্কচিন্তা-মতিধৃতয়ো হর্ষ উৎসুকত্বঞ্চ॥
ঔগ্র্যামর্ষাসূয়াশ্চাপল্যঞ্চৈব নিদ্রা চ।
সুপ্তির্বোধ ইতীমে ভাবা ব্যভিচারিণঃ সমাখ্যাতাঃ॥ ইতি

অতঃপর আগন্তুক ভাবের লক্ষণ। সংক্ষেপে কহিব যৈছে হয়ে প্রকটন॥

তত্র নির্ব্বেদঃ—

পূর্ব্বরাগে মহা আর্ত্তি, না হয় মিলনে। বিয়োগ—অভীষ্ট-মুখপদ্ম-অদর্শনে॥
সংভোগ-বৈশিষ্ট্য কান্ত দেখি ইচ্ছা মনে।
আপন ধৈর্য্যাদি-নিন্দা 'নির্ব্বেদ' লক্ষণে॥

অথ বিষাদঃ—

বিপক্ষ বিরোধে যবে ইষ্ট নাহি মিলে। অথবা প্রারব্ধ-কার্য্য-সিদ্ধি না হইলে॥
কিবা মান-হেতু করি' কান্ত-নিরসন। অনুতাপ করে, সেই বিষাদ'-লক্ষণ॥

দৈন্যম্—

বিচ্ছেদ দুঃখেতে নিজাভীষ্ট-অদর্শনে। ভ্রমর-বারণে ত্রাসে, অপরাধ-মনে॥
মুরলীরে কিবা কৃষ্ণে করেন প্রার্থনে। আপনা অযোগ্য মানে 'দৈন্যের' লক্ষণে॥

গ্লানিঃ—

বিচ্ছেদ দুঃখেতে আর রতিলীলা-শ্রমে। প্রায় নিষ্প্রাণতা মাত্র জীয়ে আশা ক্রমে॥
মনোদুঃখে শ্রম জন্যে ক্ষীণ অতিশয়। ব্যভিচারি-ভাব সেই 'গ্লানি' নাম হয়॥

শ্রমঃ—

গমনাগমনে, রাসনৃত্যাদি হইতে। রতিলীলা করি' কিংবা কান্তের সহিতে॥
এ সকল পরিশ্রমে দুর্ব্বলতা হয়। 'শ্রম' নাম স্পষ্ট তারে সকলে কহয়॥

মদঃ—

মধুপান করি অতিমত্ত হইঞা রয়। কিম্বা অনঙ্গবিক্রিয়া-ভরজ এই হয়॥ *
গতি-অঙ্গ-বাক্য স্খলনাদি মদের লক্ষণে †। বিবেক-শমন 'মদ' কহে সর্ব্বজনে॥

গর্ব্বঃ—

আপন সৌভাগ্য রূপ-গুণ-নিরীক্ষণে। সর্ব্বোত্তমাশ্রয়ে ইষ্টলাভাদি-কারণে॥

* কিবা মানগত চিত্ত, বাক্য না মানয়—ক খ; † এই মত হয় মদভাবের লক্ষণে—ক, খ।

অন্যের হেলন চিত্তে আসি' উপজয়। সেই অহঙ্কার ভাব 'গর্ব্ব' নাম হয়॥

শঙ্কা:—

বংশ্যাদি-হরণে অপরাধ গত মনে। ভয় উপজয়ে পর-ক্রূরতা-কারণে॥

তাতে যে মিলয়ে নিজানিষ্ট-সংপ্রেক্ষণ। ব্যভিচারিভাবে সেই 'শঙ্কাতে' গণন॥

ত্রাসঃ—

আকাশে বিদ্যুৎ-দ্যুতি দেখি' কম্প হয়। ভ্রমর-ঝঙ্কৃতি ঘোর শ্রবণে শুনয়॥

উগ্র নিস্বন[১] হেতু-চিত্তে কম্প উপজয়। 'ত্রাস' নামে সেই ভাব নিরূপণ হয়।

আবেগঃ—

প্রিয়-দরশনে প্রিয়-কথাদি-শ্রবণে। অথবা অপ্রিয় দেখি, বিপ্রিয় বা শুনে।

তাতে যে জন্ময়ে চিত্তে সংভ্রম-বিশেষ। ব্যভিচারিভাব সেই হয়েত 'আবেগ'॥

উন্মাদঃ—

কান্ত দেখি' প্রৌঢ়ানন্দে ভ্রমরীর স্থানে। বিনয় বচন কহে নিজ সখী-জ্ঞানে।

বিরহে উন্মত্ত হঞা নানা চেষ্টা করে। চিত্তে ভ্রান্তি উপজয় 'উন্মাদ' বিকারে॥

অপস্মারঃ—

বিয়োগ-দুঃখেতে ধাতু-বৈষম্যাদি হয়ে। 'অপস্মার' চিত্তের বিপ্লবে মনোলয়ে॥

ব্যাধিঃ—

জ্বরাদির প্রতিরূপ অঙ্গের বিকার। বিচ্ছেদ জন্ময়ে যেই 'ব্যাধি' নাম তার॥

মোহঃ—

কৃষ্ণাঙ্গ-স্পর্শনে অতি হর্ষের কারণে। অথবা বিচ্ছেদে কিবা বিষাদিত মনে॥

মূর্চ্ছাপন্ন হয়ে যবে না রহে চেতন। ব্যভিচারি-ভাব সেই 'মোহ' বিলক্ষণ॥

মৃতিঃ—

কৃষ্ণের বিয়োগে অতিতীব্র তাপময়। স্বগতি-রোধনে কিবা ভাবী দুঃখোদয়॥

১। নিশ্বাসাদি দেখি,—ক, খ;

অঙ্গাদি-স্তম্ভতা যবে মরণ-সমান। প্রাণত্যাগপ্রায় সেই দশা 'মৃতি' নাম ॥

আলস্যম্—

করিতে সমর্থ তভু অশক্তি-ব্যঞ্জনা। কৃত্রিম আলস্য সেই সঞ্চারি-লক্ষণা ॥
আলস্য-বিহীন সেবা মধুরাখ্য রসে। চলিতে না পারি কহে কৃত্রিম আলসে ॥

জাড্যম্—

ইষ্ট-নূপুরাদি-ধ্বনি করিয়া শ্রবণ। অনিষ্ট শুনিয়া কিবা সখীর বচন ॥
কিবা জড়িমাঙ্গ হয়ে ইষ্ট-সমীক্ষণে। অথবা স্তিমিতা হয়ে বিলক্ষ[২] দর্শনে ॥
কান্তের বিচ্ছেদে কিবা স্তব্ধ হৈয়া রয়। প্রতিপত্তিহীন সেই 'জাড্য' ভাব হয় ॥

ব্রীড়া—

নবীন-সঙ্গমে লজ্জা, নায়ক-দর্শনে। কৃষ্ণাঙ্গ-ভূষণ অঙ্গে কহে গুরুজনে ॥
কান্ত-সঙ্গে বিলাসাদি স্তব করে সখী।
কান্ত অঙ্গে অন্য ভোগচিহ্নে 'ব্রীড়া' লিখি ॥

অবহিত্থা—

কান্ত-বার্ত্তা-মধুপানে মস্তক কাঁপায়। দূতী-মুখে বার্ত্তা শুনি রোমাঞ্চিত হয় ॥
অন্য হেতু প্রকাশয়ে বিপক্ষ-দর্শনে। 'অবহিত্থা' নাম হয় আকার-গোপনে ॥

স্মৃতিঃ—

কান্ত-সমরূপ তাপিঞ্ছাদির দর্শনে। কিবা দৃঢ়াভ্যাস চিত্তে নহে বিস্মরণে ॥
প্রিয় কথা রূপ, বেশ, লীলা, শ্রীবদন। পূর্ব্ব অনুভূতির হয় 'স্মরণ' কথন ॥

বিতর্কঃ—

ভৃঙ্গাদির চেষ্টা দেখি' প্রিয়-অন্বেষণে। সমীপ গমনে, মেঘসাদৃশ্য-দর্শনে ॥
পরামর্শ চিত্তে যেই অনুমান করে। ব্যভিচারিভাব সে 'বিতর্ক' নাম ধরে ॥

২। বিপক্ষ—খ।

চিন্তা—

ইষ্টের বিয়োগে নিজ বিষয়ে বিরতি। নাসাগ্র-নয়নে একতান মৌনে স্থিতি॥
কিবা বিপক্ষের উজ্জ্বলতা-দরশনে। না জানি কি হইবে ভাবে 'চিন্তার' লক্ষণে॥

মতিঃ—

বিয়োগ-দুঃখিতা কান্ত-অনুরক্তা মনে। অনুরাগ ত্যজিবারে কহে সখীগণে।
তথাপিহ তদেকনিষ্ঠতা মন যেই। বিচারোত্থ নির্দ্ধারণে 'মতি' হয় সেই॥

ধৃতিঃ—

বিচ্ছেদের অন্তে বন্ধুর পায় দরশনে। অথবা স্বাধীনকান্ত সৌন্দর্য্যাদি গুণে॥
পূর্ণমনোরথ হয়ে অচাঞ্চল্য মতি। দুঃখাভাবে উত্তমাপ্ত্যে ধৈর্য্য কহি 'ধৃতি'॥

হর্ষঃ—

অভীষ্ট-ঈক্ষণে প্রফুল্লিত তনুমনে। প্রশংসা আচরে মাধুর্য্যাদি গুণগণে॥
কান্ত-সম্মিলনে অতি সাত্ত্বিক বিকার। চিত্তপ্রসন্নতা 'হর্ষ' সর্ব্বত্র প্রচার॥

ঔৎসুক্যম্—

প্রোষিতপ্রেয়সী কিবা উৎকণ্ঠিতা মনে। কান্তেক্ষণ-আশে কাল না হয় যাপনে॥
গমন-আশঙ্কা মনে প্রেমোল্লাস হয়। অতি উৎকণ্ঠাতে সে 'ঔৎসুক্য' ভাবোদয়॥

ঔগ্র্যম্—

তীক্ষ্ণ স্বভাবতা কহি 'উগ্রের' লক্ষণ। মধুরাখ্যে নাহি তার উগ্রতা বৃচন॥
বৃদ্ধা আদি কাঁহো যদি উগ্রবাক্য কহে। শৃঙ্গারে শ্রবণ সে সাক্ষাৎ অঙ্গ নহে॥

অমর্ষঃ—

কর্কশ বচনে কান্ত পরিহাস করে। তাতে নায়িকার দুঃখ জন্ময়ে অন্তরে॥
অধিক্ষেপ অপমান-করণ বচন। সহিতে না পারে সেই 'অমর্ষ' লক্ষণ॥

অসূয়া—

অন্য নায়িকার সৌভাগ্যাদি-নিরীক্ষণে। অথবা বংশ্যাদি-ভাগ্য করিয়া দর্শনে॥

অসহ্য হৃদয়ে যেই বচন কহয়। গুণে দোষারোপণ সে 'অসূয়া' ভাবোদয়॥

চাপল্যম্—

নায়কের চঞ্চলতা নায়িকা-স্পর্শনে। বনমালার কুটিলতা সম্ভোগ-বিধানে॥

রাগ-দ্বেষ মনে কহে যে কিছু বচন। "চাপল্যতা" সেই হেতু লাঘব-কারণ॥

নিদ্রা—

রতিলীলা-শ্রমে দোঁহে একত্র শয়নে। হার-বংশী-নীবিশ্লথ নহে সম্বরণে॥

বন্ধুর উদরতল নিশ্বাস স্পন্দনে। মুকুলিত নেত্রে "নিদ্রা" সুপ্তির লক্ষণে॥

সুপ্তিঃ—

নিদ্রাগত হইয়া কহে যেন জাগরণে। নানাবিধ বাক্য-ছল নায়কের সনে॥

কান্ত-ভুজ ধরে ধীরে ধীরে বেণু হরে। নিদ্রাতে যে স্বপ্ন দেখে 'সুপ্তি' কহি তারে॥

বোধঃ—

সুষুপ্তি সুপ্তির অন্তে রহেন শুতিয়া। অলস প্রযুক্ত নাহি উঠে ত্বরা হৈয়া॥

উঠিয়া নায়ক জাগায়েন নায়িকারে॥ জাগরণে যেই ভাব 'বোধ' নাম ধরে॥

সঞ্চারি-ভাবের এই কহিল লক্ষণ। উৎপত্ত্যাদি দশা চতুষ্টয়ে প্রকটন॥

ভাবোৎপত্তি এক, ভাবসন্ধি-নাম আর।
ভাবশাবল্য, ভাবশান্তি এ চারি প্রকার॥

অথ **ভাবোৎপত্তিঃ**—

ভাবোৎপত্তি কহি এক ভাবের উদয়। অসূয়াদি কোন ভাব চিত্তে উপজয়॥

অথ **ভাবসন্ধিঃ**—

বিষাদ হৃদয়ে হর্ষ আসি উপজয়। চিন্তা অমর্ষ এককালে 'ভাবসন্ধি' হয়॥

অথ **ভাবশাবল্যম্**—

চাপল্য ভাবেতে শঙ্কা ঔৎসুক্যাদিময়। অমর্ষ মিলনে 'ভাবশাবল্য'-নির্ণয়॥

অথ ভাবশান্তিঃ—

স্বনিমিত্ত হঞা ঈর্ষা হয়ে উপস্থিত। ঈর্ষা গেলে 'ভাবশান্তি' হয়ে সুনিশ্চিত॥
এইত কহিল ব্যভিচারি-নিরূপণ। যাহার আস্বাদে তৃপ্ত নেত্র তনু মন॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশ। শ্রীরসকলিকা কহে নন্দকিশোর দাস॥

ইতি শ্রীরসকলিকায়াং ব্যভিচারি-ভাব-বর্ণনং
নামাষ্টমদলম্॥ ৮

(নবম দল)

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
শ্রীগুরুগোসাঞি জয় কৃপা কর মোরে। মো সম পতিত নাহি জগত ভিতরে॥
বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী। সূত্ররূপে বর্ণন করিল ভাব চারি॥
এবে স্থায়িভাব কিছু শুন শ্রোতাগণ। যাতে এ সকল ভাব হয়ে প্রকটন॥

অথ স্থায়ী—

স্থায়িভাব শৃঙ্গারে মধুরা রতি হয়। অতএব কহি ভাব-লক্ষণ-নির্ণয়॥
তথাহি (উ নী ১৪।১)—

স্থায়িভাবোঽত্র শৃঙ্গারে কথ্যতে মধুরা রতিঃ॥ ইতি

প্রথমে কহিব সেই রতির কারণ। পশ্চাতে কহিব রতিভেদ-প্রকরণ॥
চতুর্দ্ধা-মাধুরী-পূর্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন। তাতে ভাবোদয় সেই রতির লক্ষণ॥
সপ্তম প্রকার হয় রতির কারণ। ক্রমে ক্রমে কহি কিছু শুন শ্রোতাগণ॥
অভিযোগ-হেতু আর তদ্বিষয় হইতে। সম্বন্ধ-কারণ কিবা অভিমান চিতে॥
তদীয়-বিশেষ দেখি মনে ক্ষোভ হয়। উপমাতঃ, স্বভাবতঃ রতির উদয়॥

তথাহি (উ নী ১৪।৪)—

অভিযোগাদ্বিষয়তঃ সম্বন্ধাদভিমানতঃ।
সা তদীয়-বিশেষেভ্য উপমাতঃ স্বভাবতঃ।
রতিরাবির্ভবেদেষামুত্তমত্বং যথোত্তরম্॥ ইতি

তত্র **অভিযোগাৎ**—

অভিযোগ আত্মপর দ্বিবিধ কারণে। দর্শন শ্রবণে ভাব হয়ে প্রকটনে॥
নায়িকা-অধর-শোভা করিয়া দর্শন। নায়ক করয়ে নবপল্লব-দংশন॥
দেখিয়া নায়িকা-চিত্তে ক্ষোভ উপজয়। কিবা অন্যমুখে কথা শুনি লোভী হয়॥

তথাহি (উ নী ১৪।৫)—

অভিযোগো ভবেদ্ভাবব্যক্তিঃ স্বেন পরেণ চ॥ ইতি

অথ **তদ্বিষয়াঃ**—

শব্দ স্পর্শ আদি পঞ্চ বিষয়-কারণে। পঞ্চেন্দ্রিয়-লোভ বাড়ে রতির লক্ষণে॥
বংশীধ্বনি কিবা কৃষ্ণনামাদি-শ্রবণে। কিবা স্বপ্নে করে নায়কাঙ্গ-সংস্পর্শনে॥
কিবা সুমাধুরী রূপ করিয়া দর্শনে। কৃষ্ণ-ভুক্ত তাম্বূলাদি রস-আস্বাদনে॥
অঙ্গমাল্য সৌরভ্যাদি প্রবেশয়ে ঘ্রাণে। কারো মন কোন গুণে করে আকর্ষণে॥

তথাহি (উ নী ১৪।৭)—

শব্দস্পর্শাদয়ঃ পঞ্চ বিষয়াঃ কিল বিশ্রুতাঃ॥ ইতি

অথ **সম্বন্ধাৎ**—

কুল রূপ বীর্য্যাদি সামগ্রী অতিশয়। দেখি' তৎ-সম্বন্ধে চিত্তে রতি উপজয়॥

তথাহি (উ নী ১৪।১৭)—

সম্বন্ধঃ কুলরূপাদি-সামগ্রীগৌরবং ভবেৎ॥

অথ **অভিমানঃ**—

বিদগ্ধশেখর কত আছয়ে ভুবনে। সে মাধুর্য্য-গুণে কিছু নাহি প্রয়োজনে॥

শিরে শিখিপুচ্ছ শোভে বিম্বাধরে বেণু। আমার সর্ব্বস্ব—সেই ধাতুচিত্র তনু॥

তথাহি (উ নী ১৪।১৯)—

সন্তু রম্যাণি ভূরীণি প্রার্থ্যং স্যাদিদমেব মে।
ইতি যো নির্ণয়ো ধীরৈরভিমানঃ স উচ্যতে॥

অথ **তদীয় বিশেষাঃ**—

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাম্ভোজ-পদাঙ্কাদিগণ। বৃন্দাবন-মধুরিমা অতি সুশোভন॥
প্রৌঢ় ভাবাপন্ন দেখি তার প্রিয়জন। তদীয়-বিশেষ-হেতু রতি উদ্দীপন॥

তথাহি (উ নী ১৪।২১—২২, ২৪, ২৬)—

তদীয়ানাং বিশেষাঃ স্যুঃ পদগোষ্ঠপ্রিয়াদয়ঃ॥ ইতি
পদান্যত্র পদাঙ্কাঃ স্যুর্গোষ্ঠং বৃন্দাবনাশ্রিতম্।
প্রৌঢ়ভাবানুবিদ্ধো যস্তস্য প্রিয়জনোঽত্র সঃ॥ ইতি

অথ **উপমা**—

যথাকথঞ্চিৎ প্রিয়সাদৃশ্য-দর্শনে। তাতে রতি উপজয়ে উপমা-কারণে॥

তথাহি (উ নী ১৪।২৮)—

যথা কথঞ্চিদপ্যস্য সাদৃশ্যমুপমোদিতা॥ ইতি

অথ **স্বভাবঃ**—

বাহ্য হেতু-অনপেক্ষী স্বভাবোত্থ রতি। নিসর্গ, স্বরূপ দ্বিধা ভেদে উতপতি॥

তথাহি (উ নী ১৪।৩১)—

বহির্হেত্বনপেক্ষী তু স্বভাবোঽর্থঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
নিসর্গশ্চ স্বরূপঞ্চেত্যেষোঽপি ভবতি দ্বিধা॥ ইতি

তত্র ***নিসর্গঃ***—

নিসর্গ সুদৃঢ়াভ্যাস-জন্য যে সংস্কার। গুণ রূপ অল্প শুনি উদয় তাহার॥

তথাহি (উ নী ১৪।৩২)—

নিসর্গঃ সুদৃঢ়াভ্যাসজন্যঃ সংস্কার উচ্যতে।

তদুদ্বোধস্য হেতুঃ স্যাদ্‌গুণরূপশ্রুতির্মনাক্‌॥ ইতি

অথ **স্বরূপম্‌**—

স্বতঃসিদ্ধ ভাব সেই জন্য নাহি হয়। কৃষ্ণনিষ্ঠ আদি ত্রিধা স্বরূপ উদয়॥

তথাহি (উ নী ১৪।৩৫)—

অজন্যস্তু স্বতঃসিদ্ধঃ স্বরূপং ভাব ইষ্যতে।

এতত্তু কৃষ্ণললনোভয়নিষ্ঠতয়া ত্রিধা॥ ইতি

তত্র **কৃষ্ণনিষ্ঠম্‌**—

কৃষ্ণনিষ্ঠ স্বরূপ সামান্যরূপে কহি। ভক্তজনে বেদ্য সে অভক্তে বেদ্য নহি॥

তথাহি (উ নী ১৪।৩৬)—

কৃষ্ণনিষ্ঠং স্বরূপং স্যাদদৈত্যৈঃ সুগমং জনৈঃ॥ ইতি

অথ **ললনানিষ্ঠম্‌**—

ললনানিষ্ঠ স্বরূপ আপনেই হয়। অদৃষ্ট অশ্রুত কৃষ্ণে রতি উপজয়॥

তথাহি (উ নী ১৪।৩৮)—

স্বরূপং ললনানিষ্ঠং স্বয়মুদ্বুদ্ধতাং ব্রজেৎ।

অদৃষ্টেঽপ্যশ্রুতেঽপ্যুচ্চৈঃ কৃষ্ণে কুর্য্যাদ্দ্রুতং রতিম্‌॥ ইতি

অথ **উভয়নিষ্ঠম্‌**—

কৃষ্ণ-কৃষ্ণকান্তাতে যে রতির উদয়। উভয়স্বরূপনিষ্ঠ রতি সেই হয়॥

তথাহি (উ নী ১৪।৪০)—

তৎ স্যাদুভয়নিষ্ঠং যৎ স্বরূপং কৃষ্ণ-সুভ্রুবোঃ॥ ইতি

অভিযোগ আদি যত রতির লক্ষণ। বিলাস-আধিক্য হেতু করিল বর্ণন॥

গোকুল-সুভ্রূগণের স্বভাবজা রতি। অন্যহেতু-জন্যা নহে সুমধুরা অতি ॥

তথাহি (উ নী ১৪।৪২)—

প্রোক্তা অত্রাভিযোগাদ্যা বিলাসাধিক্যহেতবে।
রতিঃ স্বভাবজৈব স্যাৎ প্রায়ো গোকুলসুভ্রুবাম্ ॥ ইতি

এইত কহিল রতি-প্রাকট্য-কারণ। এবেত কহিব রতিভেদ-বিবরণ ॥
সেইত মধুরা রতি ত্রিবিধ প্রকার। সাধারণী, সমঞ্জসা, সমর্থাখ্যা আর ॥

তথাহি (উ নী ১৪।৪৩—৪৪)—

সাধারণী নিগদিতা, সমঞ্জসাঽসৌ সমর্থা চ।
কুব্জাদিষু মহিষীষু চ, গোকুলদেবীষু চ ক্রমতঃ ॥
মণিবচ্চিন্তামণিবৎ, কৌস্তুভমণিবত্ত্রিধাভিমতা।
নাতিসুলভেয়মভিতঃ, সুদুর্ল্লভা স্যাদনন্যলভ্যা চ ॥ ইতি

সাধারণী মধুপুরে কুব্জাদিতে লেখি। মণিবদুজ্জ্বলাংশে সুলভা কাঁহো দেখি।
সমঞ্জসা দ্বারকাতে মহিষীর গণে। চিন্তামণিসম গুণ সুদুর্ল্লভা নামে ॥
সমর্থাখ্যা রতি ব্রজদেবীগণে হয়। কৌস্তুভাখ্যা মণি যেন উজ্জ্বলাতিশয় ॥
অনন্যলভ্যা রতি তেমতি উজ্জ্বলা। অন্যত্র উদয় নহে বিনা ব্রজবালা ॥

তত্র **সাধারণী রতিঃ**—

কৃষ্ণ-সন্দর্শনে নিজ-সুখের কারণে। সম্ভোগেচ্ছাময়ী রতি সাধারণী নামে ॥

তথাহি তল্লক্ষণম্ (উ নী ১৪।৪৫)—

নাতিসান্দ্রা হরেঃ প্রায়ঃ সাক্ষাদ্দর্শনসম্ভবা।
সম্ভোগেচ্ছানিদানেয়ং রতিঃ সাধারণী মতা ॥ ইতি

অথ **সমঞ্জসা রতিঃ**—

গুণাদি-শ্রবণে কৃষ্ণে রতি উপজয়। আপনাকে কৃষ্ণপত্নী করিয়া মানয় ॥

কৃষ্ণসুখহেতু সম্ভোগাদি ব্যবহারে। স্বসুখ-তাৎপর্য্যে 'সমঞ্জসা' নাম ধরে ॥

তথাহি তল্লক্ষণম্ (উ নী ১৪।৪৮)—

পত্নীভাবাভিমানাত্মা গুণাদিশ্রবণাদিজা।
ক্বচিদ্ভেদিত-সম্ভোগতৃষ্ণা সান্দ্রা সমঞ্জসা ॥ ইতি

অথ **সমর্থা রতিঃ**—

কেবল কৃষ্ণের সুখৈকতাৎপর্য্যা রতি। পরাঙ্গনা-ভাবময়ী সমর্থা সে রতি ॥

তথাহি তল্লক্ষণম্ (উ নী ১৪।৫২)—

কঞ্চিদ্বিশেষমায়ান্ত্যা সম্ভোগেচ্ছা যয়াভিতঃ।
রত্যা তাদাত্ম্যমাপন্না সা সমর্থেতি ভণ্যতে ॥ ইতি

সংক্ষেপে কহিল রতি ত্রিবিধ প্রকার। বিশেষ লক্ষণ কিছু কহি সমর্থার ॥
প্রিয়জন-দ্বারে নিজ ইন্দ্রিয়-তর্পণ। সেই রতি আত্মসুখ-তাৎপর্য্য-লক্ষণ ॥
আত্মেন্দ্রিয়গণে প্রিয়েন্দ্রিয় সুখী করে। নিজেন্দ্রিয়-সুখবাঞ্ছা বাহির অন্তরে ॥
আত্মসুখ-বাঞ্ছা সেই রতি হয়ে কাম। প্রিয়েন্দ্রিয়-সুখে সুখী ধরে প্রেম নাম ॥
নিজেন্দ্রিয়-সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার। কৃষ্ণসুখহেতু সম্ভোগাদি-ব্যবহার ॥
গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের সম্ভোগেচ্ছা মন। দেখি গোপীগণের সে রতি-উদ্দীপন ॥
নেত্রভঙ্গী পরিপাটী বিশেষ লক্ষণে। অন্যোহন্য মিলনে রাগ বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে ॥

তথাহি (উ নী ১৪।৫৩)—

স্বস্বরূপাত্তদীয়াদ্বা জাতো যৎকিঞ্চিদন্বয়াৎ।
সমর্থা সর্ববিস্মারিগন্ধা সান্দ্রতমা মতা ॥ ইতি

এইত সমর্থা রতি, সিন্ধু-সুদুস্তর। সর্ব্বাদ্ভুতবিলাসোর্ম্মি-চমৎকারভর ॥
নিজসুখহেতু-সম্ভোগেচ্ছাভরোদয়। কদাচিৎ সমর্থা রতির নাহি হয় ॥
সম্ভোগাদি ক্রিয়া কৃষ্ণসুখার্থ কেবল ॥ ব্রজাঙ্গনাগণে রতি সমর্থা প্রবল ॥

তথাহি (উ নী ১৪।৫৫)—

সর্ব্বাদ্ভুত-বিলাসোর্ম্মিচমৎকারকরশ্রিয়ঃ।
সম্ভোগেচ্ছাবিশেষোঽস্যা রতের্জাতু ন ভিদ্যতে॥
ইত্যাসাং কৃষ্ণসৌখ্যার্থমেব কেবলমুদ্যমঃ॥ ইতি

নিজসুখ-সম্ভোগেচ্ছা রতি যার হয়। কদাচিৎ সমর্থা-সম্ভব তাহা নয়॥

তথাহি (উ নী ১৪।৫৭)—

ইয়মেব রতিঃ প্রৌঢ়া মহাভাবদশাং ব্রজেৎ। ইতি

অতএব সমর্থা রতির বিবরণ। ক্রমে ক্রমে কহি কিছু শুন শ্রোতাগণ॥
সেই রতি গাঢ় হইলে চিত্তে প্রেম হয়। প্রেম গাঢ় ক্রমে 'স্নেহ' করয়ে উদয়॥
গাঢ় স্নেহ হৈতে চিত্তে উপজয়ে 'মান'। সেই মান গাঢ় হইলে 'প্রণয়' আখ্যান॥
প্রগাঢ় প্রণয়ে অতি 'রাগের' উদয়। রাগ-বৃদ্ধিক্রমে চিত্তে 'অনুরাগ' হয়॥
অনুরাগাধিক্যে হয়ে 'ভাবের' উদয়। 'মহাভাব' নাম তার মুনিসব কয়॥

তথাহি (উ নী ১৪।৫৯)—

স্যাদ্দৃঢ়েয়ং রতিঃ প্রেমা প্রোদ্যন্ স্নেহঃ ক্রমাদয়ম্।
স্যান্মানঃ প্রণয়ো রাগোঽনুরাগো ভাব ইত্যপি॥ ইতি

কহিল সমর্থা রতি অষ্টম বিভেদে॥ ক্রমে অতি সুনির্ম্মল হয় রসাস্বাদে॥
ইহার দৃষ্টান্ত কিছু কহি বিলক্ষণ। ক্রমে যৈছে সুনির্ম্মল স্বাদু সর্ব্বোত্তম॥
বীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড, চিনি আর। সিতা, সিতোপলা রসনির্য্যাস বিকার॥

তথাহি (উ নী ১৪।৬০)—

বীজমিক্ষুঃ স চ রসঃ স গুড়ঃ খণ্ড এব সঃ।
স শর্করা সিতা সা চ সা যথা স্যাৎ সিতোপলা॥ ইতি

অতএব স্নেহ মান প্রণয়াদি ছয়। প্রেমের বিলাস মুনিসকলে কহয়॥

কৃষ্ণ প্রতি যার যৈছে প্রেম উপজয়। তৈছে তার প্রতি[১] হয়ে কৃষ্ণ-প্রেমোদয়॥
নিসর্গ ললনানিষ্ঠ স্বরূপাদি হৈতে। কিবা শ্রবণ দর্শনাদি আকর্ষণ চিত্তে॥
প্রীতে কৃষ্ণে মনোলগ্ন রতি-বিবরণে। কহিয়াছি এবে শুন প্রেমাদি-লক্ষণে॥

অথ **প্রেমা**—

গাঢ় রতি ক্রমে যেই প্রেম উপজয়। ধ্বংস-হেতু উপস্থিত বাড়ে অতিশয়॥
স্বজন করয়ে যত তাড়ন ভর্ৎসন। তথাপিহ প্রেমে সদা গরগর মন॥

তথাহি (উ নী ১৪।৬৩)—

সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।
যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ইতি

প্রৌঢ়, মধ্য, মন্দ-ভেদে ত্রিধা সেই প্রেমা। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অতিশয়ে হয়ে অনুপমা॥

তথাহি (উ নী ১৪।৬৬)—

স ত্রিধা কথ্যতে প্রৌঢ়-মধ্য-মন্দ-প্রভেদতঃ॥ ইতি

তত্র **প্রৌঢ়ঃ**—

যেখানে বিচ্ছেদমাত্র সহিষ্ণুতা নয়। সেখানে জানিয়ে প্রৌঢ় প্রেমের উদয়॥

তথাহি (উ নী ১৪।৭৩)—

প্রৌঢ়ঃ প্রেমা স যত্র স্যাদ্বিশ্লেষস্যাসহিষ্ণুতা॥ ইতি

অথ **মধ্যমঃ**—

অনেক ক্লেশেতে যবে সহিষ্ণুতা হয়। সেই প্রেম মধ্যম হয়েন সুনিশ্চয়॥

তথাহি (উ নী ১৪।৭৫)—

কৃচ্ছ্রাৎ সহিষ্ণুতা যত্র স তু মধ্যম উচ্যতে॥ ইতি

১। প্রীত—খ;

অথ **মন্দঃ**—

সর্ব্বক্ষণ আত্যন্তিক পরিচয় হৈতে। উপেক্ষা অপেক্ষা নহে মন্দ প্রেমরীতে॥

তথাহি (উ নী ১৪।৭৭)—

স মন্দঃ কথিতো যত্র ভবেৎ কুত্রাপি বিস্মৃতিঃ॥ ইতি

সংক্ষেপে কহিল এই প্রেমের লক্ষণ। বীজ হৈতে ইক্ষুদণ্ড আস্বাদ যেমন॥

অথ **স্নেহঃ**—

সেই প্রেম দিনে দিনে অত্যন্ত বাঢ়য়। প্রগাঢ় রূপেতে চিত্ত-দ্রবী স্নেহ হয়॥

তথাহি (উ নী ১৪।৭৯)—

আরুহ্য পরমাং কাষ্ঠাং প্রেমা চিদ্দীপদীপনঃ।

হৃদয়ং দ্রাবয়ন্নেষ স্নেহ ইত্যভিধীয়তে॥ ইতি

অঙ্গ-সঙ্গে, বিলোকনে, তৎকথা-শ্রবণে। কনিষ্ঠ, মধ্যম, শ্রেষ্ঠ স্নেহ-বিলক্ষণে॥

তথাহি (উ নী ১৪।৮২)—

অঙ্গসঙ্গে বিলোকে চ শ্রবণাদৌ চ স ক্রমাৎ।

কনিষ্ঠো মধ্যমঃ শ্রেষ্ঠস্ত্রিবিধোঽয়ং মনোদ্রবঃ॥ ইতি

ভাব-ভেদে সেই স্নেহ হয় দ্বিধাকার। ঘৃতস্নেহ, মধুস্নেহ ক্রমে স্নেহসার॥

তথাহি (উ নী ১৪।৮৭)—

স ঘৃতং মধু চেত্যুক্তঃ স্নেহো দ্বেধা স্বরূপতঃ॥ ইতি

তত্র **ঘৃতস্নেহঃ**—

তদীয়তা-ভাবে যে অত্যন্তাদরময়। প্রেষ্ঠের বিষয়ে সেই ঘৃতস্নেহ হয়॥

তথাহি (উ নী ১৪।৮৮)—

আত্যন্তিকাদরময়ঃ স্নেহো ঘৃতমিতীর্য্যতে॥ ইতি

ঘৃত যেন আপনেই স্বাদোদ্রেক নয়। উষ্ণভাবাপন্ন হইয়া সুরসতা হয়॥

তেমতি আদর স্নেহ গৌরবে বাড়য়। আদরে গৌরব পরস্পর অতিশয় ॥
চন্দ্রাবলী-যূথে সেই ঘৃতস্নেহ হয়। নিসর্গ শীতল সদা কঠিনতাময় ॥
কৃষ্ণ-দরশনে সে গৌরবভাব পাঞা। আদর করয়ে অতি একত্র মিলিঞা ॥

তথাহি (উ নী ১৪।৮৯)—

ভাবান্তরান্বিতো গচ্ছন্ স্বাদোদ্রেকং ন তু স্বয়ম্।
ঘনীভবেন্নিসর্গাতিশীতলান্মিথ আদরাৎ ॥
গাঢ়াদরময়স্তেন স্নেহঃ স্যাদ্ ঘৃতবদ্ঘৃতম্ ॥ ইতি

অথ **মধুস্নেহঃ**—

মদীয়তাভাবে প্রেষ্ঠে স্নেহ যে করয়। আদর গৌরবহীন 'মধুস্নেহ' হয় ॥

তথাহি (উ নী ১৪।৯৩)—

মদীয়ত্বাতিশয়ভাক্ প্রিয়ে স্নেহো ভবেন্মধু ॥ ইতি

আপনেই প্রকট মাধুর্য্য সর্ব্বসার। নানারস-সমাহৃতি স্বরূপ যাহার ॥
সতত মধুর মনোদ্রবতাদিময়। কোন কালে স্বভাবতঃ কঠিনতা নয় ॥
অন্যেরে মাতায় নিজ উষ্ণগুণে করি। মধু-সাম্য গুণে মধুস্নেহ সর্ব্বোপরি।
শ্রীরাধিকার যূথে মদীয়তাস্নেহ হয়। আদর না করে কৃষ্ণে আপন জানয় ॥
অত্যন্ত মধুর সেই স্নেহ আস্বাদনে। অতিশয় মত্ত কৃষ্ণ হয়ে রাত্রিদিনে ॥

তথাহি (উ নী ১৪।৯৪)—

স্বয়ং প্রকটমাধুর্য্যো নানারসসমাহৃতিঃ।
মত্ততোষ্মধরঃ স্নেহো মধুসাম্যান্মধূচ্যতে ॥ ইতি

সংক্ষেপে কহিল এই স্নেহের লক্ষণ। ইক্ষু হৈতে রস যেন স্বাদু বিলক্ষণ ॥

অথ **মানঃ**—

সেই স্নেহ দিনে দিনে প্রকৃষ্ট হইঞা। মাধুর্য্য-বিশেষ রস চিত্তে প্রকাশিঞা ॥

বাহ্যে অদাক্ষিণ্য কৌটিল্য গুণ ধরে।
রসাস্বাদ বিশেষেতে 'মান' কহি তারে॥

তথাহি (উ নী ১৪।৯৬)—

স্নেহস্ত্বৎকৃষ্টতাবাপ্ত্যা মাধুর্য্যং মানয়ন্নবম্।
যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্ত্যতে॥ ইতি

স্নেহ-পরিণামভূত মান রসসার। উদাত্ত, ললিত নাম দ্বিবিধ প্রকার॥

তথাহি (উ নী ১৪।৯৮)—

উদাত্তো ললিতশ্চেতি মানোঽয়ং দ্বিবিধো মতঃ॥ ইতি

তত্র **উদাত্তঃ**—

দাক্ষিণ্য স্বভাবে মান আসি উপজয়। গাম্ভীর্য কারণে সে দুর্ব্বোধ রীতি হয়।
চন্দ্রাবলীর যূথে ঘৃতবৎ স্নেহ হয়। তাহাতে উদাত্ত মান কিছু বাম্যোদয়॥

তথাহি (উ নী ১৪।৯৯)—

উদাত্তঃ স্যাদ্‌ঘৃতস্নেহো ধারয়ন্ গহনক্রমম্।
দাক্ষিণ্যভাগদাক্ষিণ্যং বাম্যগন্ধঞ্চ কুত্রচিৎ॥ ইতি

অথ **ললিতঃ**—

মধুস্নেহ স্বাতন্ত্র্য হৃদয়ঙ্গম হৈঞা। কুটিলতা নর্ম্মবিশেষতা প্রকাশিঞা॥
কৌটিল্য ললিত হয় তাহার আখ্যান। দুই মত হয়ে সেই ললিতাখ্য মান॥
শ্রীরাধিকার যূথে স্নেহ মদীয়তাময়। কুটিলতা নর্ম্মবিশেষতা মান হয়॥

তথাহি (উ নী ১৪।১০৩)—

মধুস্নেহস্তু কৌটিল্যং স্বাতন্ত্র্যহৃদয়ঙ্গমম্।
বিভ্রন্নর্ম্মবিশেষঞ্চ ললিতোঽয়মুদীর্য্যতে॥ ইতি

মানের লক্ষণ এই করিল নির্ণয়। রস হৈতে গুড় যেন অতিস্বাদ হয়॥

অথ **প্রণয়ঃ—**

প্রেম স্নেহ অনুরূপ যেই মান হয়। দিনে দিনে প্রগাঢ়তা হয় অতিশয় ॥
প্রিয়জন সহিতে যে অভেদ-মনন। বিশ্বাস বিশেষ সেই 'প্রণয়' লক্ষণ ॥

তথাহি (উ নী ১৪।১০৮)—

মানো দধানো বিশ্রম্ভং প্রণয়ঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥ ইতি

দ্বিবিধ প্রকার সেই বিশ্রম্ভ প্রণয়। মৈত্রতা, সখ্যতা ক্রমে ক্রমে অতিশয় ॥

তথাহি (উ নী ১৪।১১০)—

বিশ্রম্ভোঽপি দ্বিধা মৈত্রং সখ্যঞ্চেতি নিগদ্যতে ॥ ইতি

তত্র **মৈত্র-প্রণয়ঃ—**

বিনয়-বিশ্বাসময় যে মৈত্র প্রণয়। চন্দ্রাবলী-যূথে মৈত্র সুমৈত্রতা হয় ॥

তথাহি (উ নী ১৪।১১১)—

ভাবজ্ঞৈঃ প্রোচ্যতে মৈত্রং বিশ্রম্ভো বিনয়ান্বিতঃ ॥ ইতি

অথ **সখ্যপ্রণয়ঃ—**

অসাধ্বস সুমধুর বিশ্রম্ভে প্রণয়। শ্রীরাধিকার যূথে সখ্য সুসখ্যতাময় ॥

তথাহি (উ নী ১৪।১১৪)—

বিশ্রম্ভঃ সাধ্বসোন্মুক্তঃ সখ্যঃ স্ববশতাময়ঃ ॥ ইতি

সংক্ষেপে কহিল এই প্রণয়-লক্ষণ। গুড় হইতে খণ্ড যেন স্বাদু অতি হন ॥

অথ **রাগঃ—**

প্রেষ্ঠের সম্বন্ধে যত দুঃখের বিষয়। তাতে অতিশয় সুখ করিঞা জানয় ॥

তৎসম্বন্ধ বিনা আর অন্য যত সুখ।
তাহাতে আনন্দ নাহি, সে কেবল দুঃখ ॥

প্রণয়-উৎকর্ষ হেতু এইমত হয়। তৎসম্বন্ধে দুঃখে সুখ হয়ে রাগোদয় ॥

তথাহি (উ নী ১৪।১২৬)—

দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজ্যতে।

যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্ত্যতে ॥ ইতি

প্রণয়ানুরূপ রাগ দুই মত হয়। নীলিমা, রক্তিমা ভেদে করয়ে উদয় ॥

তথাহি (উ নী ১৪।১২৯)—

নীলিমা রক্তিমা চেতি রাগোঽয়ং দ্বিবিধো মতঃ। ইতি

তত্র **নীলিমা**—

নীলীশ্যাম-ভব রাগবিশেষ যেই হয়। নীলী-রাগ, শ্যামা রাগ হয়েত নিশ্চয় ॥

তথাহি (উ নী ১৪।১৩০)—

নীলীশ্যামাভবো রাগো নীলিমা কথ্যতে বুধৈঃ ॥ ইতি

তত্র **নীলীরাগঃ**—

যে রাগে স্বলগ্ন-ভাব আবরণ হয়। প্রকাশ না হয়ে সেই বাহ্যে অতিশয় ॥

ব্যয়-সংভাবনাহীন নীলীরাগ লেখি। চন্দ্রাবলী-মুকুন্দের সেই রাগ দেখি ॥

তথাহি (উ নী ১৪।১৩১)—

ব্যয়সম্ভাবনাহীনো বহির্নাতিপ্রকাশবান্।

স্বলগ্নভাবাবরণো নীলীরাগঃ সতাং মতঃ ॥

যথাবলোক্যতে চৈষ চন্দ্রাবলি-মুকুন্দয়োঃ ॥ ইতি

অথ **শ্যামারাগঃ**—

তৈছে শ্যামারাগ চিরসাধ্যরূপ হৈতে। কৃষ্ণ-সহ মিলনে দেখিয়ে ভদ্রাদিতে ॥

তথাহি (উ নী ১৪।১৩৩)—

ভীরুতৌষধিসেকাদিরাদ্যাৎ কিঞ্চিৎপ্রকাশভাক্।

যশ্চিরেণৈব সাধ্যঃ স্যাৎ স শ্যামারাগ উচ্যতে ॥ ইতি

অথ রক্তিমা—

কুসুম্ভ মঞ্জিষ্ঠা মেলি যেই রাগ হয়। সেই রাগ রক্তিমা সুদৃঢ় অতিশয়॥

তথাহি (উ নী ১৪।১৩৫)—

রাগঃ কুসুম্ভমঞ্জিষ্ঠা-সম্ভবো রক্তিমা মতঃ॥ ইতি

তত্র **কুসুম্ভরাগঃ**—

চিত্তরূপ পটে যে তৎকালে রঙ্গ ধরে। সেইত কুসুম্ভরাগ বিচিত্র প্রকারে॥

অন্য-রাগ-ছবি-ব্যঞ্জী শোভে যথোচিত। শ্যামলাদি-যূথে সেই রাগ সুনিশ্চিত॥

তথাহি (উ নী ১৪।১৩৬)—

কুসুম্ভরাগঃ স জ্ঞেয়ো যশ্চিত্তে সজ্জতি দ্রুতম্।
অন্যরাগচ্ছবিব্যঞ্জী শোভতে চ যথোচিতম্॥

পাত্রসাদ্গুণ্যেতে সেই রাগ স্থির হয়। কৃষ্ণের প্রণয়িগণে ম্লানি কভু নয়॥

তথাহি (উ নী ১৪।১৩৭)—

সদাধারবিশেষেষু কৌসুম্ভোঽপি স্থিরো ভবেৎ।
ইতি কৃষ্ণপ্রণয়িষু ম্লানিরস্য ন যুজ্যতে॥ ইতি

অথ **মাঞ্জিষ্ঠরাগঃ**—

অনন্যসাপেক্ষ রাগ আহার্য্য যে নয় স্বকান্তিকারণে সদা বাঢ়ে অতিশয়॥

সেইত মাঞ্জিষ্ঠ রাগ অপূর্ব্ব শোভনে। শ্রীরাধামাধব দোঁহার বাঢ়ে ক্ষণে ক্ষণে॥

তথাহি (উ নী ১৪।১৩৯)—

অহার্য্যোঽনন্যসাপেক্ষো যঃ কান্ত্যা বর্দ্ধতে সদা।
ভবেন্মাঞ্জিষ্ঠ-রাগোঽসৌ রাধামাধবয়োর্যথা॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্নেহ মান প্রণয়াদি যত। চন্দ্রাবলী আদির সে সব অভিমত॥

ভীষ্মসুতা আদি কৃষ্ণমহিষীর গণে। সেই মত স্নেহ মানাদিক প্রকটনে॥

তথাহি (উ নী ১৪।১৭২)—

পূর্ব্বপূর্ব্বস্তু যো ভাবঃ সোমাভাদৌ স রাজতে।
তথা ভীষ্মসুতাদৌ চ শ্রীহরের্মহিষীগণে॥ ইতি

উত্তর উত্তর স্নেহ মান প্রণয় আর। রাগাদিক রাধিকার যূথে সর্বসার॥
সত্যভামা লক্ষ্মণাদি সেই অনুসারে। যথাযথ স্নেহ মান প্রণয়াদি ধরে॥

তথাহি (উ নী ১৪।১৪)

য উত্তরোত্তরো ভাবো রাধিকাদৌ স দীব্যতি।
তথা শ্রীসত্যভামায়াং লক্ষ্মণায়ামপি ক্বচিৎ॥ ইতি

সংক্ষেপে কহিল এই রাগের লক্ষণ। খণ্ড হৈতে শর্করাতে আস্বাদ যেমন॥

তথা **অনুরাগঃ**—

কৃষ্ণ-মাধুর্য্যাদি সদা অনুভব করে। ক্ষণে ক্ষণে অপূর্ব্বতা-বুদ্ধি চিত্তে ধরে॥
মাধুর্য্যাদি-গুণে নব নব অতিরাগ। ক্ষণে ক্ষণে বাঢ়ি সেই হয়ে 'অনুরাগ'॥

তথাহি (উ নী ১৪।১৪৬)—

সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ম্।
রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে॥ ইতি

অনুরাগে নানা ভাব করয়ে উদয়। পরস্পর দোঁহাকার বশীভাব হয়॥
কৃষ্ণ-মনোহস্তী রাগ-নিগড়ে করিঞা। বান্ধিবারে চাহে রাই অতিত্বরা হৈঞা॥
রাইমনোমৃগী নিজ প্রেমা-নব-গুণে। বান্ধিবার তরে কৃষ্ণে করয়ে যতনে॥
তেমতি দোঁহার প্রেমবৈচিত্ত্য জন্ময়। একস্থানে রহি দোঁহে দোঁহারে হারায়॥
রাধিকাদি অপ্রাণীতে জন্ম ইচ্ছে মনে। অত্যন্ত লোলতা কৃষ্ণাধরামৃত-পানে॥
বিপ্রলম্ভ-দশাতে কৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি হয়। সাক্ষাৎ সঙ্গম বিনা ক্লেশ অতিশয়॥
স্ফূর্ত্তি জন্মে দুঃখ সখী না পারে সহিতে। দূত প্রস্থাপয়ে সে সন্দেশ বিজ্ঞাপিতে

তথাহি (উ নী ১৪।১৪৯)—

পরস্পরবশীভাবঃ প্রেমবৈচিত্ত্যকং তথা।
অপ্রাণিন্যপি জন্মাপ্ত্যৈ লালসাভর উন্নতঃ ॥
বিপ্রলম্ভেহপি বিস্ফুর্ত্তিরিত্যাদ্যাঃ স্যুরিহ ক্রিয়াঃ ॥ ইতি

এইত কহিল অনুরাগের লক্ষণ। চিনি হৈতে মিশ্রি যৈছে সুরসতা হন ॥

অথ ভাবঃ—

এখনে কহিব কিছু ভাব-বিবরণ। মহাভাব বলি যারে কহে মুনিগণ ॥
অনুরাগ পূর্ব্বোক্ত যে রাগ অতিশয়। যাবৎআশ্রয়বৃত্তি সেই যদি হয় ॥
স্বসংবেদ্য দশা পাঞা প্রকাশিত হৈলে। তবে 'ভাব' নাম তার হয়েত উজ্জ্বলে ॥

তথাহি (উ নী ১৪।১৫৪)—

অনুরাগঃ স্বসংবেদ্যদশাং প্রাপ্য প্রকাশিতঃ।
যাবদাশ্রয়বৃত্তিশ্চেদ্ভাব ইত্যভিধীয়তে ॥ ইতি

যাবৎ আশ্রয়বৃত্তি ভাবের লক্ষণ। সূত্ররূপে কহি পুন তার বিশেষণ ॥
রাধাকৃষ্ণ দোঁহাকার অন্যোহন্য দর্শনে। স্বভাবজা রতি ভাব নামে প্রকটনে ॥
দিনে দিনে অতিশয় বাড়িল যে প্রেম। বিশুদ্ধ নির্ম্মল যেন শতবাণ হেম ॥
না দেখিলে রহিতে না পারে একক্ষণ। তাতে কত কত সহে গুর্ব্বাদি গঞ্জন ॥
উভয়তঃ অতিশয় স্নেহ উপজয়। মমতা-আধিক্যে চিত্ত দ্রবীভূত হয় ॥
সুমধুর স্নেহ ক্রমে উপজয়ে মান। ব্রজবধূগণে অতি রসের নিধান[১] ॥
অত্যন্ত বিশ্বাস ক্রমে হয়েত প্রণয়। মৈত্রতা সখ্যতা নানাভেদে অতিশয়।
প্রণয়ানুরূপ হৈলে রাগের উদয়। নীলিমা রক্তিমা ক্রমে দৃঢ় অতিশয় ॥
তৎসম্বন্ধ বিনা সুখে দুঃখ উপজয়ে। তৎসম্বন্ধে দুঃখে সুখ করিয়া মানয়ে ॥

১। নিদান—খ।

সেই রাগ নব নব অনুরাগ হয়। নব নব কৃষ্ণের মাধুরী আস্বাদয়॥

পরস্পর দোঁহার অভিন্ন চিত্ত হৈতে।

অন্য কেহো প্রবেশ করিতে নারে তাতে॥

স্বসংবেদ্য দশা এই কহিল নিশ্চয়। আগে সেই ভাব দশা হইবে নির্ণয়॥

আপনার পরাকাষ্ঠা সীমাকে পাইয়া। **মহাভাব** হয়ে সর্ব্বভাব প্রকাশিয়া॥

তথাহি (উ নী ১৪।১৫৫)—

রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্য ক্রমাদ্
যুঞ্জন্নদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে! নির্ধূতভেদভ্রমম্।
চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্যোদরে
ভূয়োভির্নবরাগ-হিঙ্গুলভরৈঃ শৃঙ্গারকারুঃ কৃতী॥ ইতি

এইত কহিল মহাভাব বিলক্ষণ। সিতা হইতে সিতোপলা আস্বাদ যে মন॥

উক্তঞ্চ—সা যথা স্যাৎ সিতোপলা। ইতি

অষ্টবিধ স্থায়িরতি করি সদৃষ্টান্ত। এই যে কহিল মহাভাব দশা অন্ত॥

মুকুন্দ-মহিষীবৃন্দে অত্যন্ত দুর্লভ। ব্রজদেবীগণে মাত্র হয়েন সুলভ॥

তথাহি (উ নী ১০।১৫৬)—

মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যসাবতিদুর্লভঃ।
ব্রজদেব্যেকসংবেদ্যো মহাভাবাখ্যয়োচ্যতে॥ ইতি

বরামৃত প্রায় যার স্বরূপের শোভা।

গোপিকার সেই মহাভাব মনোলোভা॥

সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরম আশ্চর্য্য সুশোভন। স্বকীয় স্বরূপে মন করে আকর্ষণ॥

তথাহি (উ নী ১৪।১৫৭)—

বরামৃতস্বরূপশ্রীঃ স্বং স্বরূপং মনো নয়েৎ॥ ইতি

এই যে কহিল মহাভাবের লক্ষণ। বিশেষ করিঞা আগে করিব বর্ণন॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশ। শ্রীরসকলিকা কহে নন্দকিশোর দাস॥

ইতি শ্রীরসকলিকায়াং স্থায়িভাব-কথনে অষ্টবিধরত্যাদি-
বিবরণ-কথনং নাম নবমদলম্॥ ৯

(দশম দল)

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
শ্রীগুরুগোসাঞি জয় কৃপা কর মোরে। মো সম পামর নাহি জগত ভিতরে॥
এবে যে কহিব মহাভাব-বিবরণে। তাহার দৃষ্টান্ত-স্থান নাহি ত্রিভুবনে॥
উদয়-ক্রমেতে যে উৎকর্ষ-গুণ ধরে। রূঢ়, অধিরূঢ় নাম দ্বিবিধ প্রকারে॥

স রূঢ়শ্চাধিরূঢ়শ্চেত্যুচ্যতে দ্বিবিধো বুধৈঃ॥ ইতি

তত্র রূঢ়ঃ—

উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিকভাব যাহাতে উদয়। সেই 'রূঢ়' মহাভাব নাম সুনিশ্চয়॥

তথাহি (উ নী ১৪।১৫৯)—

উদ্দীপ্তা সাত্ত্বিকা যত্র স রূঢ় ইতি ভণ্যতে॥ ইতি

যেরূপে উদ্দীপ্ত নাম সাত্ত্বিকের হয়। বিশেষিঞা কহি কিছু তাহার নির্ণয়॥
অশ্রু, স্বেদ, রোমাঞ্চ, বৈবর্ণ্য, স্বরভঙ্গ। স্তম্ভ, কম্প আদি যত সাত্ত্বিক-তরঙ্গ॥
এককালে অত্যন্ত সকল অঙ্গে দেখি। অনিবার্য্য ভাব সেই উদ্দীপ্ত করি' লেখি॥
উদ্দীপ্ত ভাবের এই কহিল লক্ষণ। যেরূপে প্রকট হয় করিব কথন॥

গোপীগণের অনুরাগ সরিৎ বিশেষে। অতি রস বিথার যে কৃষ্ণসহ রসে ॥
রূঢ় মহাভাব যাহা সম্পূর্ণ প্রকাশে। সসামগ্রী নদী যেন পূর্ণরূপে ভাসে ॥
উন্মীলিত কলহংস গদগদ-বচনা। কম্পাতিবিক্ষোভ হৈতে হয়েত সংকীর্ণা ॥
পৃথুরোম সব মীন হর্ষোদয়ে গতি। বাষ্পচ্ছটা-উদ্গারিণী অতি চমৎকৃতি ॥
জাড্যোৎসেক-পরিপ্লুতা তরঙ্গ-স্তম্ভতা। কুবলয়নেত্রপদ্ম-উল্লাসকারিতা ॥
বার বার অতিশয় যে সরিৎ ধরে। হেন অনুরাগ-গুণ কে কহিতে পারে ॥

তথাহি (উ নী ১৪।১৬০)—

উন্মীলৎকলহংসগদ্গদরবা কম্পাতিবিক্ষোভতঃ
সংকীর্ণা পৃথুরোমহর্ষদগতির্বাষ্পচ্ছটোদ্গারিণী।
জাড্যোৎসেকপরিপ্লুতা কুবলয়োল্লাসং মুহুর্বিভ্রতী
গোপীনামনুরাগিতাসরিদিয়ং রাসে বিতেনে রসম্ ॥ ইতি

এইমত রূঢ় মহাভাব গোপীগণে। বিশেষে কহিব রূঢ় অনুভাবগণে ॥
সংযোগ বিয়োগে হয় অনেক প্রকার। যাহার শ্রবণে চিত্তে হয়ে চমৎকার ॥

তথাহি (উ নী ১৪।১৬১—১৬২)—

নিমেষাসহতাসন্নজনতাহৃদ্বিলোড়নম্।
কল্পক্ষণত্বং খিন্নত্বং তৎসৌখ্যেঽপ্যার্ত্তিশঙ্কয়া ॥
মোহাদ্যভাবেঽপ্যাত্মাদি-সর্ব্ববিস্মরণং সদা।
ক্ষণস্য কল্পতেত্যাদ্যা যত্র যোগবিয়োগয়োঃ ॥ ইতি

কৃষ্ণের সংযোগে সেই রূঢ় ভাব হয়। আগে সেই অনুভাব করিব নির্ণয় ॥
কৃষ্ণ-সন্দর্শনকালে নিমিষ যে হয়। সহিতে না পারি দুঃখে বিধিরে নিন্দয় ॥
যে কালে করিল কুরুক্ষেত্র-আগমন। সকলে পাইল নিজ-অভীষ্ট-দর্শন ॥
নিজপ্রাণকোটি হৈতে প্রিয় যেই কৃষ্ণ। চির অনুরাগে দেখে হইয়া সতৃষ্ণ ॥

অনিমিখ নেত্রে চাহে করিতে দর্শন। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ নহে নিমিখ-কারণ ॥
অবিদগ্ধ বিধি ভাল না জানে সৃজন। দুই নেত্র কৈল তাতে নিমিষাচ্ছাদন ॥
অতি প্রেমতৃষ্ণার কারণে মনে মনে। কহে,—নেত্রে পক্ষ্মহীন না করিল কেনে ॥
সে শ্যামসুন্দর-রূপ হৃদয়ে ধরিঞা। আলিঙ্গন করি প্রেমে রহে স্থির হঞা ॥
চিরবিরহার্ত্তি-ভরে সভে এক মন। লভিল তন্ময়ভাব ব্রজবধূগণ ॥
অন্তর্বাহ্য সকলেই হৈলা একতান। কৃষ্ণস্ফূর্ত্ত্যে নাহি বাহ্য ক্রিয়ানুসন্ধান ॥
কিবা সদা চিত্তে যার করিয়া ভাবন। সাক্ষাৎ নেত্রেতে তার করি দরশন ॥
প্রেমের পরম কাষ্ঠা-বিশেষে যে ভাব। সকলের হৈল সে আনন্দ-মূর্চ্ছালাভ ॥
নিত্যসঙ্গবতী রুক্মিণ্যাদ্যে যে নহিল। সেই প্রেমানন্দ ভাব সকলে লভিল ॥

তথাহি (উ নী ১০।৮২।৩৯)—

গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং
যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতাং শপন্তি।
দৃগ্‌ভির্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্ব্বা-
স্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্ ॥ ইতি

নিমেষ-অসহতা এই করিল বর্ণন। এবে কহি আসন্নজনতা-বিলোড়ন ॥

আসন্নজনতা-হৃদ্বিলোড়নম্—

কৃষ্ণ আগে যে ভাব প্রকট দরশনে। আসন্নজনতা-চিত্ত হয়ে বিক্ষোভণে ॥
গোপীগণের অনুরাগ-সমুদ্র-লহরী। কৃষ্ণচন্দ্র-দরশনে হয়ে চমৎকারী ॥ ধ্রু ॥
সখীসব কুরুদেশ কুরুবংশ্যগণে। অল্পে অল্পে সকলেরে করিঞা সিঞ্চনে ॥
গুরু ক্ষিতিভৃত গিরি সব নৃপগণ। তরঙ্গের ভরে শির করয়ে ঘূর্ণন ॥
দুর্জ্জন সজ্জন সকলেরে ডুবাইঞা। দুর্জ্জন সজ্জন সর্ব্বজন আপ্লাবিঞা ॥
অশেষ রমণীগণে করি নিমগনে। বিশ্লথ করয়ে সব স্বর্গাঙ্গনাগণে ॥

সত্যলোকান্তর কিবা সত্যভামা-মন। বিক্রমের ভরেতে করিঞা আক্রমণ॥
বৈকুণ্ঠের কণ্ঠদেশে যে লক্ষ্মী বিদিতা। কিবা শ্রীরুক্মিণী কৃষ্ণকণ্ঠ-আলিঙ্গিতা॥

তথাহি (উ নী ১৪।১৬৪)—

সখ্যঃ প্রোক্ষ্য কুরূন্ গুরুক্ষিতিভৃতামাঘূর্ণয়ন্তী শিরঃ
স্বস্তা বিশ্লথয়ন্ত্যশেষরমণীরাপ্লাব্য সর্ব্বং জনম্।
গোপীনামনুরাগসিন্ধুলহরী সত্যান্তরং বিক্রমৈ-
রাক্রম্য স্তিমিতাং ব্যধাদপি পরাং বৈকুণ্ঠকণ্ঠশ্রিয়ম্॥ ইতি

কহিল যে আসন্নজনতা-বিক্ষোভণ। এক্ষণে কহিব যৈছে হয়ে কল্পক্ষণ॥

অথ **কল্পক্ষণত্বম্—**

কৃষ্ণসহ রাসে যেই ভাব-প্রকটনে। ক্ষণপ্রায় হয়ে কল্প শশাঙ্ক-স্তম্ভনে॥
বিলাস কারণে কল্পক্ষণ করি মানে। গোপিকার রূঢ় ভাব কে করু বর্ণনে॥

তথাহি (উ নী ১৪।১৬৫)—

শরজ্জ্যোৎস্নী রাসে বিধিরজনিরূপাপি নিমিষা-
দতিক্ষুদ্রা তাসাং যদজনি ন তদ্বিস্ময়পদম্।
সুখোৎসেকারম্ভে নিমিষলবকল্পামিব দশাং
মহাকল্পাকল্পাপ্যহহ লভতে কাল-কলনা॥ ইতি

এইমত হয়ে কৃষ্ণসংযোগ-লক্ষণে। বিয়োগে যে অনুভাব কহিব এখনে॥

অথ **তৎসৌখ্যেঽপ্যার্ত্তিশঙ্কয়া খিন্নত্বম্—**

প্রিয়সুখে আর্ত্তি চিত্তে ক্লেশাশঙ্কা ধরে। বিচ্ছেদে খিন্নতা হয়ে গাঢ় প্রেমভরে॥
স্বসুখ-তাৎপর্য্য মনে নাহি গোপিকার। কৃষ্ণসুখ-হেতু সঙ্গে করয়ে বিহার॥
সুপদ্মচরণ ধরে হৃদয় উপরে। স্তনের কার্কশ্য-দোষ ভাবিঞা অন্তরে॥
অল্পে অল্পে পদযুগ করয়ে ধারণ। পাছে ব্যথা লাগে আর্ত্তি শঙ্কা-খিন্নমন॥

সে পদ্ম-চরণে বনে করেন ভ্রমণে। সহিতে না পারে রূঢ়ভাবগত মনে॥

তথাহি (শ্রীদশমে ৩১।১৯)—

যত্তে সুজাত! চরণাম্বুরুহং স্তনেষু,
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয়! দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিংস্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥ ইতি

প্রিয়সুখে আর্ত্তি-শঙ্কা খিন্ন এই হন। এবে কহি মহাভাবে সর্ব্ববিস্মরণ॥

অথ **মোহাদ্যভাবেঽপি সর্ববিস্মরণম্—**

কৃষ্ণনাম-রূপগুণে বিচ্ছেদে মগন। মহাভাবে আত্মাদি-সকল বিস্মরণ।
আমার বিয়োগে যবে মোহ নহে মনে। মোর নাম গুণে মগ্ন কিছুই না জানে॥
মুনিগণ যেমন সমাধিগত মনে। আপনা না জানে সিন্ধুজলে নদীগণে॥
একথা কহয়ে কৃষ্ণ উদ্ধবের প্রতি। তাহা বিনে কে জানয়ে গোপিকার রীতি॥

তথাহি (উ নী ১৪।১৬৭)—

তা নাবিদন্ময্যনুসঙ্গবদ্ধ-ধিয়ঃ স্বমাত্মানমদস্তথেদম্।
যথা সমাধৌ মুনয়োঽব্ধিতোয়ে, নদ্যঃ প্রবিষ্টা ইব নামরূপে॥ ইতি

রূঢ়ভাবে কহিল আত্মাদি-বিস্মরণ। এবে কহি কল্পসম হয়ে যৈছে ক্ষণ॥

অথ **ক্ষণকল্পতা—**

কৃষ্ণসঙ্গ বিনে কল্পসম জ্ঞান ক্ষণে। গোপীগণে হয়ে রূঢ় অনুভাব মনে॥
আমা সহ বিহার-সময়ে বৃন্দাবনে। কল্পসম রাত্রি সব ক্ষণার্দ্ধ যে মানে॥
আমার বিচ্ছেদে ক্ষণে কল্পসম জ্ঞান। উদ্ধবেরে কহে কৃষ্ণ এ সব আখ্যান॥

তথাহি (ভা০ ১১।১২।১১)—

তাস্তাঃ ক্ষপাঃ প্রেষ্ঠতমেন নীতা, ময়ৈব বৃন্দাবনগোচরেণ।
ক্ষণার্দ্ধবত্তাঃ পুনরঙ্গ তাসাং, হীনা ময়া কল্পসমা বভূবুঃ॥ ইতি

কৃষ্ণাবির্ভাবকারিত্ব রূঢ়ভাবে হয়। সংভোগ-বিভেদে আগে কহিব নিশ্চয়॥

তথাহি (উ নী ১৪।১৬৯)—

আত্মশব্দাদিহ প্রোক্তা কৃষ্ণাবির্ভাবকারিতা।
সম্ভোগভেদে বিস্পষ্টং সা পুরস্তাৎ প্রবক্ষ্যতে॥ ইতি

এই ত কহিল রূঢ়ভাব-প্রকরণ। এবে কহি অধিরূঢ়-ভাবের লক্ষণ॥

অথ **অধিরূঢ়ঃ**—

রূঢ় উক্ত অনুভাব যতেক প্রকার।
তাহা হৈতে বিশিষ্টতা কোন দশা আর॥

যবে প্রাপ্ত দেখি সেই অনুভাবগণ। অধিরূঢ় মহাভাব কহে বিজ্ঞ জন॥

তথাহি (উ নী ১৪।১৭০)—

রূঢ়োক্তেভ্যোঽনুভাবেভ্যঃ কামপ্যাপ্তা বিশিষ্টতাম্।
যত্রানুভাবা দৃশ্যন্তে সোঽধিরূঢ়ো নিগদ্যতে॥ ইতি

এই ত কহিল অধিরূঢ়ের লক্ষণ। বিশেষ করিঞা কিছু কহিব এখন॥
ব্রহ্মাণ্ড-কোটিগত লোকাতীতময়। ত্রিকালিক সুখ দুঃখ হয়ে যে নির্ণয়॥
সে সকল সুখ দুঃখ বিধির বিধানে। যদি কদাচিত রাশি হয়ে একস্থানে॥
রাধাপ্রেমে উদিত যে সুখ-দুঃখ-সিন্ধু। সে দুই তুলনা নহে তার এক বিন্দু॥

তথাহি শ্রীশিববাক্যম্—

লোকাতীতমজাণ্ডকোটিগমপি ত্রৈকালিকং যৎ সুখং
দুঃখঞ্চেতি পৃথগ্ যদি স্ফুটমুভে তে গচ্ছতঃ কূটতাম্।
নৈবাভাসতুলাং শিবে! তদপি তৎ কূটদ্বয়ং রাধিকা-
প্রেমোদ্যৎসুখদুঃখসিন্ধুভবয়োর্বিন্দেত বিন্দ্বোরপি॥ ইতি

সেই অধিরূঢ় ভাব দ্বিবিধ প্রকার। মোদন, মাদন নাম অতি চমৎকার॥

তথাহি (উ নী ১৪।১৭২)—

মোদনো মাদনশ্চাসাবধিরূঢ়ো নিগদ্যতে ॥ ইতি

তত্র **মোদনঃ**—

উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক রাধামাধব দোঁহার। যে কালে উদয় ভাব 'মোদন' নির্দ্ধার॥

তথাহি (উ নী ১৪।১৭৩)—

মোদনঃ স দ্বয়োর্যত্র সাত্ত্বিকোদ্দীপ্তসৌষ্ঠবম্ ॥ ইতি

অধিরূঢ়ে কহিল যে মোদন-লক্ষণ। সূত্ররূপে কহি কিছু তার বিবরণ॥

বিজৃম্ভিত-স্তম্ভ কলকণ্ঠ-স্বরভঙ্গে। মুকুলিত-পুলক-অঙ্কুর সব অঙ্গে॥

স্বেদ-জল-মুক্তাবলি ফলিত শোভন। উদ্বাষ্প-মরন্দধারা ঝরে অনুক্ষণ॥

যদ্যপি স্তম্ভতা-ভাবে স্থিরতর হয়। বিলাস-কারণে কম্পবান্ অতিশয়॥

রাধাকৃষ্ণ দোঁহার উল্লাস-কল্পদ্রুম। বৃন্দাবনে বিরাজিত শোভা অনুপম॥

তথাহি (শ্রীললিতমাধবে ৮।৯)—

আত্মন্বন্ কলকণ্ঠনাদমতুলং স্তম্ভশ্রিয়োজ্জৃম্ভিতো

ভূয়িষ্ঠোচ্ছলিতাঙ্কুরৈঃ ফলিতবান্ স্বেদাম্বুমুক্তাফলৈঃ।

উদ্যদ্বাষ্পমরন্দভাগবিচলোহপ্যুৎকম্পবান্ বিভ্রমৈ-

রাধামাধবয়োর্বিরাজতি চিরাদুল্লাসকল্পদ্রুমঃ॥ ইতি

হ্লাদিনী শক্তির সুবিলাস প্রিয়বর। যে মোদন হয়ে অতি শোভা মনোহর॥

রাধিকার যূথে সে মোদনভাব লেখি। অন্য যূথেশ্বরী-যূথে কভু নাহি দেখি॥

তথাহি (উ নী ১৪।১৭৬)—

রাধিকাযূথ এবাসৌ মোদনো ন তু সর্ব্বতঃ।

যঃ শ্রীমান্ হ্লাদিনীশক্তেঃ সুবিলাসঃ প্রিয়ো বরঃ॥ ইতি

এই যে কহিল দোঁহার মোদনাখ্যভাব। বিশেষ জানিতে কিছু কহি অনুভাব॥

বৃন্দাবনেশ্বরীর যে ভাব দরশনে। কান্তাগণ সহ কৃষ্ণ ক্ষোভ ধরে মনে ॥

তথাহি (উ নী ১৪।১৭৫)—

প্রেমোরুসম্পদ্বিখ্যাতকান্তাতিশয়িতাদয়ঃ ॥ ইতি

তত্র **সকান্তস্য হরেঃ ক্ষোভকারিতা**—

যথা রাগঃ—

শ্রীরাধিকার ভাব যে মাদন।

কৃষ্ণ-কৃষ্ণকান্তাগণে, করিল যে বিক্ষোভণে, কুরুক্ষেত্রে হঞা প্রকটন ॥ ধ্রু ॥

অত্যদ্ভুত নদীরীতে[১], প্রেমউর্ম্মি প্রকাশিতে, রাধাকৃষ্ণ-সমুদ্র-মিলনে ॥

যত রঙ্গ[২] দরশনে, কৃষ্ণকান্তা-নদীগণে, নিজগর্ব্ব খর্ব্ব করি মানে ॥

ভদ্রা স্তম্ভকরম্বিতা, সরস্বতী নদী যথা, ধারাহীনা কৃষ্ণ-সিন্ধুসনে।

কালিন্দী কৃষ্ণদয়িতা, কলিন্দজা নদী মতা, বাষ্পধারা করয়ে মোচনে ॥

আর দেবী সত্যভামা, নদী যে নর্ম্মদানামা, স্বভাব প্রবাহ-খর্ব্বা হৈলা।

ভীষ্মসুতা যে রুক্মিণী, নদী সুরতরঙ্গিণী, বিবর্ণতা ধারণ করিলা ॥

অত্যন্ত গাম্ভীর্য্যভাজা, তরঙ্গিণীগণ-রাজা, কৃষ্ণসিন্ধু ক্ষোভ ধরে মনে।

অপূর্ব তরঙ্গ হেরি, হন্ত হরি আহা মরি, উদ্ধব করয়ে প্রশংসনে ॥

তথাহি (উ নী ১৪।১৭৭)—

হন্ত স্তম্ভকরম্বিতা ভুবি কুরোর্ভদ্রা সরস্বত্যভূদ্
বাষ্পং ভাস্করজা মুমোচ তরসা সত্যাভ্রমন্নর্ম্মদা।
ভেজে ভীষ্মসুতা চ বর্ণবিকৃতিং গাম্ভীর্য্যভাগপ্যসৌ
কৃষ্ণোদন্বতি রাধিকাদ্ভুতনদীপ্রেমোর্ম্মিভিঃ সংবৃতে ॥ ইতি

১। নারীরীতে—খ ; ২। যে তরঙ্গ—খ

যথা রাগঃ—

মোদন-মাধুরী রাধিকার।

অতিপ্রেম-বিভূষিতা, কান্তাগণ যে বিখ্যাতা, অতিক্রমকারী তাসভার ॥ ধ্রু ॥

হর-অর্দ্ধ-অঙ্গ খ্যাতি, গিরিজা যে পার্ব্বতী, অদ্বিতীয়া নিজকান্ত সনে।

কৃষ্ণচন্দ্র সহ রাসে, অদ্বিতীয়া পরকাশে, তার গর্ব্ব করিল হরণে ॥

নারায়ণ-হৃদি স্থিতা, কান্তা লক্ষ্মী সুবিখ্যাতা, বিলসয়ে সখ্যতা বিধানে।

কৃষ্ণসহ সম্মিলনে, প্রেমরস আলাপনে, খর্ব্ব করে সে সখ্যতা গুণে ॥

কৃষ্ণচিত্ত-মধুকর, রহে যে পদ্মিনী পর, সত্যভামা সৌভাগ্য অধিকা।

খর্ব্ব করি নিজগুণে, করে কান্ত আকর্ষণে, যাঁহার সৌভাগ্য সর্ব্বাধিকা ॥

কৃষ্ণচন্দ্র-প্রিয়তমা, চন্দ্রাবলী অনুপমা, মাধুর্য্য প্রকাশি বিলসয়ে।

তাঁহারে আক্ষেপ করি, যার অঙ্গ সুমাধুরী, গুণ সর্ব্বোপরি বিরাজয়ে ॥

অনুরাগ রাধিকার, প্রেমরত্ন গুণাধার[১], স্বভাব-লহরী-প্রসারণে।

সভারে আক্ষেপ করি, দেখ রুদ্ধ কৈল হরি, উদ্ধব করয়ে দরশনে ॥

তথাহি (উ নী ১৪।১৭৮)—

অদ্বৈতাদ্গিরিজাং হরার্দ্ধবপুষং সখ্যাৎ প্রিয়োরঃস্থিতাং
লক্ষ্মীমচ্যুতচিত্তভৃঙ্গ-নলিনীং সত্যাং চ সৌভাগ্যতঃ।
মাধুর্য্যান্মধুরেশজীবিতসখীং চন্দ্রাবলীঞ্চ ক্ষিপন্
পশ্যারুন্ধ হরিং প্রসার্য্য লহরীং রাধানুরাগাম্বুধিঃ ॥ ইতি

শ্রীরাধার মহাভাব বিশেষ মোদনে।
বিচ্ছেদ-দশাতে পুন হয়ে সে **মোহনে** ॥
যে বিরহ বিবশ হইতে অতিশয়। সুদ্দীপ্ত সাত্বিক ভাব সব অঙ্গে হয় ॥

১। গণাধার—খ;

তথাহি (উ নী ১৪।১৭৯)—

মোদনোঽয়ং প্রবিশ্লেষদশায়াং মোহনো ভবেৎ।
যস্মিন্ বিরহবৈবশ্যাৎ সূদ্দীপ্তা এব সাত্ত্বিকাঃ॥ ইতি

এই মত মোহনের কহিল লক্ষণ। বিশেষ করিঞা কিছু কহি যে এখন॥
অতিশয় কম্পে বাজ্য করয়ে দশনে। কণ্ঠে স্বরভঙ্গ অতি গদ্গদ বচনে॥
স্বেদজল কত শত ধারা প্রকাশিঞা। গোকুলমণ্ডলে বহি যায় নদী হঞা॥
প্রবল পুলকে অঙ্গ কণ্টকিত হয়ে। যাহাতে কণ্টকিফল নিন্দন করয়ে॥
কৃষ্ণঘন-রাগরাশি স্বপনে রাধিকা। অরুণতা অঙ্গে হয়ে শ্বেতবর্ণাধিকা॥

তথাহি (উ নী ১৪।১৮০)—

উদ্যদ্বেপথুবাজ্যমানদশনা কণ্ঠস্থলান্তর্লুঠ-
জ্জল্পা গোকুলমণ্ডলং বিদধতী বাষ্পৈর্নদীমাতৃকম্।
রাধা কণ্টকিতেন কণ্টকিফলং গাত্রেন ধিক্‌কুর্ব্বতী
চিত্রং তদ্‌ঘনরাগরাশিভিরপি শ্বেতীকৃতা বর্ত্ততে॥ ইতি

কৃষ্ণের বিয়োগে ঐছে হয়েন মোহনে। বিশেষে কহিব অনুভাব বিলক্ষণে॥
অন্যকান্তা-আলিঙ্গনে কৃষ্ণ যদি রহে। সে ভাবস্মরণে মূর্চ্ছা রাধিকা বিরহে॥
আপন অসহ্য দুঃখ স্বীকার করিঞা। কামনা করেন কৃষ্ণসুখের লাগিয়া॥

যে ভাব কটুতা তীব্র করিঞা দর্শনে।
ব্রহ্মাণ্ডনিবাসী অতিক্ষোভ ধরে মনে॥

যে ভাব উৎকণ্ঠা গান করিঞা শ্রবণ। পশুপক্ষী সকলেই করয়ে রোদন॥
অত্যন্ত বিচ্ছেদে মৃত্যু-স্বীকারকরণে। গাঢ় প্রেমভরে প্রিয়সঙ্গতৃষ্ণা মনে॥
জলে স্থলে দরপণে অনিলে গগনে। নিজ পঞ্চভূত-লয় মানে স্থানে স্থানে॥
দিব্যোন্মাদ আদি অনুভাবগণ হয়। অধিরূঢ় মোহনে বিদ্বান্ সব কয়॥

তথাহি (উ নী ১৪।১৮১—১৮২)—

অত্রানুভাবা গোবিন্দে কান্তাশ্লিষ্টেঽপি মূর্চ্ছনা।
অসহ্যদুঃখস্বীকারাদপি তৎসুখকামতা॥
ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভকারিত্বং তিরশ্চামপি রোদনম্।
স্বভূতৈরপি তৎসঙ্গতৃষ্ণা মৃত্যুপ্রতিশ্রবাৎ।
দিব্যোন্মাদাদয়োঽপ্যন্যে বিদ্বদ্ভিরনুকীর্ত্তিতাঃ॥ ইতি

এই ত মোহনভাব সর্ব্বত্র না হয়। বৃন্দাবনেশ্বরীতেই করয়ে উদয়॥

অথ (উ নী ১৪।১৮৩) —

প্রায়ো বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাং মোহনোঽয়মুদঞ্চতি।
সম্যগ্বিলক্ষণং যস্য কার্য্যং সঞ্চারিমোহতঃ॥ ইতি

রাধাকৃষ্ণ দোঁহাকার ভাব যে মোহন। বিশেষএ ক্রমে ক্রমে কহিব এখন॥

তত্র কান্তাশ্লিষ্টেঽপি হরৌ মূর্চ্ছাকারিত্বম্ –

রত্নাকরমাঝে সাজে দ্বারাবতী পুরী। নানারত্নময় অতি শোভা মনোহারী॥
তথি অতিউচ্চ দীপ্ত মন্দির সুঠান। নানা যে বিচিত্র মণিগণ নিরমাণ॥
সে রত্নের কান্ত্যে কিবা প্রতিবিম্বে করি। নানা চিত্রময় হয়ে সমুদ্রমাধুরী॥
সে মন্দিরমাঝে চিত্র শয্যা বিরচিত। তঁহি বিলসয়ে কৃষ্ণ রুক্মিণীসহিত॥
আলিঙ্গনে প্রবল পুলক অঙ্গে হয়। তথাপি কৃষ্ণের চিত্তে নহে সুখোদয়॥
শীতল যমুনার তীরে বাণীর-কুঞ্জেতে। রাধা-কেলিভর-পরিমল-স্মরণেতে॥
কান্তা-আলিঙ্গিত সেই শয্যার উপরি। স্পন্দনবিহীন মূর্চ্ছাপন্ন সে মুরারি॥
উমাপতিধর নামা কবির বচনে। সেই মূর্চ্ছা করু বিশ্বজীবন-রক্ষণে॥

তথাহি (পদ্যাবল্যাম্ ৩৭১)—

রত্নচ্ছায়াচ্ছুরিতজলধৌ মন্দিরে দ্বারকায়া,
রুক্মিণ্যাপি প্রবলপুলকোদ্ভেদমালিঙ্গিতস্য।

বিশ্বং পায়ান্মসৃণযমুনাতীরে বাণীরকুঞ্জে
রাধাকেলীভরপরিমলধ্যানমূর্চ্ছা মুরারেঃ ॥ ইতি

বৃন্দাবনকুঞ্জে রাধার ভাব যে মোদন। বিয়োগে সে ভাবে কৃষ্ণে করিল মোহন ॥
কান্তাশ্লিষ্টে মূর্চ্ছা যেই করিল বর্ণনে। এবে কহি রাধিকার ভাব যে মোহনে ॥

অসহ্যদুঃখস্বীকারাৎ তৎসুখকামতা –

অসহ্য যে দুঃখ তাহা করিঞা সহন। প্রিয়-সুখ কামনা করয়ে ব্যগ্রমন ॥
বিরহকাতর অতিমোহ-নিমগনে। সখীর সমাজে রাধা কহেন বচনে ॥
যবে ব্রজে আগমন করিবে মুকুন্দ। তবে মো সভার হয়ে প্রবল আনন্দ ॥
তাহাতে যদি বা অল্প ক্ষতি হয় তাঁর। তবে আগমনে কাজ নাহি মো সভার ॥
তাঁর অদর্শনে এই বিচ্ছেদদশাতে। অতি বড় আর্ত্তি হবে মো সভার চিতে ॥
তাহে যদি অতিসুখ হয়ে পিয়ামনে। তবে সে নগরে রহু, না করু গমনে ॥

তথাহি (উ নী ১৪।১৮৫)—

স্যান্নঃ সৌখ্যং যদপি বলবদ্‌গোষ্ঠ প্তে মুকুন্দে
যদ্যল্পাপি ক্ষতিরুদয়তে তস্য মাগাৎ কদাপি।
অপ্রাপ্তেঽস্মিন্ যদপি নগরাদার্ত্তিরুগ্রা ভবেন্নঃ
সৌখ্যং তস্য স্ফুরতি হৃদি চেত্তত্র বাসং করোতু ॥ ইতি

দুঃখেত তৎসুখবাঞ্ছা কহিল মোহনে। ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভকারিতা কহিব এখনে ॥

অথ **ব্রহ্মাণ্ড-ক্ষোভকারিত্বম্** –

কৃষ্ণের বিচ্ছেদে রাধা হয়েন বিহ্বলা। অন্তরে প্রবল প্রেম, ধরে অতি জ্বালা ॥
তাহার নিঃশ্বাসধূম করিঞা ভ্রমণ। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল করয়ে বিক্ষোভণ ॥
যে ধূম-তীব্রতা অতি অসহ্য কারণ। নৃলোক সকল দুঃখে করয়ে রোদন ॥
পাতালে কটুতা ধূম করি' প্রবেশনে। ব্যাকুল করিল সব বিষধরগণে ॥

পুন সে বিচ্ছেদ-ধূম স্বর্গ-আগমনে। স্বেদাক্ত[1] করিল সব বৃন্দারকগণে॥
তবে উর্দ্ধগতি ধূম পরম প্রবল। বৈকুণ্ঠনিবাসি-নেত্রে ঝরাইল জল॥
যদ্যপি ব্রহ্মাণ্ড হয়ে পূর্ণানন্দময়। রাধিকা-বিচ্ছেদে ক্ষোভ ধরে অতিশয়॥
তবে সে কটুতাধূমে ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল। অন্তর্বাহ্য অজাণ্ডসকল আর্ত্ত কৈল॥
হেন চিত্র মহাভাব বিকার-দর্শনে। বিমোহিতা সখী কৃষ্ণে করে নিবেদনে॥

তথাহি (উ নী ১৪।১৮৬)—

নারং চুক্রোশ চক্রং ফণিকুলমভবদ্ব্যাকুলং স্বেদমূহে
বৃন্দং বৃন্দারকাণাং প্রচুরমুদমুচন্নশ্রু বৈকুণ্ঠভাজঃ।
রাধায়াশ্চিত্রমীশ! ভ্রমতি দিশি দিশি প্রেমনিঃশ্বাসধূমে
পূর্ণানন্দেঽপ্যুষিত্বা বহিরিদমবহিশ্চার্ত্তমাসীদজাণ্ডম্॥ ইতি

ব্রহ্মাণ্ড ক্ষোভিল যাঁর নিঃশ্বাসের ধূমে। সে মোহন ভাব কহি তার কথা ক্রমে
কৃষ্ণের বিচ্ছেদে অতি তাপ যেই হয়। মোহযুতা হঞা রাধা সখীগণে কয়॥
হরির বিরহজ তাপজ্বালা অতিশয়। বাড়বাগ্নি হৈতে তীব্র কটুতা যে হয়॥
দুর্ব্বল হৃদয়ে মোর কিরূপে সহয়। না জানিয়ে জ্বলিয়া ভস্ম কেনে নয়॥
যে তাপ-ধূমের ছটা হৃদয় হইতে। যদি কদাচিৎ বাহ্যে পায় নিকসিতে॥
তবে শুন সখী যত ব্রহ্মাণ্ডের গণে। সেই জ্বালা অতিশয় করয়ে দহনে॥

তথাহি (উ নী ১৪।১৮৭)—

ঔর্ব্বস্তোমাৎ কটুরপি কথং দুর্ব্বলেনোরসা মে
তাপঃ প্রৌঢো হরিবিরহজঃ সহ্যতে তন্ন জানে।
নিষ্ক্রান্তা চেদ্ভবতি হৃদয়াদ্যস্য ধূমচ্ছটাপি
ব্রহ্মাণ্ডানাং সখি! কুলমপি জ্বালয়া জাজ্বলীতি॥ ইতি

১। স্বেদাঙ্গ ক, খ।

ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভকারিতা কহিল মোহনে। এখনে কহিব পশুপক্ষীর রোদনে॥

অথ **তিরশ্চামপি রোদনম্**—

যবে মধুপুরী হরি করিল গমন। অত্যন্ত বিরহ-আর্ত্তা হৈলা গোপীগণ॥
কৃষ্ণ-আগমন-আশে ধরয়ে জীবন। দিব্যোন্মাদ চেষ্টা অতি উদ্ঘূর্ণা লক্ষণ॥
তারপরে উদ্ধব আইল ব্রজপুরে। কৃষ্ণের সন্দেশে শোক দূর করিবারে॥
মিলন হইল যবে উদ্ধব সহিতে। **চিত্রজল্প** ভাব দশা হৈল রাধিকাতে॥
কৃষ্ণ আসিবেন কহি' করিল গমন। দুঃখে সেই আশে প্রাণ ধরে গোপীগণ॥

তা সভার চেষ্টা শুনি কৃষ্ণ দুঃখী হৈলা।
কার্য্য-অনুরোধে ব্রজে আসিতে নারিলা॥

কৃষ্ণচন্দ্র দ্বারাবতী করিলা গমন। একথা শুনিল যবে ব্রজবধূগণ॥
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন পড়ি গেল মুণ্ডে তবে তা সভার দুঃখ না ধরে ব্রহ্মাণ্ডে॥
রাধিকার অধিরূঢ় ভাব যে মোহন। মহাভাব বিরহে সে অতি বিমোহন॥
কান্ত-অনুরূপ বেশে পীতবাস ধরে। অতিবিমোহিতা কৃষ্ণাবেশে লীলা করে॥
কৃষ্ণচন্দ্র যে যে লীলা কৈলা বৃন্দাবনে। সেখানে সে লীলা করে সখীগণসনে॥
কালিন্দী সমীপ কুঞ্জ বঞ্জুল যে লতা। আলম্বন করি' চিত্তে অতি উৎকণ্ঠিতা॥
অতিশয় অশ্রুজলে ভরিল নয়ন। গদগদস্বরে উচ্চ করয়ে রোদন॥
তাহা জল-স্থল-চারি-পশুপক্ষিগণ। সে রোদন শুনি' উচ্চ করয়ে রোদন॥
কে কহিতে পারে রাধার সে ভাব মোহন। পশুপক্ষিগণ যাতে করয়ে রোদন॥

তথাহি (পদ্যাবল্যাম্ ৩৭৩)—

যাতে দ্বারবতীপুরং মধুরিপৌ তদ্বস্ত্রসংব্যানয়া
কালিন্দীতটকুঞ্জ-বঞ্জুললতামালম্ব্য সোৎকণ্ঠয়া।
উদ্গীতং গুরুবাষ্পগদ্গদগলত্তারস্বরং রাধয়া
যেনান্তর্জলচারিভির্জলচরৈরপ্যুৎকমুৎকূজিতম্॥ ইতি

এই ত কহিল পশুপক্ষীর রোদনে। প্রিয়সঙ্গতৃষ্ণা কহি মৃত্যু-স্বীকরণে ॥

অথ **মৃত্যুস্বীকারাৎ স্বভূতৈরপি তৎসঙ্গতৃষ্ণা**—

পিয়া বিনু হিয়া আর না যায় ধারণ। নিচয়ে জানিলুঁ এবে হইব মরণ ॥
তবে এই তনু মোর পঞ্চতাকে যাবে। পঞ্চভূত নিজ নিজ অংশিতে মিলিবে ॥
পিয়া-দরশন-পরশনে অবিরাম। বর মাগোঁ বিহি-পায় করি' পরণাম ॥
যে যে সরোবরে পিয়া করয়ে সিনানে। তাঁহা তাঁহা হব জল শীতল-বিধানে ॥
যেই ত মুকুরে পিয়া হেরয়ে বদন। তাহাতে হইব অতি উজ্জ্বল কিরণ ॥
যেখানে ভ্রমই পহুঁ শ্যামল সুন্দর। তদুপরি গগন হইব মনোহর ॥
যেখানে ধরয়ে পিয়া চরণ-দুখানি। সেখানে এতনু মোর হউক ধরণী ॥
যেইত বীজনে অঙ্গে করয়ে বীজন। তাহাতে হইব মৃদু মৃদু সুপবন ॥
দূরে রহু এ বিরহ-দহন-হুতাশ। পিয়া দরশন পরশনে পুরু আশ ॥

তথাহি (পদ্যাবল্যাম্ ৩৩৬)—

পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূতনিবহাঃ স্বাংশে বিশন্তু স্ফুটং
ধাতারং প্রণিপত্য হন্ত ! শিরসা তত্রাপি যাচে বরম্।
তদ্বাপীষু পয়স্তদীয়মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়াঙ্গন-
ব্যোম্নি ব্যোম তদীয়বর্ত্মনি ধরা তত্তালবৃন্তেঽনিলঃ ॥ ইতি

বিচ্ছেদে মোহন ভাবে মোহাপন্ন চিতে। ব্যতিক্রমে কহিল যে পঞ্চতত্ত্বরীতে ॥
মোহনের এই অনুভাব-বিবরণে। পদরূপে কহিব যে সাধুর লিখনে ॥

তথাহি পদং (শ্রীগান্ধার)—

যাহাঁ পহুঁ অরুণ চরণে চলি যাত। তাঁহা তাঁহা ধরণী হোওব মঝু গাত ॥
যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ। হাম ভরি সলিল হোউ তঁহি মাহ ॥
এ সখি ! বিরহ মরণ নিরদ্বন্দ্ব। ঐছন মিলই যব গোকুলচন্দ ॥ ধ্রু ॥

যো দরপণে পহুঁ নিজমুখ চাহ। মঝু অঙ্গজ্যোতি হোউ তথি মাহ॥
যো বীজনে পহুঁ বীজই গাত। মঝু অঙ্গ তাহে হউ মৃদুবাত॥
যাহাঁ পহুঁ ভরময়ে জলধর শ্যাম। মঝু অঙ্গ-গগন হোউ সোই ঠাম॥
গোবিন্দ দাস কহ কাঞ্চন গৌরি! সো মরকত তনু তোহে কিয়ে ছোরি॥

মহাভাবে ঐছে অনুরাগোদয় হয়। যাবৎ আশ্রয়-বৃত্তি ভাবের নির্ণয়॥

তথাহি পদম্—

হৃদয় ফাটিয়া মোর নিকসে পরাণি। না পাইলু বন্ধুর দেখা রহিল পোড়নী॥
বারাণসী গিয়া মুঞি স্থতলি করিমু। অরুণ তুলহ কর তবে সে পাইমু॥
হইয়া কুসুম-মালা হৃদয়ে থাকিমু। পীতধটি হৈয়া কটিতটে বেঢ়াইমু॥
যাইব হিঙ্গলার দেশ এ তনু দহামু। বিবিধ রতন মালা হইয়া জনমিমু॥
পায়েতে নূপুর হৈমু কটিতে কিঙ্কিণী। দেখিয়া জুড়াবে যেন চান্দমুখখানি॥
সাগর-সঙ্গমে কতবার ঝাঁপ দিমু। পুনঃ পুনঃ জনমিঞা কামনা করিমু॥
হইব বাঁশের বাঁশী সে পিয়ার করে। নিরবধি আস্বাদিমু অরুণ অধরে॥

এই ত মোহন ভাব-দশা বিবরণে। কত কত শত ভাব হয়ে প্রকটনে॥
দিব্যোন্মাদ-নামে ভাব মোহনেই হয়। উদ্ঘূর্ণা চিত্রজল্পাদি যাতে অতিশয়॥
মধুরাখ্য রসে স্থায়িভাব-প্রকরণে। ব্রজদেবীর মহাভাব সদা বিবরণে॥
বর্ণন করিল মহাভাব সভাকার। অধিরূঢ় মোদন মাদন রাধিকার॥
অতিচমৎকার ভাব মোদন-বর্ণনে। বিচ্ছেদে মোহন ভাব দশা বিবরণে॥
দিব্যোন্মাদ দশা আগে করিব কথন। আর যে মাদন ভাব প্রেম-বিলক্ষণ॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশ। শ্রীরসকলিকা কহে নন্দকিশোর দাস॥

ইতি শ্রীরসকলিকায়াং স্থায়িভাব-বিবরণে মহাভাবদশায়াং মোদনকথনং নাম দশম-দলম্॥ ১০

(একাদশ দল)

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
শ্রীগুরুগোসাঞি জয় কৃপা কর মোরে। মো সম পতিত নাহি জগতভিতরে॥
রাধিকার মহাভাব মোদন-কথনে। এই যে মোহন কথা করিল বর্ণনে॥
এবে কহি দিব্যোন্মাদ ভাব-বিবরণ। পশ্চাৎ কহিব যে মাদন-বিলক্ষণ॥

অথ **দিব্যোন্মাদঃ**—

কৃষ্ণের বিয়োগে রাধা প্রেমে বিমোহনে। অনির্ব্বচনীয় কোন দশা প্রকটনে॥
ভ্রমপ্রায় অতি বিচিত্রতা চেষ্টা যবে। নানাভাবময় দিব্যোন্মাদ কহি তবে॥
উদ্‌ঘূর্ণা আখ্যান চিত্রজল্প-বিলক্ষণ। অসংখ্য প্রকার দশা না হয় গণন॥

তথাহি (উ নী ১৪।১৯০—১৯১)—

এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ।
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে॥ ইতি
উদ্‌ঘূর্ণা চিত্রজল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহুধা মতাঃ॥

উদ্‌ঘূর্ণা যে দশা দিব্যোন্মাদে প্রকটয়। আগেত কহিব সেই চেষ্টা ভ্রমময়॥

তত্র **উদ্‌ঘূর্ণা**—

বিলক্ষণ নানা বিবশতা চেষ্টা যার। দিব্যোন্মাদ দশাতে সে উদ্‌ঘূর্ণা নির্দ্ধার॥

তথাহি (উ নী ১৪।১৯১)—

স্যাদ্বিলক্ষণমুদ্‌ঘূর্ণা নানাবৈবশ্য-চেষ্টিতম্॥ ইতি

যেই কালে মথুরানগরে কৃষ্ণ গেলা। গোপীগণ অত্যন্ত বিরহ-আর্ত্তা হৈলা॥
তবে সে উদ্‌ঘূর্ণা দশা হৈল রাধিকার। ললিতমাধবে তৃতীয় অঙ্কে সুবিস্তার॥

তথাহি (উ নী ১৪।১৯৪)—

মথুরানগরং কৃষ্ণে লব্ধে ললিতমাধবে।
উদ্‌ঘূর্ণেয়ং তৃতীয়াঙ্কে রাধায়াঃ স্ফুটমীরিতা॥ ইতি

অত্যন্ত বিস্তার কথা অসহ্য কারণে। সূত্ররূপে কহি কিছু দিগ্‌দরশনে॥
উদ্‌ঘূর্ণা দশাতে চিত্তে নানা ভ্রম হয়। নানা ভাব চেষ্টা ভ্রমে আসি প্রকটয়॥
অশেষ নায়িকাবস্থ চেষ্টা অদ্ভুতা। দেখি কৃষ্ণে কহে সখী অতি যে দুঃখিতা॥
বিচ্ছেদের ভরে রাধা অতি যে মোহিতা। নানা ভ্রমময়ী দিব্যোন্মাদ-ঘূর্ণিতা॥
কভু কুঞ্জগৃহে বাসকসজ্জিতা যে হয়ে। বিলাস-বিভ্রমে শয্যার রচনা করয়ে॥
কভু দরশন-আশে হয়ে উৎকণ্ঠিতা। বিলাপ করয়ে নানা ভ্রমময় কথা॥
অরুণ-মিলিত নীল ঘন যে গগনে। হেরিয়া খণ্ডিতা দশা করিঞা ধারণে॥
তোহারি ভরমে তাহে করিয়া তর্জন। বচন না কহে রহে ফিরিয়া বয়ান॥
ক্ষণেক অন্তরে সেই দশা যবে যায়। অনুতাপ করি প্রেমে করে হায় হায়॥
ক্ষণে কহে অঙ্গবেশ করহ রচনে। মূরুছিত হঞা পড়ে তুয়া অদর্শনে॥
কখন অতি যে অন্ধকার নিদারুণে। অভিসার-ভ্রমবতী ঘুরয়ে অঙ্গনে॥

তথাহি (উ নী ১৪।১৯৩)—

শয্যাং কুঞ্জগৃহে ক্বচিদ্বিতনুতে সা বাসসজ্জায়িতা
নীলাভ্রং ধৃতখণ্ডিতা-ব্যবহৃতিশ্চণ্ডী ক্বচিত্তর্জ্জতি।
আঘূর্ণত্যভিসার-সম্ভ্রমবতী ধ্বান্তে ক্বচিদ্দারুণে
রাধা তে বিরহোদ্‌ভ্রমপ্রমথিতা ধত্তে ন কাং বা দশাম্॥ ই

কভু প্রলাপয়ে প্রাণনাথ গেলা কতি। ক্ষণে বিলাপয়ে সুকরুণ স্বরে অতি॥
কাঁহা ব্রজরাজ-কুলচান্দ সুশোভন। কামার্ক-প্রতপ্ত কুমুদিনীর জীবন॥
কাঁহা সে সুঠান শিখি-চন্দ্রক-ভূষণ। হাহা কাঁহা প্রাণনাথ মুরলীবদন॥

কাঁহা ইন্দ্রনীলমণিদ্যুতি মনোহর। কাঁহা নবঘন-তনু পীতবাসধর ॥
কাঁহা রাসবিলাসী নাগর সুমোহন। কাঁহা সে অপূর্ব্বগতি মদনমোহন ॥
কাঁহা রসসুধা-নিধি না পাঙ দর্শন। ধিক্ রহু বিধিরে যে করে বিড়ম্বন ॥
রজনী-সময়ে ভ্রমে হয়ে দিবা জ্ঞান। দিবস-ভিতরে কভু রজনী-বিজ্ঞান ॥
এই মত নানা ভ্রমদশা-প্রকটন। সংক্ষেপে কহিল সব না যায় বর্ণন ॥

তথাহি (শ্রীললিতমাধবে ৩।২৫)—

ক্ব নন্দকুলচন্দ্রমাঃ ক্ব শিখিচন্দ্রকালঙ্কৃতিঃ,
ক্ব মন্দ্রমুরলীরবঃ ক্ব নু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ ?
ক্ব রাসরসতাণ্ডবী ক্ব সখি ! জীবরক্ষৌষধি-
নিধির্ম্ম সুহৃত্তমঃ ক্ব বত হন্ত হা ধিগ্‌বিধিম্ ॥ ইতি

এই যে উদ্‌ঘূর্ণা দশা করিল বর্ণনে। পদরূপে কহি কিছু সাধুর লিখনে ॥

তথাহি পদম্—

তরুণ অরুণ, সিন্দূর বরণ, নীলগগনে হেরি।
তোহারি ভরমে, তা সঞে রোখই, মানিনী বদন ফেরি ॥
প্রাণসহচরি, চরণে সাধই, কানু মানায়বি তোই।
মুদিত নয়নে, কহত মাধব, কাঁহে না মিলল সোই ॥

কানু হে রাইক ঐছন কাজ।

আট পহরে, তো বিনু সাজই, আটহু নায়িকা সাজ ॥ ধ্রু ॥
হংস গুঞ্জিতে, উমতি ধাবই, তোঁহারি নূপুর মানি।
হাসি আভরণ, অঙ্গে চড়ায়ই, শেজ বিছাঅই আনি ॥
নীল নিচোল, সঘনে মাগই, নিবিড় তিমির হেরি।
যুমল তো সঞে, কহই ঐছন, বেশ বনাঅহ মোরি ॥

কোকিল-রবে, চমকি উঠই, নিয়ড়ে না হেরি ভোরি।
সোঙরি মথুরা, গমন তোহারি, ঘুরই পড়লি গোরি ॥
নিঝর নয়নে, সব সখীগণে, খোঁজত বহে না শ্বাস।
তোঁহারি চরণে, এ সব কহিতে, ধাওত গোবিন্দ দাস ॥

অথ **চিত্রজল্প**—

কৃষ্ণ বলরাম যবে মধুপুরী গেলা। কংস-বধ করি উগ্রসেনে রাজা কৈলা ॥
নন্দ আদি ব্রজবাসিগণের বিদায়। যেরূপে করিল তাহা কহনে না যায় ॥
আশ্বাস করিল—সভে যাহ ব্রজপুরে। আমিহ আসিব তোমা সভা দেখিবারে ॥
ব্রজবাসিগণ প্রেমে রোদন করিঞা। ব্রজে আইলেন অতি শোকাকুল হৈয়া ॥
কৃষ্ণবলরাম বসুদেবের মন্দিরে। ক্ষত্রিয়-উচিৎ ক্রিয়া করে মধুপুরে ॥
বিরহ-সায়রে মগ্ন ব্রজবাসিগণে। মথুরা-পত্তন দেখি স্মৃতি কৃষ্ণমনে ॥
ব্রজপ্রেম-স্মরণে অত্যন্ত আর্ত্ত হৈল। উদ্ধব-দর্শনে মনে সম্বরণ কৈল ॥
সকল সন্দেশ বার্ত্তা কহিঞা তাহারে। পাঠাইল ব্রজে আশ্বাসিতে সভাকারে ॥
কৃষ্ণ-বার্ত্তা লঞা ব্রজে করিয়া গমন। নন্দ যশোমতী সহ করিল মিলন ॥
সে সকল কথা অতিশয় সুবিস্তার। বর্ণন করিতে গ্রন্থ-বাহুল্য অপার ॥
নন্দ যশোমতী সহ কথোপকথনে। আশ্বাস করিতে রাত্রি প্রভাত বিহানে ॥
ত্বরায় উঠিয়া নিত্যকৃত্য সমাপিয়া। ব্রজবধূগণ সহ মিলিল আসিয়া ॥
কৃষ্ণ-অনুচর রূপ অপূর্ব্ব-দর্শন। করিতে জানিল কৃষ্ণ-দূত বিলক্ষণ ॥
কৃষ্ণ-প্রিয়তম ইহো উদ্ধব জানিয়া। সম্মানিল যথাযোগ্য আসনাদি দিয়া ॥
তেজিয়া লৌকিক আচার লোক-চেষ্টাময়। উদ্ধবসহিতে প্রেম-আলাপ করয় ॥
প্রগাঢ় প্রণয় কৃষ্ণে হয় তাসভার। ব্যাজস্তুতি নিন্দাবাক্যে করে তিরস্কার ॥
সুবিদগ্ধাচার্য্য বিচক্ষণ শিষ্য পাঞা। তোমা পাঠাইল ব্রজে প্রবোধ লাগিয়া ॥
কহিতে কহিতে অতি উপজিল মান। সহেতু নির্হেতু প্রেম করয়ে বাখান ॥

পুষ্পভৃঙ্গ-ব্যপদেশে দৃষ্টান্ত করিয়া। স্বসৌন্দর্য্য-সৌরভাদিগুণ প্রকাশিয়া॥
প্রয়োজন-সদ্ভাবেহো প্রণয়-বিহীন। চঞ্চল ষট্‌পদ-সম রসজ্ঞ প্রবীণ॥
এই মত ছলে কৃষ্ণে ভর্ৎসন করিয়া। কহিল সহেতু মৈত্রী সব বিশেষিঞা॥
যৌবন-অভাবে অন্য কান্তাতে যে কান্ত। সহেতু-সদ্ভাবে ত্যাগ করে অতিভ্রান্ত॥
পুষ্পের দাক্ষিণ্য-গুণে আঘাত করিঞা। ব্যভিচার রতির প্রণয়-দোষ দিয়া॥
আপন বাম্যতাগুণ কহি ব্যপদেশে। তদেক-নিষ্ঠতা কত কত মত ভাষে॥
বাল্যকাল হইতে নিরুপাধি প্রেম তাতে। তথাপিহ ত্যাগ করি রহে মথুরাতে॥
এইমত কহিতে কহিতে গোপীগণে। তীব্রোৎকণ্ঠা কৃষ্ণগত বাক্যকায়মনে॥
লজ্জা ত্যাগ করি' উচ্চ রোদন করিঞা। গান করে প্রিয়কর্ম্ম সকল স্মরিঞা॥
কৈশোর-পৌগণ্ড-বাল্য-লীলা, গুণ আর। নিরুপাধি প্রেমে উদ্ধবের চমৎকার॥
মথুরা-নাগরী-সঙ্গে কৃষ্ণ লীলা করে। স্মরণে রাধিকা মান ধরিলা অন্তরে॥
হেনকালে তাঁহা এক মধুপ আইল। তারে দেখি, কৃষ্ণ-দূত করিয়া মানিল॥
কত কত ভাব দশা করিল উদয়। দিব্যোন্মাদবতী সে রাধিকা প্রজল্পয়॥
গূঢ় রোষ-বিজৃম্ভিত হঞা যে জল্পন। দিব্যোন্মাদে সেই চিত্রজল্প-নিরূপণ॥
তথাহি (উ নী ১৪।১৯৫)—

প্রেষ্ঠস্য সুহৃদালোকে গূঢ়রোষাভিজৃম্ভিতঃ।
ভূরিভাবময়ো জল্পো যস্তীব্রোৎকণ্ঠিতান্তিমঃ॥ ইতি

প্রলাপ, পরিজল্পিত, বিজল্প আখ্যান। উজ্জল্প, সংজল্প, অবজল্প-অভিধান॥
ক্রমে অভিজল্পিত, আজল্প, প্রতিজল্প। সুজল্প যে দশ অঙ্গ হয়ে চিত্রজল্প॥
সেই চিত্রজল্প দশ অঙ্গ ভাগবতে। দশমে প্রকটীকৃত ভ্রমর-গীতাতে॥
তথাহি (উ নী ১৪।১৯৬—১৯৭)—

চিত্রজল্পো দশাঙ্গোঽয়ং প্রজল্পঃ পরিজল্পিতম্।
বিজল্পোজ্জল্পসংজল্পা অবজল্পোঽভিজল্পিতম্॥

আজল্পঃ প্রতিজল্পশ্চ সুজল্পশ্চেতি কীর্ত্তিতাঃ।
এষ ভ্রমরগীতাখ্যো দশমে প্রকটীকৃতঃ॥

যদ্যপিহো সুদুস্তর চমৎকারকারী। অসংখ্য-ভাব-বৈচিত্রী-তরঙ্গতা-ধারী॥
কহনে না যায় হেন চিত্রজল্প দশা। তথাপি কহিব অল্প মনে করি' আশা॥

তথাহি (উ নী ১৪।১৯৮)—

অসংখ্যভাববৈচিত্রী চমৎকৃতিসুদুস্তরঃ।
অপি চেচ্চিত্রজল্পোঽয়ং মনাক্ তদপি কথ্যতে॥ ইতি

প্রজল্পাদি নাম চিত্রজল্পের লক্ষণ। করিয়া কহিব কিছু দশা নিরূপণ॥

তত্র **প্রজল্পঃ** (উ নী ১৪।১৯৯)—

অসূয়ের্ষ্যামদযুজা যোঽবধীরণমুদ্রয়া।
প্রিয়স্যাকৌশলোদ্গারঃ প্রজল্পঃ স তু কীর্ত্তিতে॥

অসূয়া-প্রযুক্ত ঈর্ষ্যাভাবগত চিতে। অহঙ্কারোদ্গারে যে অবধীরণ-মুদ্রাতে॥
শেষে যে করয়ে প্রিয়ে অকৌশলোদ্গার।
চিত্রজল্পে প্রজল্প আখ্যান হয় তার॥

তথাহি (ভা ১০।৪৭।১২)—

মধুপ ! কিতববন্ধো ! মা স্পৃশাঙ্ঘ্রিং সপত্ন্যাঃ
কুচবিলুলিতমালাকুঙ্কুমশ্মশ্রুভির্নঃ।
বহতু মধুপতিস্তন্মানিনীনাং প্রসাদং
যদুসদসি বিড়ম্ব্যং যস্য দূতস্ত্বমীদৃক্॥

যথারাগঃ—

স্বপদ-কমল, সৌরভ চঞ্চল, ভ্রমত ভ্রমর হেরি।
তঁহি প্রজল্পতি, দিব্যোন্মাদবতী, শ্রীবৃষভানুকুমারী॥

তুমিত মধুপ, মধুপুরাধিপ, তোমারে সে দূত কৈল।
পীতাম্বর-সখ, প্রেমা সুমূরখ ব্রজপুরে কেনে আইল ॥ ধ্রু
শুনহে মধুপ, মধুরার্ত্তজন-বন্ধু[১], তোরে নিবেধিয়ে আমি।
কিতব-বচনে, মো সভা-চরণে, পরশ না কর তুমি ॥
যদি কর মনে, হেন কহ কেনে, কৃষ্ণের ধূর্ত্ততা কিবা।
সেই ত কারণ, কহিব এখন, সাবধানে মন দিবা ॥
বৃন্দাবনে রাসে, আপনি সে ভাষে, মুঞি ত সভার ঋণী।
গমনের কালে, দূত-দ্বারে বোলে, ত্বরিতে আসিব আমি ॥
এতেক কহিয়া, রহে পাসরিয়া, প্রবঞ্চক অতিশয়।
অতএব তারে, ধূর্ত্ত কহি' তোর বৃথা দুঃখ উপজয় ॥
এত সব শুনি, বন্ধু-দোষ মানি, পুনরপি যদি কহ।
তোমার চরণে, করিতে প্রণাম, কি কারণে নিষেধহ ॥
তবে যে বচন, কহি তাহা শুন, পুষ্পরসে মাতোয়াল।
মদ্যপ-সদৃশ, তোমার পরশ, কখন না হয় ভাল ॥
পরশিলে মাত্র, হৈব অপবিত্র, এ লাগি কহিয়ে তোরে।
যদি নমস্কারে, থাকে প্রয়োজন, তবে কর যাই দূরে ॥
যদি কহ অয়ি, কৃষ্ণপ্রিয়ে ময়ি, মিথ্যা অপবাদ দেহ।
পুষ্পরস খাই, কভু তুষ্ট নহি, মাতাল কেমনে কহ ॥
তাহার কারণ, কহিব এখন, শুনি' বিচারহ মনে।
পরিবাদ নহে, সহজ কহিয়ে, মাতাল-সমান গুণে ॥
সপত্নী-কুচেতে, কৃষ্ণ-বক্ষঃকৃত, বিলুলিতা যেই মালা।
কুচযুগে করি, কৃষ্ণ-বক্ষোপরি, কিবা বিমর্দ্দিত ভেলা ॥

১। ধূর্ত্তজনবন্ধু—খ ;

তাতে সব কুচ- কুঙ্কুম-সংযুত, মালার সৌরভ পাঞা।
তার মধুপানে, হঞা মাতোয়াল, এথা আইলা দূত হৈঞা॥
সেই ত কুঙ্কুম, চিহ্ন পীতসম, দেখিয়ে যে তুয়া মুখে।
ও মুখে চরণে, ছুইবে কেমনে, তেঞি নিষেধিয়ে তোকে॥
আমরা মানিনী, এত তত্ত্ব জানি, প্রসাদন লাগি আইলে।
সে কুচ-কুঙ্কুম, বিনা প্রক্ষালনে, ন বুঝিয়া দূত হৈলে॥
বিবেক-অভাবে, হেন কৈলে যবে, সে মদ্যপান-লক্ষণে।
তোর দরশনে, বাঢ়ে আর মানে, বিচারি' দেখহ মনে॥
যদি কহ শুন, হও পরসন্ন, যথা তথা হৈয়ে আমি।
শুনহ মধুপ, মদ্যের পালক, মধুপুরে যাহ তুমি॥
নিজ-প্রভুপায়, সে মদ্যপালয়, পিব তাহা নিরবধি।
সে কর্ম্ম-করণে, দূত্য-প্রয়োজনে, তোমার সে হয়ে বিধি॥
যদি কহ মোরে, কৈলে তিরস্কারে, চলি' যাব মধুপুরে।
আপনে আসি, গোপেন্দ্রনন্দন, প্রসাদন করু তোরে॥
তাহার কারণ, কহিব এখন, সে কেন সাধিব মোরে।
নানা সুবন্ধানে, করিত সাধনে, যবে ছিলা ব্রজপুরে॥
ব্রজে ব্রজেশ্বরী- গর্ভজাত হরি, গোপেন্দ্রনন্দন যেঁহো।
ভাগ্যবশ হৈতে, ক্ষত্রিয়-কুলেতে, মধুপতি হৈলা তেঁহো॥
অতএ মানিনী, ক্ষত্রিয়-রমণী, গণের প্রসাদ বহু।
সদা সভাকার, সহিতে বিহার, করি সভা প্রসাদউ॥
মধুস্ত্রী অগণ্যা, রূপগুণধন্যা, সদাই সম্ভোগ করে।
একের সহিতে, বিহার করিতে, অন্যে মনে মান ধরে॥
তার প্রসাদনে, মানবতী আনে, তার প্রসাদন করু।
প্রবাহ-রূপেতে, সভার সহিতে, সে মধুপতি বিহরু॥

তাহাতে এখানে, করিতে গমনে, অবসর নহে তার।
অথবা এখনে, গোপাঙ্গনাগণে, কিবা প্রয়োজন আর॥
যদি কহ পুন, করি নিবেদন, কৃষ্ণপ্রিয়ে দেবি রাধে!
তুমি সেই হরি- প্রিয়া সর্ব্বোপরি, সর্ব সৌভাগ্যের নিধে!!
যদি বা তোমাতে, নহে আর চিতে, তবে কেনে তেঁহো মোরে।
এই ব্রজপুরী, পাঠাইল হরি, প্রসন্ন করিতে তোরে॥
তবে কহি শুন, অতি বিলক্ষণ, যার দূত তোমা হেন।
যাদব-নাগরী, রতিচিহ্ন ধরি, যদুসভা-বিড়ম্বন॥
তাহা সভাকার, পাতিব্রত্য সার, সে কৃষ্ণ করই নাশে।
ব্যক্ত হয়ে যবে, যদুগণে তবে, বিড়ম্বন সবিশেষে॥
কিবা যার দূত, তুমি ঈদৃগ্‌ভূত, যদু-সদসি সদোষে।
যাদব-রমণী, কৃষ্ণভোগ্য জানি, নিন্দা হৈব সব দেশে॥
শেষেত কহত, তুমি যার দূত, ঈদৃশ সে মধুপতি।
মধূনামিতি, মদ্যানাং পতি, মদ্যপ নিশ্চয় অতি॥
যে মদ্য-বিক্ষেপে, তোমা হেন রূপে, ভ্রমরে ত দূত কৈল।
সে হরি যেখানে, যাহ সেইখানে, তোরে এ বচন কৈল॥
কিতবের বন্ধু, মধুপ কহিতে, প্রথমে অসূয়া হৈল।
সপত্নীর কুচ কুঙ্কুম বলিতে, ঈর্ষ্যা তবে উপজিল॥
আমার চরণ, না কর স্পর্শন, এই অহঙ্কার হয়।
মথুরা-নাগরী, গণ প্রসাদউ, মুদ্রাবধীরণে কয়॥
যদু-সদসীতি, বচনে বদতি, প্রিয়ে অকৌশলোদ্‌গার।
চিত্রজল্প হেন, শুন শ্রোতাগণ, প্রজল্প-আখ্যান যার॥
সে নন্দনন্দন, সদা নিমগন, রাধাভাবগুণ-মতি।
এ নন্দকিশোর, দাস তাহি ভোর, সেই ভাব-অনুগতি॥

অথ **মাদনঃ—**

হ্লাদিনী শক্তির অংশ হয় প্রেম নাম। রাধিকাতে দীপ্তিমন্ত মোদন আখ্যান॥
সর্ব্বভাব-উদ্গাম-উল্লাসি যবে দেখি। মাদনাখ্য ভাব তবে পরাৎপর লিখি॥

তথাহি (উ নী ১৪।২১৯)—

সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ।
রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥ ইতি

রতি আদি প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়। রাগ, অনুরাগ যাতে মহাভাব হয়॥

যথারাগঃ—

ভূত ভবিষ্যৎ আর, বর্ত্তমান শ্রেষ্ঠ[১] যার, কোন কালে ক্ষয় নাহি হয়।
এই মত অদভুত, দৃষ্টান্ত কহিব যত, দেখাইল প্রেমার উদয়॥
ভাবচন্দ্র অপূর্ব্ব বর্ণন।
রাধাকৃষ্ণ দোঁহাকার, মাদন যে সর্ব্বসার, সদা আমি করিয়ে স্তবন॥ ধ্রু
অন্য চন্দ্রোদয় যবে, চন্দ্রকান্ত মণি দ্রবে, রজনীতে কিরণ-স্পর্শনে॥
এ চন্দ্র দিন রজনী, হৃদয় যে বিধুমণি, দ্রব করে স্নেহ-প্রকাশনে॥
অন্য চন্দ্র দিনে দিনে, ক্ষয় বৃদ্ধি প্রকরণে, যথাযোগ্য বক্রিমা ধরয়ে।
এহো যদি পূর্ণ নিতি, তথাপি বক্রিমা রীতি, অদভুত মান উল্লাসয়ে॥
অন্য চন্দ্র জগভরি, নিজ রুচি ঘটা করি, রজনী-সাধ্বস ধ্বংস করে।
এ চান্দ রজনী দিনে, নিজ রুচি-প্রসারণে, অসাধ্বস প্রণয় সঞ্চারে॥
আর যে চন্দ্র প্রদোষে, অরুণতা পরকাশে, কল্যাণতা সুবিস্তার করে।
এ চন্দ্র প্রকৃষ্ট দোষে, অপরাধে কিবা রোষে, অরুণতা রাগোল্লাস ধরে॥
সে চান্দ উদয়-ক্রমে, উজ্জ্বলতা ক্ষণে ক্ষণে, নব নব সুষমা ধরয়ে।
এ চান্দ অরুণ ক্রমে, নব নব ক্ষণে ক্ষণে, নব অনুরাগ প্রকাশয়ে॥

১। স্রষ্টা—খ ? ;

মোদনের সহবাসী, সর্ব্বভাবোদয়োল্লাসি, অদ্বিতীয় ভাব শ্রীমাদন।
মহাভাব বিলক্ষণ, পূর্ণচন্দ্র-প্রকটন, জয় জয় মহারসায়ন ॥
পৌর্ণমাসী ভগবতী, কহে নান্দীমুখীপ্রতি, যে ভাবচন্দ্রের দরশনে।
মনোরথ মো সভার, কুমুদিনীবৃন্দ স্ফার, ত্রিজগৎ করে আহ্লাদনে ॥

তথাহি (উ নী ১৪।২২০)—

আস্পৃষ্টৈরক্ষয়িষ্ণুং হৃদয়বিধুমণিদ্রাবণং বক্রিমাণং
পূর্ণস্বেহপ্যুদ্ধহন্তং নিজরুচিঘটয়া সাধ্বসং ধ্বংসয়ন্তম্।
তন্বানং শং প্রদোষে ধৃতনবনবতাস্পদং মাদনত্বা-
দদ্বৈতং নৌমি রাধা-দনুজবিজয়িনোরদ্ভুতং ভাবচন্দ্রম্ ॥

মোদনের পরাবস্থা ভাব যে মোহন। দিব্যোন্মাদ হয়ে চিত্রজল্পাদিলক্ষণ ॥
যগুপি দুর্গম সে অসংখ্য ভাবময়। সর্বকাল নহে, কৃষ্ণ-বিচ্ছেদেই হয় ॥
এই যে কহিল মহাভাব শ্রীমাদন। মোহনের পর নিত্য মহারসায়ন ॥
অদ্বিতীয় মদন-সমান শ্রীমাদন। মদন-সম্বন্ধি যাথে চুম্বনালিঙ্গন ॥
নানা সুখ অনুভব হয়ে প্রতিক্ষণ। অতএব কৃষ্ণের উপাস্য নিত্য হন ॥

যেই ভাব রাধিকাতে নিত্য বিরাজয়ে।
কথনো অন্তরে কথনো বাহ্যে প্রকাশয়ে ॥

অত্যন্ত নির্যাস প্রেমরস-প্রকরণে। মাদনের অনুভাব করিব কথনে ॥
রাধিকা-হৃদয়ে যে মাদনভাবোদয়। ঈর্ষ্যার অযোগ্য স্থানে প্রবলের্ষ্যা হয় ॥
অন্তর্বাহ্যে সদা কৃষ্ণসম্ভোগ-লক্ষণ। তথাপি তদ্গন্ধমাত্রাধারের স্তবন ॥
আর যত দুঃখ সুখ করয়ে উদয়। সেই অনুভাব তর্কগোচর না হয় ॥

অত্রের্ষ্যায়া অযোগ্যেহপি প্রবলের্ষ্যাবিধায়িতা।
সদা ভোগেহপি তদ্গন্ধমাত্রাধারস্তবাদয়ঃ ॥ ইতি

তত্রাযোগ্যেঽপি ঈর্ষ্যা— যথারাগঃ—

হরিণ-লোচনা[১], অতিবিলক্ষণা, আমরা বিশুদ্ধা মনে।
নিজগণ মেলি, সদা করি কেলি, দ্বেষ নাহি কাঁহা সনে॥
অনিশ মো সভা সনে।
তুমি বনমালা, অতি যে কুটিলা, বিদ্বেষ রচহ কেনে॥ ধ্রু॥
এই যে সাক্ষাতে, ও রূপ হেরিতে, অতি যে চঞ্চলা হৈয়া
মো সভা নয়ন, করিছ বারণ, সব অঙ্গ আলিঙ্গিয়া॥
আশিখা চরণ, করি আলিঙ্গন, অঘরিপু-হিয়া মাঝে।
আমা সভা হেরি, তৃণবৎ করি, করিছ বিহার-কাজে॥
অতিরাগ মনে, চাহ নিরীক্ষণে, তাহা তুমি কর বাধে।
না বাসহ লাজ, পীন হিয়া মাঝ, দোলিছ আপন সাধে॥
স্থির হঞা রহ, বচন মানহ, ক্ষণ এক রূপ হেরি।
না শুন এ কথা, হিয়া মাঝে ব্যথা, তার কি উপায় করি॥
শ্রীকৃষ্ণ জীবন, সরবস ধন, যার তারা কেহো নহে।
বনমালা হৈয়া, রহে আলিঙ্গিয়া, এ কথা কেমনে সহে॥

তথাহি (দানকেলিকৌমুদ্যাম্ ৯২)—

বিশুদ্ধাভিঃ সার্দ্ধং ব্রজহরিণনেত্রাভিরনিশং
ত্বমদ্ধা বিদ্বেষং কিমিতি বনমালে! রচয়সি।
তৃণীকুর্ব্বত্যস্মান্ বপুরঘরিপোরাশিখমিদং
পরিষ্বজ্যাপাদং মহতি হৃদয়ে যা বিহরসি॥ ইতি

অযোগ্যে প্রবল ঈর্ষ্যা করিল কথন। এবে কহি কৃষ্ণগন্ধ-আধার-স্তবন॥

১। মৃগজলোচনা ক, খ,।

অথ **সদাভোগেঽপি তদ্‌গন্ধমাত্রাধারস্তুতিঃ—**

বিচ্ছেদ-স্বীকার নাহি সতত-সংযোগে। অন্তর্বাহ্যে কৃষ্ণসহ বিবিধ সংভোগে॥
কোটি কোটি সুখ অনুভব হয় যবে। অতি অনুরাগ বাঢ়ে মাদন-স্বভাবে॥
কৃষ্ণসঙ্গ-গন্ধহীন আপনাকে মানে॥ তার গন্ধমাত্রাধারের করয়ে স্তবনে॥

অতি অনুরাগ ভরে।

পুলিন্দের কন্যা, সব অতি ধন্যা, রাধিকা স্তবন করে॥ ধ্রু॥
কিবা মন্ত্রজপ, কৈল কোন্ তপ, কোন্ তীর্থবরে গিয়া।
হের সখীগণ, কহ সে বচন, সভে মিলি বিচারিয়া॥
দয়িতার স্তনে, চিত্র বিরচনে, শ্রীযুত কুঙ্কুম ভরে।
সে হরি সহিতে, বিহার করিতে, সুপদ্ম চরণ ধরে॥
সে রাগ-রঞ্জনে, সুজাত চরণে, বিহার করিল বনে।
সে পদ-রঞ্জন, কুঙ্কুম চন্দন, লাগি গেল সব তৃণে॥
সেইত কুঙ্কুম, করি দরশন, কাম তাপ যা সভার।
যদি গোবর্দ্ধনে, পাইত দরশনে, কোন দশা হৈত আর॥
স্বকুচ-আননে, করিয়া লেপনে, কামতাপ দূর কৈল।
কৃষ্ণ সহ যেন, পাইল আলিঙ্গন, সুখ অনুভব হৈল॥
কিবা সে কুঙ্কুম, শক্তি অনুপম, স্বগুণে যেহেন করে।
কিবা তা সভার, প্রেমরস-সার, হেন অনুরাগ ধরে॥
সুগন্ধি-কারণে, লেপিল আননে, সৌন্দর্য্য-লাভের লাগি।
শবর-অঙ্গনা, পূর্ণা সব জনা, ধনি ধনি ধনি ভাগি॥

তথাহি (দশমে ১০।২১।১৭)—

পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য উরুগায়পদাব্জরাগ-শ্রীকুঙ্কুমেন দয়িতাস্তনমণ্ডিতেন।
তদ্দর্শনস্মররুজস্তৃণরূষিতেন লিম্পন্ত্য আননকুচেষু জহুস্তদাধিম্॥ ইতি

গন্ধমাত্রাধার-স্তুতি কৈল যে বর্ণন। তৎসাদৃশ্যাভাসে স্তুতি কহিব এখন॥

রাধা মাদন-লক্ষণে। অতি অনুরাগ মনে॥
কহে—সখী হে ললিতা! "এই মালতী যে লতা॥
কোন সুদুষ্কর তপ। কিবা সিদ্ধি মন্ত্রজপ॥
কর্যাছিল জন্মান্তরে। সুকোমলা[১] প্রেমভরে॥
দেখ ব্রজেন্দ্রনন্দন- সম তমাল শোভন॥
বনে করি আলিঙ্গন। সুখে করে বিলসন॥
নতি করি যে তোমারে। কহ করিঞা বিচারে॥
যেন সেই তপ করি'। আলিঙ্গিয়া থাকি হরি।"
এত শুনিয়া ললিতা। অতিরাগ-বিমোহিতা॥
কিছু না কহে বচন। মনে করয়ে চিন্তন॥
রাই অনুরাগভরে। হরি হরি স্মরণ যে করে॥
কহ এ নন্দকিশোর। এ মাদন-রসে ভোর॥

তথাহি (উ নী ১৪।২২৪)—

দুষ্করং কতরদালি! মালতী, কোমলেয়মকরোত্তপঃ পুরা?
হন্ত! গোষ্ঠপতিনন্দনোপমং যা তমালমমলোপগূহতে॥ ইতি

এই অনির্ব্বচনীয় বিচিত্র মাদন। সম্ভোগেতে হয়, বিয়োগে না হয় উদ্‌গম॥
নিত্যলীলা প্রতিক্ষণ চুম্বনালিঙ্গন। যার অনুভাব হয় সহস্র গণন॥

তথাহি (উ নী ১৪।২২৫)—

যোগ এব ভবেদেষ বিচিত্রঃ কোঽপি মাদনঃ।
যদ্বিলাসা বিরাজন্তে নিত্যলীলাঃ সহস্রধা॥ ইতি

১। সকামনা—খ।

মাদনের গতি হয় মদনের সম। তর্কের গোচর নয় অতি নিরুপম॥
ভরতাদি মুনি আর শুক মহাশয়। সম্যক্ বর্ণন করিতেও শক্তি নয়॥

তথাহি (উ নী ১৪।২২৬)—

মাদনস্য গতিঃ সুষ্ঠু মদনস্যেব দুর্গমা।
ন নির্ব্বক্তুং ভবেচ্ছক্যা তেনাসৌ মুনিনাপ্যলম্॥ ইতি

ব্রজদেবীর মহাভাব দশা-বিবরণে। মোদন, মাদন এই করিল বর্ণনে॥
রত্যাদি যে অষ্টস্থায়ি-ভাব প্রকরণে। প্রেম স্নেহ আদি ক্রমে করিল বর্ণনে॥
সেই সব ক্রম কিন্তু ঐকান্তিক নয়। ক্রম-বিপর্য্যয়ে অষ্টবিধে প্রকটয়॥
প্রথমতঃ চিত্তে রাগ করয়ে উদয়। অনুরাগ দশা পাঞা স্নেহ প্রকাশয়॥
তবে মান প্রণয়াখ্য যেই দুই ভাব। কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ সবিশেষ হয়ে লাভ॥
বিদগ্ধমাধব আদি প্রবন্ধ-মধ্যেতে। রাধিকাদ্যে শুনি পূর্ব্বরাগ প্রসঙ্গেতে॥
প্রত্যক্ষ প্রকট যত রাগের লক্ষণ। স্নেহ মান প্রণয়াদি ক্রমে প্রকটন॥

তথাহি (উ নী ১৪।২২৭-২২৮)—

রাগানুরাগতামাদৌ স্নেহং প্রাপ্যৈব সত্বরম্।
মানত্বং প্রণয়ত্বঞ্চ কচিৎ পশ্চাৎ প্রপদ্যতে॥
অতএবাত্র শাস্ত্রেষু শ্রূয়তে রাধিকাদিষু।
পূর্বরাগ-প্রসঙ্গেঽপি প্রকটং রাগলক্ষণম্॥

ব্রজদেবীগণের যত ভাবভেদ হয়। অত্যন্ত আশ্চর্য্য তর্কগোচর যে নয়॥
কৃষ্ণের বিচ্ছেদ-লীলা করে কৃষ্ণবেশে। কে কহিতে পারে সেই ভাব সবিশেষে॥

তথাহি (উ নী ১৪।২২৯)—

স্ফুরন্তি ব্রজদেবীষু পরা ভাবভিদাশ্চ যাঃ।
তাস্তর্কাগোচরতয়া ন সম্যগিহ বর্ণিতাঃ॥

এথানে কহিব স্থায়িভাবের নির্ণয়। অষ্টবিধ ভাব পঞ্চবিধ যৈছে হয়॥
সাধারণী রতিতে যে ভাব ধূমায়িতা। রতিপ্রেম সম্মিলনে হয়েত জ্বলিতা॥
স্নেহ আদি পঞ্চ যেই অনুরাগ অন্ত। একত্রে মিলনে ভাব হয়ে দীপ্তিমন্ত॥
রূঢ় মহাভাবে ভাব সকল উদ্দীপ্তা। অধিরূঢ় মোদন মাদনে সে সূদ্দীপ্তা।

তথাহি (উ নী ১৪।২৩০)—

সাধারণ্যাং রতাবেব ধূমায়িততয়া মতাঃ।
জ্বলিতাস্তু রতিপ্রেম্ণোর্দীপ্তাঃ স্নেহাদিপঞ্চসু॥ ইতি

এই যে ব্যবস্থা কিছু সর্ব্বত্র না হয়। দেশ-কাল-পাত্রাদি বিভেদে ভেদ হয়॥
শ্রেষ্ঠমধ্যাদিক কাল দেশ পাত্র যৈছে। শ্রেষ্ঠ, মধ্য, কনিষ্ঠ ধরয়ে ভাব তৈছে॥

তথাহি (উ নী ১৪।২৩১)—

ইয়ং প্রায়িকতা কিন্তু শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভাবতঃ।
দেশকালজনাদীনাং ক্বাপ্যেষাং স্যাদ্বিপর্য্যয়ঃ॥ ইতি

সাধারণী সমঞ্জসা সমর্থা যে রতি। কনিষ্ঠা, মধ্যমা, শ্রেষ্ঠা যাহার বিখ্যাতি॥
কনিষ্ঠা যে রতি আদ্যা সাধারণী-নামা। কুব্জাদিতে সেই রতি স্থায়িপ্রেমসীমা॥
মধ্যারতি সমঞ্জসা মহিষীর গণে। অনুরাগাবধি স্থায়িরতি দীপ্তা নামে॥
সমর্থা যে রতি শ্রেষ্ঠা ব্রজদেবীগণে। রূঢ় ভাবদশা স্থায়ী উদ্দীপ্তা বিধানে॥
রাধিকার যূথে দীপ্তিমন্ত শ্রীমোদন। অধিরূঢ় রাধিকাতে সূদ্দীপ্ত মোহন॥
মাদনাখ্য রতি নিত্য স্থায়ী রাধিকাতে। মদন-সমান রতি সূদ্দীপ্ত যাহাতে॥
নর্ম্মসখাগণে রতি অনুরাগ-সীমা। সুবলাদ্যের রতি ভাব-অবধি মহিমা॥

তথাহি (উ নী ১৪।২৩২—২৩৩)—

আদ্যা প্রেমান্তিমাং তত্রানুরাগান্তাং সমঞ্জসা।
রতির্ভাবান্তিমাং সীমাং সমর্থৈব প্রপদ্যতে॥

রতির্নর্ম্মবয়স্যানামনুরাগান্তিমাং স্থিতিম্।
তেষ্বেব সুবলাদীনাং ভাবান্তামেব গচ্ছতি ॥ ইতি

এইত কহিল স্থায়িভাব-প্রকরণ। রতি-ভেদে ভাব-ভেদ বিশেষ বর্ণন ॥
এ সকল কথা মূলগ্রন্থে সুবিস্তার। এথায়ে উট্টঙ্কমাত্র করিল প্রচার ॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশ। এ রসকলিকা কহে নন্দকিশোর দাস ॥

ইতি শ্রীরসকলিকা-গ্রন্থে স্থায়িভাব-বিবরণ-কথনং
নাম একাদশ-দলম্ ॥ ১১

(দ্বাদশ দল)

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় জয় কৃপাময় শ্রীগুরুগোসাঞি। ও পদ ভরসা বিনে আর কেহ নাঞি ॥
মো অতি পামর অতিদীন দুরাচার। তবে যে করিলা দয়া সে কৃপা তোমার ॥
নায়ক নায়িকা স্থায়িভাব নিরূপণ। কহিলাম আগে শুন শৃঙ্গার-বর্ণন ॥
বিপ্রলম্ভ, সম্ভোগ—শৃঙ্গার দ্বিধা হয়। বিপ্রলম্ভ বিচ্ছেদ, সম্ভোগ সুখময় ॥
এই দুই নায়ক নায়িকা প্রকরণে। আগেত কহিব বিপ্রলম্ভের লক্ষণে ॥
বিপ্রলম্ভ বিনা রসপুষ্টি নাহি দেখি। তে কারণে বিপ্রলম্ভ সর্ব্ব আগে লিখি ॥
তথাহি (উ নী ১৫।৩)—

ন বিনা বিপ্রলম্ভেণ সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে।
কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো বিবর্দ্ধতে ॥ ইতি

তত্র **বিপ্রলম্ভঃ**—

নায়ক নায়িকা পূর্ব্বে না হয় মিলন। অথবা মিলন হৈয়া থাকে দুইজন ॥
অভীষ্টালিঙ্গনাদি প্রাপ্তি না হইলে। 'বিপ্রলম্ভ' নাম তার গ্রন্থকার বোলে ॥

সম্ভোগোন্নতিকারক বিপ্রলম্ভ হয়। বিচারিয়া মূলগ্রন্থে লক্ষণ করয়॥

তথাহি (উ নী ১৫।২)—

যূনোরযুক্তয়োর্ভাবো যুক্তয়োর্বাথ যো মিথঃ।
অভীষ্টালিঙ্গনাদীনামনবাপ্তৌ প্রকৃষ্যতে।
স বিপ্রলম্ভো বিজ্ঞেয়ঃ সম্ভোগোন্নতিকারকঃ॥

পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য, প্রবাস। সেই বিপ্রলম্ভ চারিমত প্রকাশ।

তথাহি (উ নী ১৫।৪)—

পূর্ব্বরাগস্তথা মানঃ প্রেমবৈচিত্ত্যমিত্যপি।
প্রবাসশ্চেতি কথিতো বিপ্রলম্ভশ্চতুর্বিবধঃ॥ ইতি

তত্র **পূর্ব্বরাগঃ**—

সঙ্গ নহে রাগ জন্মে কহি পূর্ব্বরাগ। সঙ্গপরে রাগ যেই সেই অনুরাগ॥
পশ্চাতে কহিব অনুরাগ-বিবরণ। আগেতে কহিয়ে পূর্ব্বরাগের লক্ষণ॥

তথাহি (উ নী ১৫।৫)—

রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শনশ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে॥ ইতি

পূর্ব্বরাগ দুই মত শ্রবণ দর্শন। এই মুখ্য হইতে হয় ষড়্‌বিধ গণন॥
শ্রবণের দশা আগে করিয়ে কথন। পশ্চাৎ দর্শন-মত করিব বর্ণন॥

তত্র শ্রবণম্—

ত্রিবিধ প্রকার হয় শ্রবণ-লক্ষণ। সখী-মুখে, দূতী-মুখে, ভট্টের বর্ণন॥

তথাহি (উ নী ১৫।১০)—

বন্দী-দূতী-সখী-বক্ত্রাদ্গীতাদেশ্চ শ্রুতির্ভবেৎ॥

তত্র সখীমুখাৎ শ্রবণম্—

সখীমুখে কৃষ্ণ-নাম করিয়া শ্রবণে। অঙ্গ পুলকিত হয়ে গদ্‌গদ বচনে॥

কৃষ্ণনাম দুই অক্ষর কি মধুর হয়। শুনিয়া আনন্দ বাঢ়ে রাধিকা-হৃদয়॥

অথ দূতীমুখাৎ—

কৃষ্ণ-বংশীধ্বনি শুনি রাধিকা-হৃদয়ে। কম্প উপজয়ে অতি জড়প্রায় হয়ে॥
চঞ্চল নয়ন করি চাহে ইতি উতি। কর্ণ পাতি রহে পুন সেই ধ্বনিপ্রতি॥
পুনর্ব্বার সেই ধ্বনি শুনিতে না পায়। বিস্ময় হৃদয়ে রাই সখীকে শুধায়॥
শুন সখীগণ মোর এক নিবেদন। কহ দেখি বংশীধ্বনি কৈল কোন্‌জন॥

সেই ধ্বনিদ্বারে মোর প্রাণ হরি নিল।
সোয়াথ না পাও চিত্তে, সন্তাপ বাঢ়িল॥

তথাহি (বিদগ্ধমাধবে ১।৩৫)—

অজড়ঃ কম্পসম্পাদী শস্ত্রাদন্যো নিকৃন্তনঃ।
তাপনোঽনুষ্ণতাকারী কো বাঽয়ং মুরলীরবঃ॥ ইতি

কহিতে কহিতে রাই অস্থির হইলা। নানামতে সখীগণ শান্ত করাইলা॥
দূতীমুখে শ্রবণ করিল যে লিখন। নিসৃষ্টার্থা দূতী বংশী এইত কারণ॥

অথ বন্দিমুখাৎ শ্রবণম্—

ভাটগণ আসি অতিকৌতুক-বিধানে। কৃষ্ণ-রূপ-গুণ-লীলা করয়ে বর্ণনে॥
তাহাতে যে হয় কৃষ্ণ-গুণাদি শ্রবণ। পূর্ব্বরাগে এই তিন শ্রবণ-কথন॥

তথাহি পদম্—

নবীনমেঘসুন্দরং সুচারুবিদ্যুদম্বরং
গজেন্দ্রগামিমন্থরং ধৃতৈকহেমকন্দুকম্[১]।
পুরন্দরাদি-বন্দিতং বিচিত্ররাগরঞ্জিতং
ভজামি নন্দনন্দনং নমামি নন্দনন্দনম্॥

১। কন্দরম্—ক, খ।

চিকণ সুন্দর অতি, নয়নের ভঙ্গি তথি, নটন খঞ্জন জিতি,
দাণ্ডাইঞাছে কদম্বের তলে গো।
ত্রিভঙ্গি ভঙ্গিমা ঠাম, নন্দের নন্দন নাম, মৃদু হাসি অনুপাম,
কর্ণের কুণ্ডল ঘন দোলে গো॥
করযুগ অতিশয়, আজানুলম্বিত হয়, সুন্দর চিক্কণময়,
তার ভঙ্গি কহনে না যায় গো।
গলে দোলে বনমালা, চান্দসঙ্গে করে খেলা, কণ্ঠহার সনে মেলা,
কিবা শোভা ধরিয়াছে তায় গো॥
পরিধান পীতাম্বর, তাড়বালা মনোহর, কটিতে কিঙ্কিণীবর,
না চলিতে রুনু ঝুনু বাজে গো।
চরণের শোভা অতি, তাহাতে নখর-দ্যুতি, রতন নূপুর তথি,
চলিতে মধুর শব্দে বাজে গো॥
শুনিয়া কৃষ্ণের গুণ, রাধা আনন্দিত মন, সখীপানে চাহে ঘন,
ফিরি রহে কিছু নাহি কয় গো।
এ নন্দকিশোর দাস, রাই-পদে রহু আশ, সে কৃষ্ণ-দর্শন-আশ,
শ্রবণের কবিত্ব রচয় গো॥

এইত কহিল তিন শ্রবণ লক্ষণ। কহিব সংক্ষেপে দর্শনের বিবরণ॥

অথ **দর্শনম্**—

আগে চিত্রপটে, তবে স্বপ্নদরশন। সাক্ষাৎ দর্শন তিন হয়েত কথন॥

তথাহি (উ নী ১৫।৬)—

সাক্ষাৎ কৃষ্ণস্য চিত্রে চ স্যাৎ স্বপ্নাদৌ চ দর্শনম্॥ ইতি

অথ **চিত্রপটঃ**—

কৃষ্ণস্থানে গমন করিছে পৌর্ণমাসী। হেনকালে নান্দীমুখী দেখা দিল আসি॥

পৌর্ণমাসী মনে কিছু চিন্তাযুক্ত হয়। তাহা দেখি নান্দীমুখী কারণ পুছয়॥
নান্দীমুখী কহে এত চিন্তাযুক্ত কেনে। পৌর্ণমাসী কহে রাধাকৃষ্ণের মিলনে॥
কেমনে হইবে দোঁহার মিলনানুসার। তে কারণে চিন্তাযুক্ত অন্তর আমার॥
নান্দীমুখী কহে চিন্তা না করিহ মনে। রাইয়ের অত্যন্ত চেষ্টা কৃষ্ণাথা-শ্রবণে॥
সখীমুখে কৃষ্ণনাম শুনি কর্ণদ্বারে। অঙ্গ পুলকিত অশ্রু বহে নিরন্তরে॥
পৌর্ণমাসী কহে এই আশ্চর্য্য না হয়। কৃষ্ণনামে অত্যন্ত মাধুরী রসময়॥

তথাহি (বিদগ্ধমাধবে ১।১৫)—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥ ইতি

কৃষ্ণনাম শুনি তুণ্ডের অতিস্পৃহা হয়।
নাম লয়ে নৃত্য করে লালসা বাড়য়॥

কর্ণ অর্ব্বুদ বাঞ্ছা হয়েত শ্রবণে। চিত্তে প্রাঙ্গণ-ইচ্ছা হয়ে অনুক্ষণে॥
এমতি ইন্দ্রিয়গণের আহ্লাদ বাঢ়য়। কৃষ্ণনাম দু' আখরের এই গুণ হয়॥
পৌর্ণমাসী কহে—নান্দী শুনহ এখন। বিশাখারে কহ মোর সন্দেশ-বচন॥
শীঘ্র চিত্রপট লেখি' রাধিকার স্থানে। দেখাইয়া তার যেন করে হর্ষ মনে॥
আমিহ যাইতেছি কৃষ্ণের দরশনে। প্রকারে রাধিকা-বার্ত্তা করিতে জ্ঞাপনে॥
এত শুনি নান্দীমুখী গমন করিলা। বিশাখার আগে গিয়া সকল কহিলা॥

পৌর্ণমাসী আজ্ঞা—চিত্রপট লেখিবারে।
শীঘ্র চিত্র করি লঞা দেখাহ রাইরে॥
তাহা শুনি বিশাখিকা চিত্রপট কৈলা।
তাহা লঞা রাধিকার সাক্ষাতে আইলা।

সব মূর্ত্তি বিশাখিকা দেখান রাইয়েরে।
তাহা দেখি দেখি রহে না দেন উত্তরে ॥

তবে বিশাখিকা কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখাইল। সে রূপ দেখিয়া রাইর আনন্দ বাঢ়িল ॥
অঙ্গ পুলকিত অতি আনন্দ জন্মিল। আপনাকে নিন্দা করি কহিতে লাগিল ॥
শুনহে বিশাখা সখি আমার বচন। নিশ্চয় কহিল এবে তেজিব জীবন ॥
বিশাখা কহেন কেনে তেজিব জীবন। না বুঝিলু মুঞি কিছু ইহার কারণ ॥
রাই কহে ধিক্ ধিক্ এ ছার জীবনে। একা নারী মুঞি মোর রতি তিন জনে ॥
সখী কহে কোন তিনে তুয়া রতি হয়। রাই কহে শুন সখী তাহার নির্ণয়।
এক পুরুষের শুনি কৃষ্ণ ইতি নাম। লালসা বাঢ়য়ে অতি দেহ কম্পবান ॥
দ্বিতীয় পুরুষ হয়ে আর এক জন। তার বংশীধ্বনি শুনি লুব্ধ কর্ণ মন ॥
তৃতীয় পুরুষ তুয়া পটে বিদ্যমান। স্নিগ্ধকান্তি ঘনদ্যুতি হরে মোর প্রাণ ॥

তথাহি (বিদগ্ধমাধবে ২।৯)—

একস্য শ্রুতমেব লুম্পতি মতিং কৃষ্ণেতি নামাক্ষরং
সান্দ্রোন্মাদপরম্পরামুপনয়ত্যন্যস্য বংশীকলঃ।
এষ স্নিগ্ধঘনদ্যুতির্মনসি মে লগ্নঃ পটে বীক্ষণাৎ
কষ্টং ধিক্ পুরুষত্রয়ে রতিরভূন্মন্যে মৃতিঃ শ্রেয়সী ॥ ইতি

এত শুনি বিশাখিকা কহেন বচন। তিন নহে—এক কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
যেঁহো কৃষ্ণ তিঁহো হয়ে সবংশীবদন। তার কান্তি চিত্রপটে দেখিলে এখন ॥
এত শুনি রাধিকার চিত্ত স্থির হৈল। উল্লাস হৃদয়ে রাগ বাড়িতে লাগিল ॥
এইত কহিল চিত্রপট-দরশন। এবে কহি রাধা-নাম কৃষ্ণের শ্রবণ ॥
তথা পৌর্ণমাসী খণ্ডলড্ডুকা লইয়া। বৃন্দাবন মধ্যে উপস্থিত হৈলা গিয়া ॥
সেইখানে কৃষ্ণ মধুমঙ্গলের সনে। হাস্য-কৌতুকে রহে আনন্দিত মনে ॥

কৃষ্ণ কহে—বটু হের দেখ বনশোভা। নানা জাতি পুষ্পগন্ধে মন অতিলোভা॥
সুন্দর সুস্নিগ্ধ স্থান নির্জ্জন অতিশয়। সদা এই ভূমি মোর চিত্ত আকর্ষয়॥
বটু কহে—শুন কৃষ্ণ আমার বচন। এ শোভা দেখিয়া মোর নাহি হরে মন॥
মোর মন লুব্ধ খণ্ডলড্ডুকা লাগিয়া। তাহা যদি পাই তবে স্নিগ্ধ হয় হিয়া॥
কৃষ্ণ কহে—বৃন্দাবন চিন্তামণি-স্থান। যেই যাহা বাঞ্ছে তার পূরে মনস্কাম॥
যদ্যপি লড্ডুকা লাগি লুব্ধ তোমার মন। তবে বৃন্দাস্থানে কর আত্মনিবেদন॥
ইহা শুনি বটু হৈলা আনন্দিত মনে। লড্ডুকা লাগিয়া প্রার্থে বৃন্দাদেবী স্থানে॥
হেনকালে পৌর্ণমাসী খণ্ডলড্ডু হাতে। উপস্থিত হৈলা আসি কৃষ্ণের সাক্ষাতে॥
তারে দেখি কৃষ্ণ অতি আনন্দ পাইলা। শীঘ্র আসি তার দুই চরণ বন্দিলা॥
আশীর্ব্বাদ করি দেবী কহে কৃষ্ণ-স্থানে। তোমার লাগিয়া মোর এথা আগমনে॥
বৃষভানু রায়ের কন্যা রাধিকা সুন্দরী। রূপে গুণে শীলে তেঁহো সর্ব্ব অধীশ্বরী॥
তাহার উপমা নাহি হয়ে ত্রিভুবনে॥ সংপ্রতি বিবাহ হৈল অভিমন্যু-সনে॥
সে সংঘট্টক্রমে তোমা দেখিতে না পাই। অতএব উৎকণ্ঠাতে আইলাম এথাই॥
রাধিকার নাম শুনি কৃষ্ণের হৃদয়ে। পুলকসহিত দেহ কম্পবান্ হয়ে॥
লালসা বাঢ়ল অতি উৎকণ্ঠা বাঢ়য়ে। শ্রীদামে দেখিয়া বাহে কিছু ধৈর্য্য হয়ে॥

পৌর্ণমাসী কৃষ্ণের সে দেখি ভাবোন্মুখ।
কার্য্যসিদ্ধি হইবে বলি মনে পাইল সুখ॥

তবে খণ্ডলড্ডুকাদি কৃষ্ণহাতে দিল। তাহা পাইয়া কৃষ্ণ-মনে আনন্দ বাঢ়িল॥
মধুমঙ্গলেরে কহে সুমধুর বাণী। দেখ বৃন্দা-প্রভাব খণ্ডলাড্ডু দিল আনি॥
তাহা শুনি বটু অতিআনন্দিত মনে। বিকৃতাঙ্গ হৈয়া আইসে কৃষ্ণ-সন্নিধানে॥
হাস্য পরিহাসে তবে সব সখা মেলি। খণ্ডলাড্ডু খাঞা সভে হৈলা কুতুহলী॥
তবে পৌর্ণমাসী নিজ মন্দিরে চলিলা। সখাগণ-সঙ্গে কৃষ্ণ তথাই রহিলা॥
এইত কহিল পৌর্ণমাসীর মিলন। এবেত কহিব স্বপ্ন-দশা-বিবরণ॥

অথ **স্বপ্নঃ**—

দলিত-অঞ্জন জিনি অঙ্গের বরণ। **চন্দন**-ভূষিত তাহে অত্যন্ত শোভন॥
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম সেই সবংশী বদন। কদম্ব-তরুর তলে পাইল দরশন॥
বড়ই দুর্ল্লীল সেই পুরুষ-রতন। আচম্বিতে আসি আমা করে আলিঙ্গন॥
নহি নহি কহি, তভু চুম্বন করয়। মৃদু হাস্য করি মোর হাথে ধরি রয়॥

তথাহি (বিদগ্ধমাধবে ২।৫)—

কৃতাং ভক্তিচ্ছেদৈর্ঘুস্থণঘনচর্চ্চামধিবহন্
পুনর্লব্ধো লুব্ধঃ প্রিয়কতরুমূলে চটুলধীঃ।
লপন্ত্যাঃ সাক্ষেপং ন হি ন হি ন হীতি স্মিতমুখো
হঠান্মে দুর্ল্লীলঃ স কিল ভুজবল্লীদলমধাৎ॥ ইতি

পদঞ্চ—

আজুক স্বপনে, কালিয়া বরণে, এক যে নাগর আসি।
বোলে ধীরে ধীরে, বচন মধুর, আমার নিয়ড়ে হাঁসি॥
সখি! সেই হৈতে মোর চিতে।
কি জানি করয়ে, বুঝিতে নারিয়ে, কহ সখি! মোর হিতে॥ ধ্রু॥
কিবা সে বোলয়ে, সুধা নিকশয়ে, মধুর মধুর হাসে।
সে যে গুণনিধি, রূপের অবধি, আমার হৃদয়ে পৈশে॥
রাইক বচন, শুনি সখীগণ, ভাবিত হইলা অতি।
যদি কৃষ্ণসনে না হয় মিলনে, এমতি হইবে নিতি॥
পরম সুন্দর, সেই সে নাগর, দুলহ বড়ই হয়॥
না দেখিয়া তারে, চিন্তিত অন্তরে, এ নন্দকিশোর কয়॥

এই ত কহিল চিত্র স্বপ্নদরশন। পূর্ব্বরাগে দশ দশা শুন শ্রোতাগণ॥

তথাহি (উ নী ১৫।২১)—

লালসোদ্বেগজাগর্য্যাস্তানবং জড়িমাত্র তু।
বৈয়গ্র্যং ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ ॥ ইতি

তত্র **লালসা** (উ নী ১৫।২৩)—

অভীষ্ট-লিপ্সয়া গাঢ়গৃধ্নুতা লালসো মতঃ।

(সখি হে !) তবহুঁ সফল তনু জানি। কাহ্নু হেন গুণনিধি মোহে মন মানি ॥

অথ **উদ্বেগঃ**—

উদ্বেগ দশাতে দেহ কম্পমান হয়। নিশ্বাস, চাপল, অতিচিন্তাদিকময় ॥
স্থির মন নহে সদা করয়ে রোদন। সখী দেখি ব্যক্তভাব করয়ে গোপন ॥

তথাহি (উ নী ১৫।২৬)—

উদ্বেগো মনসঃ কম্পস্তত্র নিঃশ্বাস-চাপলে।
স্তম্ভচিন্তাশ্রু-বৈবর্ণ্য-স্বেদাদয় উদীরিতাঃ ॥ ইতি

(বিদগ্ধমাধবে ২।২)—

চিন্তাসন্ততিরন্ত কৃন্ততি সখি ! স্বান্তস্থ কিং তে ধৃতিং
কিংবা সিঞ্চতি তাম্রমম্বরমতিস্বেদাম্ভসাং ডম্বরঃ।
কম্পশ্চম্পকগৌরি ! লুম্পতি বপুঃস্থৈর্য্যং কথং বা বলাৎ
তথ্যং ব্রূহি ন মঙ্গলা পরিজনে সঙ্গোপনাঙ্গীকৃতিঃ ॥ ইতি

অথ **জাগরণম্**—

শয়ন করিলে নিদ্রা না হয় নয়নে। কৃষ্ণমূর্ত্তি চিন্তা করে বসিয়া নির্জনে ॥
অঙ্গে সব স্তম্ভ হয়ে, স্থির নহে মন। চমকি উঠয়ে সদা বসি জাগরণ ॥

তথাহি (উ নী ১৫।২৮)—

নিদ্রাক্ষয়স্তু জাগর্য্যা স্তম্ভশোষগদাদিকৃৎ ॥ ইতি

অথ **তানবম্—**

তানব দশাতে দেহ অতিক্ষীণ হয়। অত্যন্ত দুর্ব্বল দেহে ভ্রমি উপজয়॥

তথাহি (উ নী ১৫।৩০)—

তানবং কৃশতা গাত্রে দৌর্ব্বল্যভ্রমণাদিকৃৎ॥ ইতি

শ্রীনন্দনন্দনে মন অর্পণ করিঞা। বসিয়া থাকয়ে সদা জড়প্রায় হঞা॥

সখীগণ জিজ্ঞাসিলে না কহে উত্তর। তাহা দেখি সভে হয় ব্যাকুল অন্তর॥

তথাহি (উ নী ১৫।৩৪)—

ইষ্টানিষ্টাপরিজ্ঞানং যত্র প্রশ্নেষ্বনুত্তরম্।
দর্শনশ্রবণাভাবো জড়িমা সোঽভিধীয়তে॥ ইতি

অথ **বৈয়গ্র্যম্—**

গাম্ভীর্য্য রাখিয়া ব্যগ্র হয়ে অতিশয়। কৃষ্ণার্থে বাঢ়য়ে তৃষ্ণা সহিতে নারয়॥

ক্ষণে অবিবেক ক্ষণে নির্ব্বেদ যে হয়। স্থির হইতে নারে, খেদ বাঢ়ে অতিশয়॥

অথ **ব্যাধিঃ—**

কৃষ্ণের লাগিয়া অতিব্যাকুলাত্মা হয়। ব্যাধি উপজয়ে শিরঃপীড়াদি করয়॥

অত্যন্ত জন্মায় মোহ নিশ্বাস ঘন বয়। স্থির হইতে নারে, দুঃখ বাঢ়ে অতিশয়॥

তথাহি (উ নী ১৫।৩৮)—

অভীষ্টালাভতো ব্যাধিঃ পাণ্ডিমোত্তাপলক্ষণঃ।
অত্র শীত-স্পৃহা-মোহ-নিঃশ্বাস-পতনাদয়ঃ॥ ইতি

অথোন্মাদঃ—

চঞ্চল নয়নে সদা ইতি উতি চায়। সখী প্রতি কহে কথা যেন ভ্রমপ্রায়॥

তথাহি (উ নী ১৫।৪০)—

সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বত্র তন্মনস্কতয়া সদা।
অতস্মিংস্তদিতি ভ্রান্তিরুন্মাদ ইতি কীর্ত্ত্যতে॥ ইতি

অথ মোহঃ—

কৃষ্ণের লাগিয়া মোহ হয়ে নিরন্তর। মূর্চ্ছা প্রায় হয় অতিক্ষীণ কলেবর॥

তথাহি (উ নী ১৫।৪২)—

মোহো বিচিত্ততা প্রোক্তো নৈশ্চল্যপতনাদিকৃৎ॥

নবমী দশা পর্য্যন্ত করিল বর্ণন। দশমী দশার কথা না যায় বর্ণন॥
সংক্ষেপে কহিল দশ দশা বিবরণ। সাক্ষাৎ দর্শন এবে কহিয়ে কথন॥

অথ **সাক্ষাৎ দর্শনম্**—

পৌর্ণমাসী রাধিকার সে দশা দেখিয়া। উপদেশ করে কিছু সখীরে বোলায়া॥
শুন সখীগণ কাম-লিখন করিয়া। ত্বরা করি কৃষ্ণস্থানে দেহ পাঠাইয়া॥
আমিহ আসিব কৃষ্ণান্বেষণ করিতে। এত কহি পৌর্ণমাসী গেলেন ত্বরিতে॥
তবেত ললিতা বিশাখিকা দুই জন। অনঙ্গ-লেখন লঞা করিলা গমন॥
সখীগণ-সঙ্গে রাই তথাই রহিলা। এথা দুইজন কৃষ্ণ-স্থানে উত্তরিলা॥
তা' সভা দেখিয়া কৃষ্ণ কহেন বচন। আইসহ তোমরা কোথা কর্যাছ গমন॥
তা' শুনি বিশাখিকা কহেন বচনে। এথা আইলাম সখা তোমার দর্শনে॥
না জানি তোমার কিবা আছয়ে সদ্‌গুণ। তাতে আকর্ষিয়া মত্ত করে ত্রিভুবন॥
তোমার মাধুরী-গুণ শুনে যেই জন। অত্যন্ত উৎকণ্ঠা বাঢ়ে করিতে দর্শন॥
এত কহি সেই পত্র কৃষ্ণ-হাতে দিলা। পত্রে দৃষ্টি করি কৃষ্ণ অতিহৃষ্ট হৈলা॥
হাসিয়া কহেন কৃষ্ণ মধুমঙ্গলেরে। কিবা এই পত্র পঢ়ি শুনাহ আমারে॥
তবে বটু সেই পত্র পঢ়ি শুনাইলা। রোষাভাষ করি কৃষ্ণ কহিতে লাগিলা॥

তথাহি (বিদগ্ধমাধব ২।৩৩)—

ধরিঅ পড়িচ্ছন্দগুণং, সুন্দর! মহ মন্দিরে তুমং বসসি।
তহ তহ রুন্ধসি বলিঅং, জহ জহ চইদা পলাএম্মি॥ ইতি

শুনহ হে ললিতা ! তোমার কেমত রাধিকা।
আমার সঙ্গেতে তার কভু নাহি দেখা ॥

মিথ্যা অপবাদ মাত্র দেহত তোমরা। পরনারী-পানে দৃষ্টি না করি আমরা ॥
মনেতে বুঝিনু আমি তো' সভার রীতি। বনে বনে অন্বেষিয়া ফির' পরপতি ॥
মোর স্থানে তুমি সব ছাড়হ চাতুরী। কভু আমি স্পর্শ নাহি করি পরনারী ॥
সখাগণ-সঙ্গে সদা করি গোচারণ। যমুনা-পুলিনবনে থাকি অনুক্ষণ ॥
তবে যদি সভে চেষ্টা করহ আমারে। বৃদ্ধগণ-স্থানে গিয়া করিব গোচরে ॥
এতেক বচন কৃষ্ণ কহেন ললিতারে। শুনিয়া বিশাখা কিছু কহয়ে উত্তরে ॥
শুনহ নাগর কৃষ্ণ ! মোর নিবেদন। তুমি যে কহিলে সত্য সকল বচন ॥
কিন্তু কুলবতী-চিত্ত ঘূর্ণিত করিঞা। উৎকণ্ঠা-পর্ব্বতোপরি ফেল' আছাড়িয়া ॥
এতেক অবস্থা কর কেন নাহি জানি। বিদগ্ধ-শেখর তুমি কি বলিব আমি ॥
ব্রজাঙ্গনা প্রতি তোমার অতিদয়া হয়। সবে রাধিকার প্রতি নিষ্ঠুর হৃদয় ॥
এতেক বচন বলি' বিশাখা-সুন্দরী। কৃষ্ণপ্রতি কহে গুঞ্জামালা হাতে করি ॥
এই গুঞ্জামালা অতিবিলক্ষণ হয়। তোমার অঙ্গেতে অতিসুন্দর সাজয় ॥
এত কহি গুঞ্জামালা কৃষ্ণ গলে দিল। মন্দ মন্দ হাসি কৃষ্ণ কহিতে লাগিল ॥
যুবতীজনের সঙ্গে কেনে গুঞ্জামালা। আমার নাহিক কাজ ম্লান বহুতরা ॥
গুঞ্জামালা দিব বলি গলে হাত দিলা। রঙ্গণের মালা হাথে ভ্রমেতে উঠিলা ॥
ললিতার হাতে রঙ্গণের মালা দিল। সে মালা পাইয়া দোঁহার আনন্দ হইল ॥
কৃষ্ণের হইল ভ্রম মো সবার কারণে। কার্য্য সিদ্ধ হবে হেন বুঝিল লক্ষণে ॥
আনন্দে ললিতা কহে বিশাখা শুনিলা[১]। গোপাঙ্গনা-ভোগী কৃষ্ণ ধার্ম্মিক হইলা ॥
অতএব কিবা কার্য্য এখানে রহিয়া। এই সব সমাচার চল কহি গিয়া ॥
এ বোল কহিয়া গেলা রাধিকার স্থানে। কৃষ্ণের বৃত্তান্ত সব কৈল নিবেদনে ॥

১। শুনি—ক।

তাহা শুনি রাই অতি চিন্তাযুক্তা হৈলা। বিশাখার প্রতি কিছু কহিতে লাগিলা॥
যাহার লাগিয়া গুরু লজ্জা তেয়াগিল। যাঁর লাগি তো সভারে এত দুঃখ দিল॥
যাহার লাগিয়া সতীধর্ম্ম না গণিল। সে কৃষ্ণ-উপেক্ষায় প্রাণ কেনে বা রহিল॥

তথাহি (বিদগ্ধমাধবে ২।৪১)—

যস্যোৎসঙ্গ-সুখাশয়া শিথিলিতা গুর্ব্বী গুরুভ্যস্ত্রপা
প্রাণেভ্যোঽপি সুহৃত্তমাঃ সখি! তথা যূয়ং পরিক্লেশিতাঃ।
ধর্ম্মঃ সোঽপি মহান্ময়া ন গণিতঃ সাধ্বীভিরধ্যাসিতো
ধিগ্ধৈর্য্যং তদুপেক্ষিতাপি যদহং জীবামি পাপীয়সী॥

এতেক কহিয়া রাই বিমর্ষ হইলা। মূর্চ্ছিত হইয়া তবে ভূমিতে পড়িলা॥
অচেতন দেখি বিশাখিকা ভয় পাইলা। কৃষ্ণ-অঙ্গমাল্য তাঁর নাসাতে ধরিলা॥
সেই মাল্যগন্ধে রাই চেতন পাইলা। উঠিয়া বিশাখা প্রতি কহিতে লাগিলা॥
কি আশ্চর্য্য গন্ধ আমি পাইলু নাসায়। মূর্ছিত জনেরে যেই চৈতন্য করায়॥
কৃষ্ণ-অঙ্গমাল্যগন্ধ বিশাখা কহিল। সে কথা শুনিয়া পুন উৎকণ্ঠা বাঢ়িল॥
যাহার অঙ্গের মাল্যে এত গন্ধ হয়। রূপ গুণ বেশ তার কতেক আছয়॥
সে কৃষ্ণ-বিহনে প্রাণ ধরিব কেমনে। নিশ্চয় মরিব সখি কহিল বচনে॥
যদ্যপি উপেক্ষা মোরে করিলা শ্রীকৃষ্ণ। তথাপি দুরাশা অতিশয়ে ত সতৃষ্ণ॥
যমুনা গহিল গিয়া শরীর ছাড়িব। এ সকল চিন্তা তবে তৎকালে ঘুচিব॥
এতেক বচন শুনি বিশাখা সুন্দরী। রাই লয়া ওড্র-বনে গেলা শীঘ্র করি॥
সেই বনে কৃষ্ণ মধুমঙ্গলের সনে। রাধা দেখি লুকাইলা অতিসঙ্গোপনে॥
রাই কি কহেন তাহা শুনিবার তরে। মধুমঙ্গলের সনে ঠারাঠারি করে॥
রাই কহে বিশাখিকা শুনহ বচন। নিশ্চয় জানিলু কৃষ্ণের না পাব দর্শন॥
তোমরা সকল সখী মনেতে করিহ। প্রসঙ্গানুক্রমে সভে মোর নাম নিহ॥

আমা বাঁচাইতে বহু চেষ্টাদি করিলা।
তোমার কি দোষ, মোর কপালে যে ছিলা॥

নিশ্চয়ে মরিব করি' রাধিকা কহিলা। তাহা শুনি বিশাখিকা কান্দিতে লাগিলা॥
সখীর ক্রন্দন রাই সহিতে না পারে। নিশ্চয় গমন করে মরিবার তরে॥
পদ দুই চারি গিয়া আইলা ফিরিয়া। চিত্রপটে কৃষ্ণমূর্ত্তি দর্শন লাগিয়া॥
বিশাখারে কহে চিত্রপট দেহ মোরে। কৃষ্ণমূর্ত্তি দরশন করি একবারে॥
বিশাখা কহেন চিত্রপট নাহি এথা। শুনিয়া রাধিকা মনে অতি পাইল ব্যথা॥
মনে বিচারয়ে যৈছে দেখিয়াছি আমি। সেইরূপ দেখি এবে মনে অনুমানি॥
এত বলি বসিলেন সেরূপ চিন্তিতে। রাধিকার ধ্যানে কৃষ্ণ না পারে রহিতে॥
অধৈর্য্য হইয়া তথা গমন করিলা। রাধিকা-অগ্রেতে আসি উপস্থিত হইলা॥
বিশাখিকা রাই প্রতি লাগিলা কহিতে। দেখ কৃষ্ণ দাঁড়াইঞা তোমার অগ্রেতে॥
তাহা শুনি রাধিকার প্রত্যয় না হয়। অন্তরে সেরূপ দেখি চক্ষু না মিলয়॥
বিশাখার বাক্যে অর্দ্ধনেত্র প্রকাশিলা। সাক্ষাতে দেখিঞা মহা আনন্দ পাইলা॥
কম্প পুলক অশ্রু লজ্জা ভয় হৈল। বিশাখা তাহারে তবে ধৈর্য্য করাইল॥
রাধাকৃষ্ণ দোঁহাকার অন্যোন্য দর্শনে। যে আনন্দ হৈল তাহা কে করু বর্ণনে॥
হেনকালে সেই স্থানে জটিলা আইল। বিদগ্ধমাধবে তাহা বিশেষ বর্ণিল॥
এইত কহিল সাক্ষাৎ কৃষ্ণের দর্শন। যাহার শ্রবণে ভক্তের স্নিগ্ধ হয়ে মন।
বিপ্রলম্ভ-মধ্যে প্রথম পূর্ব্বরাগ হয়। সংক্ষেপে কহিল কিছু তাহার নির্ণয়॥
বিদগ্ধমাধবে ইহার বিস্তার বর্ণন। ইঁহা উট্টঙ্কিত মাত্র করিল রচন॥
পূর্ব্বরাগ কথা এই করিল বর্ণন। এবে অনুরাগ কিছু করিয়ে কথন॥

অথানুরাগঃ—

তথাহি—অনুরাগোঽনুরক্তায়াং রসাবহ ইতি স্থিতিঃ।
অভাবে হ্যনুরাগস্য রসাভাসঃ স উচ্যতে॥ ইতি

অনুরাগের লক্ষণ হয় চারি প্রকার। উল্লাস, আক্ষেপ, রূপ, অভিসার আর ॥

তত্র **উল্লাসানুরাগঃ—**

গুরুজন বোলে যত তার নাহি ওর। রত্নদীপমধ্যে যৈছে তিমির অতি ঘোর ॥
প্রিয় যে বান্ধবগণ নিন্দাবাক্য বোলে। গুরুজন ক্রোধ করি যদি ত্যাগ করে ॥
পরিবাদ উঠে, কি কলঙ্ক কুলে হয়। নব অনুরাগে তভু চিত্ত আকর্ষয় ॥
কৃষ্ণনিষ্ঠ অনুরাগ উল্লাস জন্ময়। সেই ত উল্লাসে অন্য বাক্য নাহি লয় ॥

তথাহি (শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকায়াম্ ৫।২৫)—

নিন্দন্তু প্রিয়বান্ধবা গুরুজনা গৃহ্ণন্তু মুঞ্চন্তু বা
দুর্ব্বাদং পরিঘোষয়ন্ত্বপি জনা বংশে কলঙ্কোঽস্তু বা।
তাদৃক্ প্রেম-নবানুরাগমধুনা মত্তায়মানং তু মে
চিত্তং নৈব নিবর্ত্ততে ক্ষণমপি শ্রীকৃষ্ণপাদাম্বুজাৎ ॥ ইতি

অথাক্ষেপানুরাগঃ—

আক্ষেপ অনুরাগ নানাবিধ হয়। সংক্ষেপার্থ তাহা কিছু করিয়ে নির্ণয় ॥
কৃষ্ণকে, মুরলীকে আক্ষেপ, দূতীকে করয়। কভু যে আক্ষেপ উক্তি গুরুজনে হয় ॥
কুলে, শীলে আক্ষেপ, কখনও বিধাতাকে।
জাতিকে আক্ষেপ কভু, কভু আপনাকে ॥
কন্দর্পকে নিন্দা, কভু আক্ষেপ সখীরে। উল্লাসে আক্ষেপ রূপ করিল বিচারে ॥

অথ **রূপানুরাগঃ—**

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে। পরাণ পীরিতি লাগি স্থির নাহি বান্ধে ॥
অভিসারানুরাগ পশ্চাৎ করিব প্রচার। আগেত কহিয়ে মান-প্রসঙ্গ বিস্তার ॥

অথ **মানঃ**—

মান-প্রসঙ্গ হয়ে দ্বিবিধ প্রকার। এক সহেতু মান, নির্হেতু যে আর॥

তত্র **সহেতুমানঃ**—

সহেতু মানের কথা শুন সর্ব্বজন। ভোগ-চিহ্ন, গোত্র স্খলন দ্বিবিধ লক্ষণ।

তত্র **ভোগচিহ্নঃ**—

বিপক্ষের ভোগচিহ্ন কৃষ্ণাঙ্গে দেখিয়া। ক্রোধ করি রাই রহে বিমর্ষ হইয়া।
সাক্ষাতে রহিয়া কৃষ্ণ বহু স্তুতি করে। সম্মতি না হয়ে তভো মহাক্রোধান্তরে।

অথ **গোত্রস্খলনম্**—

রাধা দেখি কৃষ্ণ কহে আইস চন্দ্রাননে!
গোত্রস্খলন দেখি রাধার ঈর্ষ্যা হৈল মনে!!

"হেন বাক্য শুনি কর্ণযুগল আমার। ফুটিয়া না পড়ে কেনে কি শুনিবে আর॥
যে জন অধিকপ্রিয় তার নাম লয়। অতএব সেই মূর্ত্তি সর্ব্বত্র দেখয়॥"
এত কহি' রাই অতি দুঃখিত হৃদয়। বিমর্ষ হইয়া আর কিছু না কহয়॥
তাহা দেখি কৃষ্ণ কহে—"শুন চন্দ্রাননে! বিমর্ষ হইলা কেনে আমার বচনে॥"

তথাহি বিদগ্ধমাধবে—(?)

মদ্গোত্রস্খলনং কিন্তু ভ্রমো যদি ন মন্যসে।
রোমালিব্যালসঙ্গস্ত্রাসং কথং তন্নিকারয়॥ ইতি

কোটিচন্দ্র জিনি তোমার বদন দেখিল। তে কারণে চন্দ্রানন আমি সে কহিল।
তোমার বদন দেখি, চন্দ্র ম্লান হৈল। সৌন্দর্য্য সৌরভ্যে সব দিক আচ্ছাদিল।
তোমার দর্শনে প্রফুল্লিত বৃন্দাবন। সুমধুর ভঙ্গী অতি তোমার বদন॥
তুমি মোর প্রাণধন প্রিয় অতিশয়। তোমা প্রতি মোর মন কহিল নিশ্চয়॥
তোমা সম প্রিয়া মোর চন্দ্রাবলী নহে। এইত কহিল সত্য, অন্য মত নহে॥

ত্বয়া মুখচন্দ্র যাঁহা উদয় করিলা। দেখি মোর চিত্তচকোর অতিলুব্ধ হৈলা॥
চন্দ্ররশ্মি পান যৈছে চকোর করয়। তারা-রশ্মিপানে তার মন নাহি লয়॥
এত রূপে কৃষ্ণ যদি করিল স্তবন। তাহা শুনি রাই কিছু কহেন বচন॥
প্রাণ গেলে যৈছে দেহে নাহি প্রয়োজন। সেই মত লাগে মোরে তোমার বচন॥
আমার হৃদয়ে চন্দ্রবাণ যে মারিলা। তাহা উঠাইতে এত বচন কহিলা॥
বাক্যে নাহি উঠে শেল পৈশে বহুদূরে। এতেক কহিয়া রাই গেলা কুঞ্জান্তরে॥
সহেতু মানের এই কৈল বিবরণ। নির্হেতু মানের কথা শুন শ্রোতাগণ॥

অথ **নির্হেতুমানঃ**—

মন হইতে জন্মে যে – মনোজ তার নাম, আর মান হৈতে জন্মে নির্হেতুক মান॥
একদিন রাধাকৃষ্ণ নিকুঞ্জ-কাননে। হাস পরিহাস রূপে রহে দুইজনে॥
অতিরসে আচম্বিতে বিপরীত হয়। রসের অন্তরা কিছু মনেতে জন্ময়॥
রাই কহে,—কৃষ্ণ অন্য নায়িকার সনে। সঙ্কেত করিয়া কুঞ্জে মিলে আমা সনে॥
অতএব কৃষ্ণমন গিয়াছে তথায়। মুখাপেক্ষাক্রমে এহো আছেন এথায়॥
আমা প্রতি কদাচিৎ নাহি কৃষ্ণ-মন। তবে মোর হেথা রহি কিবা প্রয়োজন॥
এত মনে করি রাই উঠিলা সত্বরে। শঙ্কাযুত হঞা কৃষ্ণ কহেন তাঁহারে॥
কেনে প্রাণপ্রিয়া মোর উঠিলা ত্বরিতে। নিশ্চয় করিয়া কহ ত্রাস পাইনু চিতে॥
বাক্য নাহি কহে রাই উঠিয়া চলয়। অতিব্যস্ত হঞা কৃষ্ণ অঞ্চল ধরয়॥
মিনতি করয়ে অতি কাতর হইয়া। কি দোষ করিলু কেনে যাহত উঠিয়া॥
তোমা বিনু অন্য নাহি মোর প্রিয়তমা। তুমি মোর প্রাণপ্রিয়া সকল-প্রধানা॥
এই মত কৃষ্ণ স্তুতি বহুত করিলা। মান শান্তি নহে রাই কুঞ্জান্তরে গেলা॥
সংক্ষেপে কহিল দুই মানের লক্ষণ। মানভঞ্জন এবে করিয়ে বর্ণন॥

অথ **মানভঞ্জনম্**—

মানভঞ্জন হয়ে ত্রিবিধ প্রকার। দূতী-দ্বারে, সখীদ্বারে, নিজদ্বারে আর॥

তত্র দূতীদ্বারে—

রাইস্থানে দূতী গিয়া করে নিবেদন। কৃষ্ণ পাঠাইল মোরে করিয়া যতন ॥
তোমার লাগিয়া কৃষ্ণ ব্যাকুল অন্তরে। রাধা রাধা বলি ডাকে অতি দীর্ঘস্বরে
চম্পক-কলিকা দেখি অতি আর্ত্ত হঞা। মূর্চ্ছিত হইঞা পড়ে তুয়া নাম লঞা
সভে মেলি যত্ন করি করাএ চেতন। মলয়জ অঙ্গে লেপি করিয়ে বীজন ॥
তথাপি না হয়ে স্নিগ্ধ তাহার শরীর। দ্বিগুণ বাড়য়ে জ্বালা হয়েন অস্থির ॥
তোমার লাগিয়া তার এতাদৃশ হয়। তবে কেনে কর মান না বুঝি হৃদয় ॥
অনুগত জনে মান, না হয়ে উচিত। কৃষ্ণ-দরশনে চল ছাড় অন্য চিত ॥

অথ সখীদ্বারে—

রাই স্থানে সখীগণ প্রকার করিঞা। কৃষ্ণ-সমাচার কহে সাক্ষাতে রহিঞা ॥
মো সভার প্রতি তোমার অতি দয়া হয়। তোমারে মলিন দেখি দুঃখিত হৃদয় ॥
এতাদৃশ মান মনে কর কি কারণে। সেই কৃষ্ণ তোমা বিনে অন্য নাহি জানে ॥
তোমা না দেখিঞা সদা উৎকণ্ঠিত মন। কহে—কতক্ষণে রাই দিবে দরশন ॥
'রাধা রাধা' বলি সদা চমকি উঠয়। অতি চিন্তাযুক্ত মন স্থির নাহি হয় ॥
সে হেন রসিক কৃষ্ণ তোমার লাগিয়া। কুঞ্জে কুঞ্জে ফিরে অতি ব্যাকুল হইয়া ॥
সদয় হৃদয়ে যদি মিল তার সনে। তবে তেঁহো স্থির হয়ে কৈঁলু নিবেদনে ॥

অথ নিজদ্বারে—

মানিনী হইয়া রাই আছেন বসিয়া। অঙ্গুলে পৃথিবী লেখে হেঁঠ মাথা হঞা ॥
হেনকালে আইলা কৃষ্ণ সখীবেশ ধরি'। অপূর্ব্ব শ্যামার বেশ লখিতে না পারি ॥
তারে' দেখি রাই কিছু কহেন বচনে। কেবা এহো কোথাকারে করিলা গমনে ॥
সখীগণ কহে- এহো আসিয়াছে এথা। তুয়া সখী হৈব করি' কহিয়াছে কথা ॥
অতি চেষ্টান্বিত কহিয়াছে মো সভারে। আলিঙ্গিয়া শুভ দৃষ্টি আশ্বাস' ইহারে ॥
সখী-বাক্যে রাই তারে আলিঙ্গন দিল।
দোঁহাকার স্পর্শে দোঁহার আনন্দ বাঢ়িল ॥

রাই-মুখ ধরি' কৃষ্ণ করয়ে চুম্বন। সহাস্য বদনে মান হৈল ত্যজন॥
আগেত কহিল দুই মানের লক্ষণ। পশ্চাৎ কহিল মানভঞ্জন-বিবরণ॥

অথ **প্রেম-বৈচিত্ত্যম্** (উ নী ১৫।১৪৭)—

প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষ-স্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তং প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥

তথাহি (উ নী ১৫।১৪৮)—

আভীরেন্দ্রসুতে স্ফুরত্যপি পুরস্তীব্রানুরাগোত্থয়া
বিশ্লেষজ্বরসম্পদা বিবশধীরত্যন্তমুদ্ঘূর্ণিতা।
কান্তং মে সখি! দর্শয়েতি দশনৈরুদ্গূর্ণশষ্পাঙ্কুরা
রাধা হন্ত তথা ব্যচেষ্টত যতঃ কৃষ্ণোঽপ্যভূদ্বিস্মিতঃ॥ ইতি

রাধিকার গাঢ়প্রেম কৃষ্ণ প্রতি হয়। সেই গাঢ় প্রেমে চিত্তের ব্যত্যয় করয়।
কুঞ্জ-মধ্যে রাধাকৃষ্ণ বসিয়া আছয়ে। নানা রসকৌতুকে দোঁহে বিলাস করয়ে॥
হেনই সময়ে এক ভ্রমর আইলা। কর্ণোৎপলে বসিবারে ভ্রমিতে লাগিলা॥
তাহা দেখি' রাই অতি সত্রাস অন্তরে। হস্ত দিয়া চাহে তারে দূর করিবারে।
মধুপানলুব্ধ ভ্রমর, অন্যত্র না যায়। শঙ্কাযুক্তা হঞা রাই কৃষ্ণ-মুখ চায়॥
তাঁর ত্রাস দেখি' কৃষ্ণ কহিতে লাগিলা। ও মধুমঙ্গল পানে ভ্রমর আইলা॥
তাহাতে আশঙ্কা কিবা কেনে কর ভয়। এত শুনি হৃষ্টমনে রাধিকা রহয়॥
কৃষ্ণ-বাক্য শুনি মধুমঙ্গল আসিয়া। কহিতে লাগিলা মধুপেরে বিদ্রাবিঞা॥
সে মধুসূদন এবে গেলা অতিদূরে। শুনিতেই রাই চিত্তে হইল চমৎকারে॥
সে মধুসূদন গেলা শুনিতে শ্রবণে। ভ্রম হৈল কৃষ্ণে আর না দেখি নয়নে॥
কোথা গেল মোর শ্যাম মুরলীবদন। এত বলি কান্দে রাই সজল-নয়ন॥
সখীরে পুছয়ে প্রাণনাথ কোথা গেলা। নির্দ্দয় হইয়া কেনে আমারে ছাড়িলা।

তথাহি—তত্র দশ দশাঃ (উ নী ১৫।১৬৭)—

চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
বৈয়গ্র্যং (প্রলাপো) ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দ্দশা দশ ॥ ইতি

অথ দূরপ্রবাসঃ—

ত্রিবিধ প্রকার হয়ে সুদূর প্রবাস। ভাবী, ভবন্, আর মথুরায়ে বাস ॥

তত্র ভাবী বিরহঃ—

ভাবী বিরহ হয় দুইত প্রকার। এক অজ্ঞাত রূপ, জ্ঞাতরূপ আর ॥

তত্র অজ্ঞাতঃ—

রথ-আগমন দেখি অনুমান করে। কোথা হৈতে এই রথ আইল ব্রজপুরে ॥
দোখয়া স্পন্দন করে দক্ষিণ পয়োধর। নয়নের জল মোর ঝরে নিরন্তর ॥
কেহো কহে—কিবা জানি কোথা হৈতে আইল।
এই মতে সভে মেলি ভাবিতে লাগিল ॥
রাই কহে—বিপৎশত তৃণ করি মানি। কৃষ্ণের বিচ্ছেদমাত্র যেন নাহি শুনি ॥

তথাহি পদম্—

না জানিয়ে কো, মথুরা সঞে আওল, তাহা হেরি কাহে জীউ কাঁপ ॥
তব ধার দক্ষিণ পয়োধর ফুরয়ে, লোরে নয়ন দুঁহু ঝাঁপ ॥
সখি হে ! অকুশল শত নাহি মানি।
বিপদক লাখ, তৃণহুঁ করি মানিয়ে, কানু-বিচ্ছেদ হয়ে জানি ॥ধ্রু॥
কিয়ে ঘর বাহিরে, চিত না হয় থির, জাগরে নিন্দ নাহি ভায় ॥
গঢ়ল মনোরথ, তৈখনে ভাঙ্গল, কিয়ে সখি ! করব উপায় ॥
কুসুমিত কুঞ্জে, ভ্রমর নাহি গুঞ্জয়ে, সঘন রোওত শুকসারী ॥
গোবিন্দ দাস, আনি সখী ! পুছত, কাহে এত বিঘিন বিথারি ॥

অথ প্রাতঃ—

অক্রূর আইল ব্রজে জানাজানি হৈল। নন্দের আদেশে ঢোল বাজিতে লাগিল॥
রাজা ধনুর্যজ্ঞ করে যাইব নিশ্চয়। দধি দুগ্ধ সভে মেলি করহ সঞ্চয়॥
কৃষ্ণ বলরাম লৈতে অক্রূর আইলা। এত শুনি ব্রজবধূ চিন্তিত হইলা॥
গোপসব মেলি যুক্তি করিতে লাগিলা। সব সখী সঙ্গে রাই একত্র হইলা॥
সভে মেলি কহে আবার কি বজ্র পড়িল। কৃষ্ণ মধুপুরে যাইবেন একথা শুনিল॥
রাই কহে ওহে সখি! কি বুদ্ধি করিব। প্রভাত হইলে কৃষ্ণ মথুরা চলিব॥
প্রভাত না হয়ে যাতে সেই কার্য্য কর। মন্দিরে থাকয়ে কৃষ্ণ যেন নহে দূর॥
চন্দ্রের উদয় যেন থাকে নিরন্তর। গগনে উদয়ে যেন নহে দিবাকর॥

তথাহি পদম্—

নামহিঁ অক্রূর, ক্রূর নহে যা সম, সো আওল ব্রজমাঝ।
ঘরে ঘরে ঘোষই, শ্রবণ অমঙ্গল, কালি কালিহুঁ সাজ॥
সজনি! রজনী পোহাইলে কালি।
রচহ উপায়, যৈছে নহে প্রাতর, মন্দিরে রহু বনমালী॥ধ্রু॥
যোগিনী-চরণ, শরণ করি সাধহ, বান্ধব যামিনী-নাথে।
নক্ষতর চান্দ, বেকত রহু অম্বর, যৈছে নহত পরভাতে॥
কালিন্দী দেবী, সেবি তাহে ভাখব, সো রাখব নিজ নাথে[১]।
কিয়ে শমন আনি, ত্বরিতে মিলাওব, গোবিন্দ দাস অনুমাতে॥

অথ ভবন বিরহ—

দেখ সখি! নিশি বহি গেল। হাম অনাথি[২] একাকিনী ভেল॥
উয়ল দারুণ দিনমণি-রাজ। কি শেল পৈঠল মঝু হিয়া মাঝ॥
কি ভেল হাঁমারি অভাগি। দেখ রথ-সাজনি কাহুক লাগি॥

১। তাতে—ক। ২। অবলা কি—খ।

পাপিয় অক্রূর দুরন্ত। মধুপুরী নেওত রসময় কান্ত ॥
বুঝি বিহি নিকরুণ ভেল। নন্দকিশোর চিতে রহি গেল শেল ॥

পদম্—

হরি নহ নিরদয় রসময়-দেহ। কৈছনে তেজব নবীন সুলেহ ॥
পাপী অক্রূর কিয়ে গুণ জান। সব মুখ বারি, লেহ চলু কাহ্ন ॥
এ সখি! কাহুক জনি মুখ চাহ। আচরে গহি বাহুড়াওহ নাহ ॥
যতিখনে দ্বিজকুল মঙ্গল না পঢ়ই। যাতখনে রথপর কোই না চঢ়ই ॥
যতিখনে গোকুলে তিমির না গিরই। করইতে যতন দৈব যব্ ফিরই ॥
এতহুঁ বিপদে জিউ রহত একান্ত। বুঝলোঁ নেহারত লাজকি পন্থ ॥
অতয়ে সে কি ভেল দারুণ লাজ। গোবিন্দদাস কহে না সহে বেয়াজ ॥

রসিকশেখর কৃষ্ণ বড় সুচতুর। আমা প্রতি কদাচিৎ না হবে নিঠুর ॥
যাঁহা লাগি জাতি কুল তেয়াগিলুঁ সব। সে কি আমারে ছাড়ি মধুপুরে যাব ॥
দুঃখিনী অভাগী আমি সহজে অবলা। বিধাতা করুণা করি মোরে মিলাইলা ॥
সেই বিধি বুঝি মোরে নিকরুণ হৈলা। অক্রূর হইয়া কৃষ্ণে মধুপুরে নৈলা ॥
শুন শুন সহচরি! আমার বচন। অক্রূরের পায়ে গিয়া করহ স্তবন ॥
কিবা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন। তোর পায়ে ধরি গিয়া কর নিবেদন ॥
তাঁর ইচ্ছা বিনা কেবা নিবে মধুপুরে। শুনহ বচন মোর চলহ সত্বরে ॥

অথ **নিবেদনম্**—

কৃষ্ণের সাক্ষাতে যায়ে, আত্মবার্ত্তা নিবেদয়ে, দুনয়নে ঝরয়ে সঘনে।
শুনহ পরাণনাথ, কহি তোমার সাক্ষাৎ, আমা সভা ছাড় কি কারণে ॥
কি দোষ করিলু আমি, মধুপুরে যাবে তুমি, কহ তাহা নিশ্চয় করিয়া।
তুমিত রসের সিন্ধু, মো সভার প্রাণবন্ধু, এতেক নির্দ্দয় কি লাগিয়া ॥
তুয়া লাগি কুলশীল, সব দূরে তেয়াগিল, গুরুর গঞ্জনা না শুনিলু।
তুয়া রূপ গুণে মন, মগ্ন কৈলু অনুক্ষণ, এক তিল কহুঁ না চলিলু ॥

তুমি যাবে মধুপুরে, শুনি' হিয়া ঝুর ঝুর, সঘনে কাঁপয়ে অতিশয়।
না দেখিয়া তুয়া মুখ, পাইব বড়ই দুঃখ, প্রাণত্যাগ করিব নিশ্চয় ॥
এতেক বচন শুনি, বিদগধ শিরোমণি, কহে কিছু মধুর উত্তরে।
তোমা সভা ছাড়িয়া, মথুরা রহব গিয়া, কোন সুখ পাইব অন্তরে ॥
তোমরা আমার প্রিয়া, চিন্তা কিছু না করিবা, অবশ্য আসিব শীঘ্র করি।
এই যে সত্য বচন, শুন সব প্রিয়াগণ, যাহ সভে নিজ ঘরাধরি ॥
বিমর্ষিত গোপীগণ, ধারা বহে দ্বিনয়ন, কৃষ্ণ গেলা যথা গোপগণে।
দধিদুগ্ধ ভার ভরি, চলয়ে মথুরাপুরী, যশোমতীর বান্দল চরণে ॥
অক্রূরের আগে করি, কৃষ্ণ ছাড়ে রথোপরি, কান্দে গোপী নাহিক সম্বিত।
শীঘ্র রথ চালায়, ফিরিঞা নাহিক চায়, ব্রজবাসী হইলা মূর্চ্ছিত ॥

তথাহি পদম্—

মৌনহি গমন কয়ল যতুনন্দন অক্রূর লেই রথ আগে ধরি।
শ্রীদাম সুদাম বসুদাম গদগদ যশোমতী জ্ঞান হারি ॥
গোপবধূগণ যাচি তায় নত নয়ন ঢর ঢর লোর ভরি।
শ্রীরাম ভণে, বৃষ ভানুসুতা জনু, চিত্রকী পুতুলী দ্বার ধরী ॥

রাধিকার দুঃখকথা কহনে না যায়। কহিবার মনে প্রাণ ফাটি বাহিরায় ॥

অথ রাধিকায়া বিরহোন্মাদ-প্রলাপদশায়া যথারাগঃ—

শুন ওহে কৃপাসিন্ধু, আমার প্রাণের বন্ধু, কোথা গেলা মো সভা ছাড়িয়া।
একে সে অবলা জাতি, তাহে অন্য নাহি গতি, প্রাণ ধরি' তোমার লাগিয়া ॥
তুমি নির্দ্দয় হঞা, গেলা মোরে ছাড়িয়া, দুঃখের সমুদ্রে পেলাইলা।
এ মাঝ পাথারে তৃণ, যেন ভাসে অনুক্ষণ, তেন দশা আমারে করিলা ॥
ক্ষণে কহে কর্ম্মদোষ, তোমারে কি করি রোষ, নহিলে কি হেন দশা হয়।
তুঁহি নিকরুণ হঞা, দূরে গেলা তোমা লঞা, তেঁই হেন হইল নিশ্চয় ॥

শুনরে দারুণ বিধি, হরি নিলে গুণনিধি, কি সাধিলা নিজ মনকাজ।
সেই কৃষ্ণ ব্রজপ্রাণ, তারে নিলা অন্য স্থান, মো সভার মুণ্ডে পাড়ি বাজ॥
নিজ কার্য্য ত্বরা কর, মো সভারে প্রাণে মার, বিধি হঞা অবিচার কেনে।
যাঁহা লাগি এক তিল, হইতে না পারি স্থির, তারে ছাড়ি বাঁচিব কেমনে॥
এতেক বিলাপ করি, শ্রীরাধিকা সুন্দরী, অচেতন ভূমিতে পড়িলা।
সখী আসি উঠাইল, নিজস্থানে বসাইল, কৃষ্ণ-বার্ত্তায় চেতন পাইলা॥
পূর্ব্বরাগ মান এই, প্রেমবৈচিত্ত্য নাম যেই, প্রবাস নিকট আর দূর।
বিপ্রলম্ভ এই হয়, আদ্যঅন্ত দুঃখময়, নানাভাব উদয় প্রচুর॥
দুঃখ বিনা সুখ যেন, অনুভব নহে তেন, বিপ্রলম্ভ সুখের কারণ।
ক্ষুধায়ে পীড়িত হৈলে, ভোজ্য দ্রব্য যদি মিলে, অতি সুখে করয়ে ভোজন॥
আর এক কহি শুন, কষায়িত বস্ত্রে যেন, প্রগাঢ় বর্দ্ধন হয়ে রাগ।
ঐছে বিপ্রলম্ভ হৈতে, অনুরাগ বাড়ে চিতে, ক্ষণে ক্ষণে নূতন সোহাগ॥
গৌরাঙ্গ পরম-সুখে, রামানন্দরায়-মুখে, শুনিলা সাধন সর্ব্বসার।
ব্রজজন-প্রেম যত, রূপগুণ উভমত, সুখময় রাসাদি বিহার॥
তভো কহে কহ রায়, আর যেবা কিছু হয়, বিস্ময় হইয়া রামানন্দ॥
প্রভু-ইচ্ছা জানি মনে, বিচারিয়া সেই ক্ষণে, কহিতে লাগিলা বিপ্রলম্ভ॥
প্রভু কহে—কহ রায়, বিস্তারে নাহিক দায়, শুনিতে বিদীর্ণ হয়ে বুক॥
গদগদ আঁখি ঝরে, উঠিয়া আপন করে, আচ্ছাদন কৈলা তার মুখ।
অতএব বিস্তারিতে, দুঃখ আসি ভরে চিতে, অল্পাক্ষরে কৈল সমাপন॥
সম্ভোগ সুখের কথা, শুনহে রসিক শ্রোতা, সাধু-শাস্ত্রমত-নিরূপণ।
যাহাতে কেবল সুখ, না রহে বিরহ-দুঃখ, প্রত্যক্ষরে আনন্দপ্রকাশ॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণে, স্মরণ করিয়া মনে, এ নন্দকিশোর রস ভাষ॥

ইতি শ্রীরসকলিকায়াং বিপ্রলম্ভবর্ণনং নাম

দ্বাদশ-দলম্॥ ১২

(ত্রয়োদশ দল)

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥

শ্রীগুরু গোসাঞি জয় কৃপাকর মোরে। মো সম পতিত নাহি জগত ভিতরে ॥

জয় জয় শ্রোতাগণ শুন এক মনে। অপূর্ব্ব অমৃত কথা সম্ভোগ-বর্ণনে ॥

অথ **সম্ভোগঃ—**

দর্শন আলিঙ্গনাদি রসভঙ্গী কথা! হাস্য চাতুরালি আনুকূল্য সেবা সদা ॥

পরম উল্লাসে দোঁহে নানা ভাবোদয়। সম্ভোগ-লক্ষণ এই কবিগণ কয় ॥

তথাহি (উ নী ১৫।১৮৮)—

দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া।

যূনোরুল্লাসমারোহন্ ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্য্যতে ॥ ইতি

সেই ত সম্ভোগ হয়ে দ্বিবিধ প্রকার। মুখ্য সম্ভোগ এক, গৌণ কহি আর ॥

তথাহি (উ নী ১৫।১৮৯)—

মনীষিভিরয়ং মুখ্যো গৌণশ্চেতি দ্বিধোদিতঃ ॥ ইতি

জাগরণে মুখ্য কহি, স্বপ্নে গৌণ হয়। এ দুই লক্ষণ আগে করিব নির্ণয় ॥

তথাহি (উ নী ১৫ ১৯০)—

মুখ্যো জাগ্রদবস্থায়াং সম্ভোগঃ স চতুর্ব্বিধঃ ॥ ইতি

সেই ত সম্ভোগ মুখ্য চারি প্রকার। সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন, সমৃদ্ধিমান আর ॥

পূর্ব্বরাগ-পরে হয়ে সংক্ষিপ্ত আচরণ। মান-পরে সংকীর্ণ হয়েন বিলক্ষণ ॥

দুই প্রবাসে আর দুই মত মান। কিঞ্চিদ্দূরে সংপন্ন, অতিদূরে সমৃদ্ধিমান্ ॥

তথাহি (উ নী ১৫।১৯১)—

তান্ পূর্ব্বরাগতো মানাৎ প্রবাসদ্বয়তঃ ক্রমাৎ।

জাতান্ সংক্ষিপ্ত-সংকীর্ণ-সম্পন্নর্দ্ধিমতো বিদুঃ ॥ ইতি

পশ্চাৎ কহিব সব সম্ভোগ-লক্ষণ। আগেত কহিব বৃন্দাবনের বর্ণন ॥

শ্রীবৃন্দাবনভূমি নাম তার চিন্তামণি, নানাবিধ কুঞ্জলতা-বন।
অশ্বত্থ পাকড়ি কত, শাল পিয়ালাদি যত, তাল খর্জ্জুরাদি বিলক্ষণ ॥
এই সব বৃক্ষগণ, চারিদিকে সুশোভন, মধ্যে আম্র পনস শোভন।
দাড়িম্ব বিল্ব শত শত, জম্বীরাদি নানা মত, গুয়া নারিকেল মনোরম ॥
তার মধ্যে পুষ্পবন, শোভা করে অনুক্ষণ, ঝলমল রতন-বন্ধন।
মল্লিকা মালতী যূথী, চাঁপা নাগেশ্বর তথি, গন্ধরাজ টগর রঙ্গণ ॥
স্থলপদ্ম শেফালিকা, তরুলতা মাধবিকা, বকপুষ্প করবি শোভয়।
নাগেশ্বর গোলাপিকা, সেঙতি চন্দ্রমল্লিকা, কুন্দ দোনা সারি সারি হয় ॥
সুবর্ণকেতকী যত, গন্ধে করে আমোদিত, জবাপুষ্প শোভা অতিশয়।
অসংখ্য পুষ্পের বন, শোভা করে অনুক্ষণ, গন্ধে সব দিগ্‌ আচ্ছাদয় ॥
তাহে কত শত শত, ভৃঙ্গ গায় অবিরত, মধুলোভে মত্ত অতিশয়।
রসালে কোকিলগণ, কুহু-শব্দ অনুক্ষণ, শুনি' সুখসমুদ্র বাঢ়য় ॥
ময়ূরগণ উচ্চস্বরে, কেও কেও শব্দ করে, কপোতের ঘুৎকৃতি উচ্চার।
শুকশারিকাদিগণ, গান করে অনুক্ষণ, রাধাকৃষ্ণ-লীলা-অনুসার ॥
এই মত নানা পক্ষ, নানা মত শব্দে দক্ষ, আনন্দে বিহরে বৃন্দাবনে।
নিরন্তর বৃন্দাদেবী, রহে সেই স্থান সেবি, তেঁহো যারে কৃপা করে মনে ॥
সেই পায় দরশন, অন্যের নাহি গমন, তার কৃপায় সর্ব্বসিদ্ধি হয়।
সংক্ষেপার্থে নিরূপণ, বৃন্দাবন-বর্ণন, কহিলাম এইত নিশ্চয়।

এই ত কহিল বৃন্দাবনের বর্ণন। এবে রাধাকৃষ্ণ-রূপ করিয়ে রচন ॥

ততঃ **শ্রীকৃষ্ণস্য—**

কন্দর্প-দর্শনাশায় ভঙ্গুরভ্রূভুজঙ্গমঃ।
নানামুক্তা-সমাসক্তশ্চারুচন্দ্রাননেক্ষণঃ ॥ ইতি

অস্যার্থঃ—

বৃন্দাবনে বিলসয়ে, মনোহর বেশ হয়ে, সেই বেশে ত্রিভুবন-লোভা।
কিশোর বয়স অতি, নীলোৎপল জিনি দ্যুতি, অগুরুচন্দন অঙ্গশোভা ॥
চাচর চিক্কণ চুলে, চূড়ার ভঙ্গিম ভালে, তাহে শোভে মালতীর মালা।
মল্লিকা রঙ্গণ ফুল, শোভে চূড়া দুই কূল, মউর-পুচ্ছেতে করে আলা ॥
অলকা তিলক চান্দ, রমণীর মালা ফান্দ, কিবা শোভা কপাল উপরে।
ভাঙ অতি মনোহর, কন্দর্পের দর্পহর, নয়ান-কটাক্ষে মুগ্ধ করে ॥
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে, গণ্ড অতি ঝলমলে, স্বর্ণহার গলায় শোভয়।
হাথে বাজুবন্ধ বালা, বক্ষে শোভে মুক্তামালা, কটিতটে কিঙ্কিণী সাজয় ॥
পীতবাস পরিধান, চরণে নূপুর গান, সুমধুর শোভা অতিশয়।
লক্ষ্মী যার প্রাপ্তি লাগি, হয়ে অতিঅনুরাগী, যত্ন করে প্রাপ্তি নাহি হয় ॥
ব্রজবধূ-প্রাণধন, সেই পদ্মলোচন, বিলসয়ে বৃন্দাবন-মাঝে।
রাধিকার প্রাণনাথ, গোপীগণ করি সাথ, হাস্যকটাক্ষ রস সাজে ॥
সংক্ষেপে কহিল এই কৃষ্ণের বর্ণন। এবে রাধিকার ধ্যান করিয়ে কথন ॥

অথ শ্রীরাধিকায়াঃ—

বামাঙ্গ-সংস্থিতা দেবী রাধিকা বার্ষভানবী।
সুন্দরী নাগরী গৌরী কৃষ্ণহৃদ্ভৃঙ্গমঞ্জরী ॥ ইতি

অস্যার্থঃ যথারাগঃ—

বৃষভানু-সুতা রাই, তুলনা দিবারে নাই, কৃষ্ণ-বাম-অংশে তার স্থিতি।
কাঁচাসোণা অঙ্গকাঁতি, সুন্দরী নাগরী অতি, ত্রিভুবন জিনি হয়ে মূর্ত্তি ॥
চাঁচর কেশের বেণী, লাম্বিয়াছে যেন ফণী, পট্টজাদে তাহার বন্ধন।
[illegible]া জাতি গন্ধ অতি, মল্লিকা মালতী যূথী, কেশের সাজনী বিলক্ষণ ॥

কপালে মুকুতা-পাঁতি, সিন্দূরের শোভা অতি, ভুরু পরে অলকা সাজনী।
ভাঙ ভঙ্গী অতিশয়, দেখি কাম পরাজয় দূরে থাকে হঞা দর্পহানি ॥
নয়ান-কটাক্ষ-শরে, কৃষ্ণকে মোহিত করে, নাসা-আগে মুকুতা সাজনী।
বদন-কমল-শোভা, কৃষ্ণ-ভৃঙ্গ-মনোলোভা, অধরের শোভা বিম্ব জিনি ॥
সুন্দর মুকুতাপাঁতি, জিনিঞা দশন-দ্যুতি, মৃদু হাস্য করে ঝলমল।
তাড় বাহুটি আর, পহুঁছি গাথনি ভাল, শ্রীহস্ত উপরে সাজে ভাল ॥
নানা চিত্র কাঁচলি, কুচযুগে সাজে ভালি, সুপট্ট বসন পরিধান।
কটিতটে কিঙ্কিণী, সুমধুর বাজনী, নীল উড়নি মনোরম।
তাহে অঙ্গভঙ্গী কত, সঙ্গে নিজ সখী যত, মোহিত করয়ে কৃষ্ণ-মনে ॥
রাসাদি বিলাস রসে, রহে কৃষ্ণ-বামপাশে, কুঞ্জমধ্যে রত্নসিংহাসনে ॥
সংক্ষেপে কহিল রাধাকৃষ্ণের বর্ণন। চতুর্দ্ধা সম্ভোগরস কহিব এখন ॥

তত্র **সংক্ষিপ্ত-সম্ভোগঃ—**

পূর্ব্বরাগ পরে যবে হয়েত মিলন। ভয়লজ্জাযুত কিছু সশঙ্কিত মন ॥
সম্ভোগের কালে কান্তাকুচ-আকর্ষণ। চাঞ্চল্য-কারণে কুচে নখ ক্ষত হন ॥
অল্পে অল্পে সম্ভোগয়ে, চুম্বনাদি করে। সংক্ষিপ্ত লক্ষণ এই মত পরচারে ॥

তথাহি (উ নী ১৫।১৯২)—

যুবানৌ যত্র সংক্ষিপ্তান্ সাধ্বসব্রীড়িতাদিভিঃ।
উপচারান্নিষেবেতে স সংক্ষিপ্ত ইতীরিতঃ ॥

অথ **সংকীর্ণঃ—**

নায়িকার মান-অন্তে নায়ক মিলয়। মানগত ক্রিয়া চিত্তে আসি উপজয় ॥
সম্ভোগের কালে বীরগুণ প্রকাশয়। নায়িকা-অধরে দন্তাঘাত যে করয় ॥
নখাগ্রে অঙ্কিত কুচযুগ অতিশয়। ঈর্ষ্যাকষায়িত চিত্তে সম্ভোগ করয় ॥
সে সম্ভোগে নায়িকা-ব্যামোহ অতিশয়। তথাপি নায়ক প্রতি কিছু না কহয় ॥

কিঞ্চিৎ তপ্তেক্ষু যেন করিতে চর্ব্বণ। মুখ জ্বলে ত্যজ্য নহে স্বাদুর কারণ॥
রতিসুখে মগ্ন হঞা কিছুই না জানে। এইমত কহি সংকীর্ণ সম্ভোগ-লক্ষণে॥

তথাহি (উ নী ১৫।১৯৫)—

যত্র সংকীর্য্যমাণাঃ স্যুর্ব্যলীকস্মরণাদিভিঃ।
উপচারাঃ স সংকীর্ণঃ কিঞ্চিত্তপ্তেক্ষুপেশলঃ॥ ইতি

এইমত সংকীর্ণ সম্ভোগ বিবরণ। এবে কহি **সংপন্ন** সম্ভোগ যে লক্ষণ॥
প্রবাস হইতে কান্ত আসিয়া মিলয়ে। নায়িকা সহিত ভোগে সম্পন্ন সে হয়ে॥

তথাহি (উ নী ১৫।১৯৮)—

প্রবাসাৎ সঙ্গতে কান্তে ভোগঃ সম্পন্ন ঈরিতঃ॥ ইতি

সেইত সম্ভোগ হয়ে দুইত প্রকার। সাক্ষাৎ গমন, এক প্রাদুর্ভাব আর॥

তথাহি (উ নী ১৫।১৯৮)—

দ্বিধা স্যাদাগতিঃ প্রাদুর্ভাবশ্চেতি স সঙ্গমঃ॥ ইতি

তত্রাগতিঃ—

লৌকিক রূপেতে পুন গমন যে হয়। আগমন বলি' তারে সকলে কহয়॥

তথাহি (উ নী ১৫।১৯৯)—

লৌকিকব্যবহারেণ স্যাদাগমনমাগতিঃ॥ ইতি

অথ **প্রাদুর্ভাবঃ—**

অতিপ্রিয়তমা ব্রজবধূ যে সকল। কৃষ্ণের বিচ্ছেদে প্রেমে সতত বিহ্বল॥
অকস্মাৎ তা সভার হয়ে সাক্ষাৎকারে। তবে যে মিলন প্রাদুর্ভাব কহি তারে॥

তথাহি (উ নী ১৫।২০১)—

প্রেষ্ঠানাং প্রেমসংরম্ভবিহ্বলানাং পুরো হরিঃ।
আবির্ভবত্যকস্মাদ্ যৎ প্রাদুর্ভাবঃ স উচ্যতে॥ ইতি

সংক্ষেপে কহিল এই সংপন্নের বিবরণ। এখনে সমৃদ্ধিমান্ করিব বর্ণন ॥

অথ **সমৃদ্ধিমান্**—

পারতন্ত্র্যবশে দোঁহে রহে দুই স্থানে। পরম দুর্ল্ভ অন্যোন্য দরশনে ॥

তবে যে মিলন সম্ভোগাতিরিক্ত হয়ে। সেই ত সমৃদ্ধিমান্ কহিল নিশ্চয়ে ॥

যথা (উ নী ১৫।২০৬)—

দুর্ল্ভালোকয়োর্যূনোঃ পারতন্ত্র্যাদ্বিযুক্তয়োঃ।

উপভোগাতিরেকো যঃ কীর্ত্ত্যতে স সমৃদ্ধিমান্ ॥ ইতি

ব্রজবধূগণ সব দূর প্রবাসান্তে। কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণসহ মিলিলা একান্তে ॥

সভে অতিশয় কৃষ্ণসঙ্গানন্দ পাঞা। পাসরিল দুঃখ চান্দমুখ নিরখিঞা ॥

তথাহি পদম্—

সোইত পরাণনাথ পাইলুঁ। যাঁহা লাগি মদন-দহনে ঝুরি গেলুঁ ॥ ধ্রু

তথাহি (ললিতমাধবে ৭।১৮)—

দগ্ধং হন্ত দধানয়া বপুরিদং যস্যাবলোকাশয়া

সোঢ়া মর্ম্মবিপাটনে পটুরিয়ং পীড়াতিবৃষ্টির্ময়া।

কালিন্দীয়তটী-কুটীরকুহর-ক্রীড়াভিসারব্রতী

সোঽয়ং জীবিতবন্ধুরিন্দুবদনে! ভূয়ঃ সমাসাদিতঃ ॥ ইতি

এই ত সম্ভোগলীলা করিল বর্ণন। যাহার শ্রবণে ভক্তের কর্ণরসায়ন ॥

শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশ। এ রসকলিকা কহে নন্দকিশোর দাস ॥

ইতি শ্রীরসকলিকাগ্রন্থে সম্ভোগচতুষ্টয়-বর্ণনং নাম

ত্রয়োদশ-দলম্ ॥ ১৩

(চতুর্দশ দল)

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
শ্রীগুরু গোসাঞি জয় কৃপা কর মোরে। মো সম পতিত নাহি জগত ভিতরে।
সম্ভোগানুকরণ এবে শুন শ্রোতাগণ। চতুর্দ্ধা সম্ভোগ এই করিল বর্ণন॥

সম্ভোগানুকরণম্—

দর্শন, কথন আর হয়েত স্পর্শন। বনবিহার, বংশীচৌর্য্য, দান-বিবরণ॥
নৌকাখেলা, জলকেলি, সঙ্কেতমিলন। সংক্ষেপার্থে এই সব করিয়ে বর্ণন॥

তত্র **দর্শনম্**—

দর্শন হইলে দোঁহার হর্ষচিত্ত হয়। নেত্রের চাঞ্চল্য আদি বাঢ়ে অতিশয়॥
নানা অঙ্গভঙ্গী করি পথে চলি যায়। গ্রীবা ফিরাইয়া ক্ষণে অর্দ্ধনেত্রে চায়॥

অথ **কথনম্**—

নায়ক নায়িকা দোঁহে একত্র মিলয়। নানা রসকথা কহে অঙ্গে কম্প হয়॥
সম্ভোগ-সন্ধান করি নায়ক পুছয়। নায়িকা হৃদয়ে সুখ, বাহে নিষেধয়॥

অথ **স্পর্শনম্**—

নায়িকা নিভৃতে বসি' থাকেন যখন। সখীগণ নাহি থাকে, নাহি অন্যজন॥
হেনই সময়ে নায়ক-আগমন হয়। ইতি উতি দৃষ্টি করি' গৃহে প্রবেশয়॥
নায়ক-নায়িকা চিত্তে আনন্দ বাঢ়য়। অন্য জন দেখে বোলি, আশঙ্কা আছয়॥
স্থির হইতে না পারে নায়িকা হাতে ধরে। মহাব্যগ্র হঞা শয্যা-অঞ্চল উপরে॥
চুম্বনালিঙ্গন করি' সম্ভোগ করয়। কুচ-যুগে নখাঘাত করে অতিশয়॥
নায়িকা-হৃদয়ে নায়ক নিজবক্ষ ধরে। মহানন্দে মগ্ন অতি বিহ্বল অন্তরে॥
সম্ভোগ সমাধি' চতুর্দ্দিকেতে চাহিয়া। ত্রাসযুক্তা হঞা যায়, আত্মা লুকাইয়া॥
নায়িকা বসিয়া রহে সেইত মন্দিরে। সম্ভোগের চিহ্ন নিজ অঙ্গে দৃষ্টি করে॥

হেনকালে সখীগণ আসিয়া মিলয়। তা' সভা দেখিয়া রাই অতিব্যস্ত হয়॥

তথাহি পদম্—

মন্দিরে বসসি	চান্দ ফান্দাওসি	তারার গাঁথসি হার।
বসে জলনিধি	অঙ্গুলে মথসি	গণসি পানিক ধার॥
	অতত্র বড়ি সাহস তোর।	
যে রস উপজল,	নিয়ড়ে রহি গেল,	কেহো না পাওল ওর॥ ধ্রু
আচলের বায়ে,	অচল চালসি,	সাগর গণ্ডুষে খাও।
কেনে কুবুধিনী,	কাল ভুজঙ্গিনী,	জিয়ন্তে ধরিতে চাও॥
গগন মণ্ডলে,	সেজ বিছাওসি,	চান্দকে মাগসি কোর।
কুলিশ খসই,	দশনে ধরসি	এ বড়ি সাহস তোর॥
সুমেরু-শিখর,	গরবে গিলসি,	কাটিয়া থাপসি নীর।
অলপ বয়সে,	এতেক চাতুরী,	জগতে বোলসি ধীর॥
জ্ঞানদাস কহে,	কাহ্নু সে রাহু,	রাই সে নবীন শশী।
ভক্ষ্য সামগ্রী,	একত্র করিয়া,	চমকি রহসি বসি॥

অস্যার্থঃ—

কৃষ্ণের অঙ্গের মালা চন্দ্রসম দীপ্ত। সেই মালা হয়ে রাই-বক্ষোপরি লিপ্ত॥
মুকুতার হার তাতে যেন তারা সম। সখীগণ কহে তারা-হার গাঁথ কেন॥
জলনিধি শব্দে কহি সমুদ্র সকল। এথা ক্ষীরনিধি হয়ে ও কুচমণ্ডল॥
সেই কুচ-সমুদ্র অঙ্গুলে মথহ। নখরেখ লাগিয়াছে তাহা নিরিখহ॥
সখী কহে—রাই তোমার অদ্ভুত চরিত। জলধারাগণ যেন হেন লয়ে চিত॥
বড়ই সাহস এই হয় যে তোমার। কৃষ্ণসঙ্গে লীলা কৈলা—আনন্দ অপার॥
নিকটে যে রস হৈল সেহো দূরে গেল। আমরা তোমার সখী কিছু না জানিল॥
সম্ভোগের কালে বুঝি আঁচল পাড়িলা। সেই আঁচলের বায়ে অচল চালিলা॥

কৃষ্ণচন্দ্র হয়ে অতি রসের সাগর। আলিঙ্গন-গণ্ডূষরূপে তাহা পান কর॥
কুবুধিনী প্রায় কেনে কালসর্প ধর। নাভিলোম-লতা সেই সর্পের আকার॥
গগন-মণ্ডল বক্ষ তাহে শয্যা কর। কৃষ্ণচন্দ্রে কোল দিয়া বক্ষোপরে ধর॥
কুলিশ নির্গত কালে আরক্তিমা হয়। সেই আরক্তিমা বর্ণ কৃষ্ণাধর কয়॥
তাহা দন্তে ধর তুমি আনন্দিত মনে। বড়ই সাহস তোমার না যায় কথনে॥
সুমেরু-শিখর গর্ব্বে করহ ভক্ষণ। নীর কাটিয়া তাহা করহ স্থাপন॥
অলপ বয়সে তুমি এতেক চতুর। জগতের লোক কহে—ধীর প্রচুর॥
জ্ঞানদাস কহে শ্রীকৃষ্ণ রাহু হন। তুমিত নবীন শশী তার ভক্ষ্য সম॥
মনেতে বাসনা করি, আছয় বসিয়া। ভক্ষ্য সামগ্রী সব একত্র করিয়া॥
এইত কহিল সখী উক্তি রসোদ্গার। দর্শন, কথন, আর স্পর্শন প্রচার॥
সংক্ষেপে কহিল তিন এবে কহি আর। রাধাকৃষ্ণ দোঁহে যৈছে করেন বিহার॥
পুষ্পত্রোটনলীলা আর বংশী-হরণ। এ দুই কহিয়ে তাহা শুন শ্রোতাগণ॥

অথ বনবিহারঃ—

পূর্ব্বাহ্ণ সময়ে রাই সখীর সহিতে। গমন করয়ে সূর্য্য-পূজার নিমিত্তে॥
আগে সূর্য্যমণ্ডপে গিয়া উপস্থিত হয়। পূজার সামগ্রী তথা সকলি রাখয়॥
বৃদ্ধাগণ স্থানে কহে চাতুরী করিয়া। পুষ্প তুলি আনি যাই সখীগণ লৈয়া॥
ইহা কহি কুঞ্জে গিয়া পুষ্প তোলে রাই। আচম্বিতে কৃষ্ণচন্দ্র আইলা তথাই॥
দোঁহে দোঁহা দৃষ্টি করি আনন্দ বাঢ়য়। মৃদু হাস্য করি রাই সখীগণে কয়॥
হের দেখ কৃষ্ণচন্দ্র সম্মুখে আইলা। সখীগণ তারে দেখি চমকি হাসিলা॥
দরশন করি পুষ্প তোলেন সঘন। কৃষ্ণের আগ্রহ বাড়াইবার কারণ॥
অতিত্বরান্বিত কৃষ্ণ নিকটে আইলা। মিথ্যা ক্রোধ করি কিছু কহিতে লাগিলা॥
কেবা তুমি সব পুষ্প তোল কি কারণ। যুবতী হইয়া কেনে বনে আগমন?

নিতি পুষ্প চুরি কর, ভয় নাহি মনে।
আজি সভা লৈয়া যাইব রাজা-বিদ্যমানে॥

এ কথা শুনিয়া সভে কহেন বচনে। তোমার কি অধিকার এই কুঞ্জবনে ?
কৃষ্ণ কহে অধিকার রাজ-আজ্ঞাক্রমে। পালন করিয়ে স্থান, ফিরি বনে বনে॥
এতদিনে বিধি মোরে সকরুণ হইল। তেঁই পুষ্পবনে তো সভার লাগ পাইল॥
ধরিয়া লইয়া যাব রাজসন্নিধানে। উত্তম করিব কার্য্য যে আছয়ে মনে॥
বিশাখা কহেন,—শুন নন্দের নন্দন। কহ দেখি ইঁহা রাজা হয়ে কোন্ জন॥
কৃষ্ণ কহে—কন্দর্প নাম রাজ-শিরোমণি। যাহার প্রতাপে ধৈর্য্য ছাড়ে সব প্রাণী॥
তোমা সভা স্থানে ইহা বেদ্য নাহি হয়। তেঞি পুষ্প তোল সবে হইয়া নির্ভয়॥
এত বলি বাহু মেলি পথ আগুলয়। রাই-অঙ্গে ব্যভিচারী ভাবের উদয়॥
গর্ব্ব অভিলাষ নানাভাবে অঙ্গ শোভা। তাহা দেখি কৃষ্ণ-মন হয় অতিলোভা॥
সখী কহে ভাল হৈল পথ আগুলিলে। এ বোল বলিয়া আর অন্য পথে চলে॥
পুনর্ব্বার কৃষ্ণ সেই পথ আগুলয়। যাইতে না পারি সভে দাণ্ডাইয়া রয়॥
সখীগণ কহে,—কৃষ্ণ! ছাড় চতুরাই। পথ ছাড়ি দেহ কৃষ্ণ! মোরা সব যাই॥
তুমি রাজ-আজ্ঞাবহ জানিল নিশ্চয়। ব্যতিক্রম-আচরণে ভাল নাহি হয়॥
কৃষ্ণ কহে—পথ আমি ছাড়িয়া না দিব। তোমা সভা লৈয়া রাজসন্নিধানে যাব॥
শুনিয়া ললিতা কহে স্বগর্ব্ব প্রচারি। কি কহিলা পুন কৃষ্ণ কহত বিচারি॥
এই স্থানাধ্যক্ষ কেবা ইহা না জানিয়া। কন্দর্পকে রাজা কহ তার বশ হৈয়া॥
বৃন্দাবন ভূমে রাজা রাধিকা সুন্দরী। ভুবন-বিদিতা নাম বৃন্দাবনেশ্বরী॥
যার নেত্রবাণে কন্দর্প বিদ্ধ হঞা। স্তুতি করে নিজ গর্ব্ব ধনু তেয়াগিয়া॥
হেন যে রাজার তুমি হও অনুচর। অতঃপর সাবধানে যাহ স্থানান্তর॥
মিথ্যা বাক্যোদ্‌গমে কিছু নাহি প্রয়োজন। পথ ছাড়, শীঘ্র যাই সূর্য্যের ভবন॥
এত বলি ললিতা দেবী আগেত চলিলা। পথ ছাড়ি কৃষ্ণ রাধার অঞ্চলে ধরিলা॥
তাহা দেখি সখী সব বনে লুকাইলা। এথা রাই লইয়া কৃষ্ণ করে নানা লীলা॥
দূরেতে বিপক্ষ পদ্মা সে রস দেখিয়া। ক্রোধে কিছু মনে করে ঈর্ষ্যাযুক্ত হঞা॥
আজি এই রাধাকৃষ্ণ একত্র মিলন। জটিলারে শীঘ্র আনি করাব দর্শন॥

এত মনে ঈর্ষ্যা করি বিপক্ষের গণে। শীঘ্র আসি উত্তরিলা জটিলার [illegible]
তারে দেখি বৃদ্ধা কিছু কহেন বচন। শ্রমযুক্ত দেখি কেনে [illegible]
তাহা শুনি পদ্মা কিছু কহিতে লাগিলা। কি সুধাও, তুয়া কুলে [illegible]
কৃষ্ণের সহিতে তুয়া বধূর মিলনে। দেখিয়া আইলুঁ আমি [illegible]
এত শুনি তিঁহো অতি ক্রোধাবিষ্ট হঞা। পদ্মাকে লইয়া সঙ্গে [illegible]
এথা কৃষ্ণ কুঞ্জমধ্যে নানা ক্রীড়া করে। চুম্বন-আলিঙ্গন-সুখে [illegible]
বনে থাকি সখী সব সে রস দেখিয়া। বংশী-চুরি করে অতিসঙ্গোপ[illegible]
এথা রতি-সমাধান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ। বংশীর লাগিয়া অতি হইলা [illegible]
সখীগণ মধ্যে আসি উপস্থিত হৈলা। ব্যাকুল হইঞা কিছু কহিতে [illegible]
সাবধান বংশী মোর কে করিল চুরি। তাহা বিনু এতক্ষণ রহিতে না [illegible]
এ বোল শুনিয়া সভে হাসে মনে মনে। হারাইল বংশী তোমার [illegible]
কেহো বোলে কৃষ্ণের বংশী হারাইল। কে বা এই স্থানে বংশী লুকাইয়া [illegible]

কেহো বোলে ক্রীড়া-রসে কোথা বা রাখিলা।
কোন সখী কহে,—অবা ভালই হইলা॥

কৃষ্ণ কহে—বংশী দেহ হঞা প্রীত মন। নহে আমি উকটিব সভার বস[illegible]
সখী কহে—বস্ত্রে যদি মুরলী না পাও। পণ কর তবে মো সভারে কি [illegible]
এই মতে রসাবেশে আছে সেই স্থলে। জটিলার শব্দ শেষে শুনে হেন [illegible]

অস্তব্যস্ত হৈলা সভে, কৃষ্ণ পলায় বনে।
ত্বরিতে জটিলা তবে আইলা সেই স্থানে॥

তাহারে দেখিয়া সভার অতিভয় হৈল। বিমর্ষ বদনে সব কার্য্য ভুলিলে[illegible]
ক্রোধাবিষ্ট হঞা বৃদ্ধা কহে সখীগণে। সভে মেলি কিবা কার্য্য কর এ[illegible]
লোক-মুখে তো সভার যে লীলা শুনিল। সেই সব কার্য্য আমি প্রত্যক্ষ [illegible]
শুনিয়া ললিতা কহে—শুন ঠাকুরাণী। কি কার্য্য করিনু কেনে কহ ক্রো[illegible]
সূর্য্য-পূজা লাগি পুষ্প তুলিতে আইলুঁ। দেখিয়া বনের শোভা ক্ষণেক রহিলুঁ

তিঁহো কহে ভাল হৈল পুষ্প যে তুলিলে। অতঃপর সূর্য্য পূজি চলহ সকলে ॥
এত দূর আসিয়াছ পুষ্প উঠাইতে। কালি সূর্য্য পূজিবারে দিব ভাল মতে ॥
সূর্য্য পূজিবারে যত সামগ্রী আনিলি। কিছু নাহি দেখি তাহা কারে খাওয়াইলি ॥
চঞ্চলা কুলটা তোরা কলঙ্কের ডালি। ভগবতী-আজ্ঞা লজ্ঘি সকল মজালি ॥
এত বলি রাধিকার ধরিলা অঞ্চলে। তাহে বংশী ছিল পড়ি গেল ভূমিতলে ॥
দেখিয়া জটিলা সেই বংশী তুলি নিল। ক্রোধে ভরি সখীগণে কহিতে লাগিল ॥
ভালই পূজার পুষ্প তোল এইখানে। এই ত পাইল বংশী রাধিকার স্থানে ॥
কৃষ্ণের হাতের বংশী এথা কেনে আইল। বুঝি তার সঙ্গে রাই একত্র আছিল ॥

অতঃপর বুঝিলাম তোমা সভার রীতি।
এই কার্য্যে বধূ লঞা সভে আইস নিতি ॥

ভাল হৈল আজি লোৎ পাইলাম হাথে। দেখাইব তো সভার পতির সাক্ষাতে ॥
এত কহি বৃদ্ধা ক্রোধে তা সভা লইয়া। বাক্যের তাড়ন করি চলে শীঘ্র হৈয়া ॥
তাহা দেখি বৃন্দাদেবী ব্যস্ত হৈলা অতি। শীঘ্র গিয়া কহে কিছু কক্খটীর প্রতি ॥
শুনহ কক্খটী তুমি আমার বচন। জটিলার ঘরে সবে করহ গমন ॥
তাহা গিয়া দুগ্ধ ননী সকলি খাইবা। যতক্ষণাবধি কৃষ্ণের বংশী না পাইবা ॥
শুনিয়া বানরীগণ ধাইয়া সত্বরে। প্রবেশ করিল গিয়া জটিলার ঘরে ॥
দুগ্ধ ননী খায়, ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলায়। মনুষ্য দেখিলে বিকট মুখ করি ধায় ॥
এই মত তারা সব স্বচ্ছন্দ হৃদয়ে। এক গুণ খায়, আর দ্বিগুণ অপচয়ে ॥
তাহা দেখি বালিকা এক শীঘ্র হইঞা। কহিতে লাগিল জটিলার আগে যায়া ॥
দেখ দেখ বৃদ্ধা তোমার গৃহে প্রবেশিয়া। কক্খটীতে দুগ্ধভাণ্ড ফেলায় ভাঙ্গিয়া ॥

ভাণ্ড ভাঙ্গি ননী খায় লাফালাফি করি'।
নিষেধিলে কান্ধে চড়ে বস্ত্র ফেলে চিরি ॥

শুনিঞা জটিলা অতি ধাইলা সত্বরে। ক্রোধে গিয়া কক্খটীরে বংশী ফেলি মারে ॥
এক যে বানরী সেই বংশী লঞা হাতে। ধাইয়া আইলা বৃন্দাদেবীর সাক্ষাতে ॥

আর যে কক্খটীগণ একত্র হইঞা। জটিলারে ভয় দেখায় নিকটে যাইঞা।

ক্রোধে জটিলা লাঠি তোলে মারিবার তরে।
আসিয়া বানরী এক তার বস্ত্রে ধরে॥

ত্রাসে জটিলা অতি হয়ে থরে থরে। সখী মধ্যে বধূস্থানে গেলেন সত্বরে॥

তাহা দেখি ললিতা কক্খটীগণে বোলে।
দোহাই রাধিকার যদি আইস এই স্থলে॥

রাধানাম শুনি' তারা ফিরিয়া চলিল। দেখিয়া জটিলার মনে বিস্ময় হইল॥
বুঝি মোর বধূ সতী, পতিব্রতা হয়। নহে কি বানরীগণ আমারে ছাড়য়॥
হেন সতী বধূ আমি কুলটা কহিল। তেঞি সব দ্রব্য গেল, অবস্থা পাইল।
এই সব কথা বৃদ্ধা ভাবে মনে মনে। দেখিঞা ললিতা কিছু কহেন বচনে॥
শুন ঠাকুরাণী মোর এক নিবেদন। দুষ্ট-বাক্য শুনি তুয়া চঞ্চল হইল মন॥
রাধিকার প্রতি নানা কুবাক্য কহিলা। দোষ কিছু নাহি কবি নির্দ্দোষে তাড়িলা।
বনেতে কৃষ্ণের বাঁশী পড়িয়া আছিল। তাহা আমি তুলি রাধিকার স্থানে থুইল

সেই বাঁশী পাইয়া মোরে কুবাক্য কহিলা।
তোমার কি দোষ, বিধি কপালে লিখিলা॥

সতী পতিব্রতা মোরা কিছুই না জানি। সূর্য্যপূজা স্বামীর সুকুশল সে মানি॥
জটিলা এতেক বাক্য শুনিয়া শ্রবণে। ললিতার প্রতি কহে মধুর বচনে॥
শুনহ ললিতা তুমি যতেক কহিলা। সত্য মোর মন অতিদুষ্ট হঞাছিলা॥
সে সব সন্দেহ মোর এখনে ঘুচিল। না বুঝি কুলটা-বাক্য বধূরে কহিল॥
যাঁহার দোহাই পাঞা বানরীর গণে। দূরে পলাইল সব ছাড়িঞা এ স্থানে॥
নিশ্চয়ে জানিল, মোর বধূ-পতিব্রতা। অতঃপর আর কার না শুনিব কথা॥
সব দ্রব্য যাউ মোর বধূর নিছনি। কহিতে কহিতে দেবীর নেত্রে ঝরে পানি।
তবে ত জটিলা অতি প্রণয় করিয়া। সভা লঞা নিজগৃহে উত্তরিল গিয়া॥
তথা বৃন্দাদেবী শীঘ্র কৃষ্ণস্থানে গিয়া। বংশী দিয়া সমাচার কহেন হাসিঞা॥

তাহা শুনি কৃষ্ণ অতি আনন্দ পাইলা। বৃন্দাদেবী প্রতি কিছু কহিতে লাগিলা॥

তবে রাধিকার দেখা না পাইতাম আমি।
কক্‌খটী বানরীরে যদি না কহিতে তুমি॥

বংশী লঞা জটিলা সভারে দেখাইত। মো সভা লইয়া মহাপ্রমাদ হইত॥
সেই দুঃখ হইতে আজি করিলা মোচন। তোমা সম বন্ধু মোর নাহি কোন জন॥
এই গুণে বদ্ধ হঞা রহি তুয়া বনে। কদাচিৎ চিত্ত নাহি যায় অন্যস্থানে॥
এতেক কহিয়া কৃষ্ণ মিলে সখাগণে। নানান কৌতুক-রসে করে গোচারণে॥
এই মত হয়ে বংশীচৌর্য্য-বিবরণ। সংক্ষেপে কহিল, সম্যক্ না যায় বর্ণন॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্মে করি আশ। বংশীচৌর্য্য লীলা কহে নন্দকিশোর দাস॥

ইতি শ্রীরসকলিকাগ্রন্থে সম্ভোগানুকরণ-বর্ণনে পুষ্প-
পত্রত্রোটন-বংশীচৌর্য্য-বিবরণ-কথনং
নাম চতুর্দ্দশ-দলম্॥ ১৪

(পঞ্চদশ দল)

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
শ্রীগুরুগোসাঞি জয় কৃপা কর মোরে। মো সম পতিত নাহি জগত ভিতরে॥
তুয়া অনুগ্রহ কৃপালেশ যদি পাই। রাধাকৃষ্ণ দোঁহাকার দানলীলা গাই॥

অথ **দানলীলা-বর্ণনম্**—

ভাগুরি আচার্য্যে বসুদেব বোলাইলা। বিনয় করিয়া তাঁরে কহিতে লাগিলা॥
শুনহ আচার্য্যবর! মোর নিবেদন। ব্রজপুরমধ্যে তুমি করহ গমন॥
মোর এক পুত্র তাহা হয়ে বিদ্যমান। রোহিণীর গর্ভোদ্ভব নাম বলরাম॥

আর মোর মিত্র-পুত্র কৃষ্ণ আছে তথা। দোঁহার কল্যাণে যজ্ঞ করগা সর্ব্বথা॥
গোবিন্দকুণ্ডের তীরে বেদিকা রচিবা। গোপকন্যাদ্বারে নব্য ঘৃত আনাইবা॥
তারা শ্রদ্ধান্তরে স্বর্ণঘটে ঘৃত ভরি। আনিবে, আহুতি তুমি দিবে যজ্ঞোপরি॥
তা সভারে বস্ত্রালঙ্কার দিবে যত্ন মনে। সৌভাগ্যের বর দিহ সব কন্যাগণে॥
এই কথা নন্দ মিত্রে করিহ নিবেদন। যত্ন পাইয়া তিঁহো যেন করেন আয়োজন॥
এই আদেশ আচার্য্য বসুদেবের পাইলা। ত্বরা করি ব্রজে আসি উপস্থিত হৈলা॥
আসিয়া নন্দের স্থানে সম্বাদ কহিলা। শুনি ব্রজরাজ অতি আনন্দ পাইলা॥
বৃষভানু রাজা আদি সভারে বোলাইলা। বসুদেব-বার্ত্তা সব জনেরে কহিলা॥
শুনি সকলের অতি আনন্দ বাঢ়িল। যুক্তি করি সভে পৌর্ণমাসীরে ডাকিল॥
বিনয় করিয়া সভে কহেন বচন। শুন পৌর্ণমাসী মো সভার নিবেদন॥
কৃষ্ণ বলরাম দোঁহার কুশল-কারণে। গোবিন্দকুণ্ডেতে হয়ে যজ্ঞ-আয়োজনে॥
সেই যজ্ঞে গব্যঘৃত লাগে বহুতর। ঘৃতাভাব নাহি কিছু শুনহ উত্তর॥
নবীনা যুবতী সব নারিকার গণে। নব্য ঘৃত স্বর্ণঘটে ভরিয়া যতনে॥
শিরে করি ঘট সভে লঞা যাবে তথা। আশীর্ব্বাদ বস্ত্রালঙ্কার পাইবেন সর্ব্বথা॥
এই কার্য্য কর রাজপাত্র-কন্যাগণে। সম্বাদ কহ, দ্রব্য লঞা যান সেই স্থানে॥
এত শুনি পৌর্ণমাসী আনন্দিত মনে। ক্রমে ক্রমে গমন করিলা সর্ব্ব স্থানে॥
শেষে অভিমন্যালয়ে গমন করিলা। জটিলাকে যজ্ঞবার্ত্তা সকল কহিলা॥
শুনিঞা জটিলা-মনে আনন্দ পাইলা। পৌর্ণমাসী প্রতি কিছু কহিতে লাগিলা॥
শুন পৌর্ণমাসী দেবী মোর নিবেদন। বধূ লঞা তথা তুমি করিবে গমন॥
নবীনা আমার বধূ, কিছু নাহি জানে। কৃপা করি সব তুমি শিখাবে যতনে॥
এত কহি জটিলা পৌর্ণমাসীরে লইঞা। বধূ-অন্তঃপুর মধ্যে উত্তরিলা গিয়া॥
তা সভা দেখিঞা রাই সংভ্রম হইলা। শীঘ্র আসি ভগবতীর চরণ বন্দিলা॥
পৌর্ণমাসী দেবী তারে আশীর্ব্বাদ কৈল। 'বাঞ্ছা পূর্ণ হউ' বলি শিরে হস্ত দিল॥
তবে বধূ-প্রতি বৃদ্ধা কহেন বচন। ভগবতী সঙ্গে যাহ সূর্য্যের ভবন॥

ললিতা বিশাখা প্রতি কহেন চাহিয়া। সাবধানে পথে যাইবে বধূরে লইয়া॥
স্বর্ণ ঘটে নব্য ঘৃত করহ সাজন। এত বলি জটিলা দেবী করিলা গমন॥
তবে রাই সখী লঞা ভগবতী-সঙ্গে। গমন করিলা নানাবিধ রসরঙ্গে॥
রাধাকুণ্ড-তীরে আসি উপস্থিত হৈলা। স্নান ভূষা আদি সভে করিতে লাগিলা॥
বস্ত্র অলঙ্কার বেশ খুলিলা সকলে। রাধাকুণ্ড-নীরে স্নান করে কুতূহলে॥
কেহো রাধিকার অঙ্গ মার্জ্জন করয়। কেহো ঘটভরি জল শ্রীঅঙ্গে ঢালয়॥
কেহো অঙ্গ মোছে কেহো বস্ত্র আনি দেয়। কেহো মণিমুক্তারত্নে ভূষাদি করয়॥
অগুরু কুঙ্কুম অঙ্গে বিচিত্র লেপন। সুগন্ধি পুষ্পমালা কণ্ঠে করয়ে শোভন॥
অতি মনোহর বেশ না যায় বর্ণনে। কত পদ্মিনী মূর্চ্ছে চরণ-দর্শনে॥
এই মত রাই-বেশ করি' সখীগণে। নিজ অঙ্গভূষা তবে করিল রচনে॥
নানা বেশ করি সখী আনন্দিত মনে। রাই লঞা সূর্য্যালয়ে করিলা গমনে॥
সূর্য্যের মন্দিরে রাই উপস্থিত হৈলা। ধ্যান করি গন্ধপুষ্পে পূজাদি করিলা॥
নানা দ্রব্য নিজাভীষ্ট কৈলে সমর্পণ। প্রসাদ লইয়া সভে করিলা গমন॥
এথা কৃষ্ণ শুনিলেন যজ্ঞ-বিবরণ। আনন্দ পাইলা শুনি রাধিকা-গমন॥
সুবল-মধুমঙ্গল-সঙ্গে গমন করিলা। গোবর্দ্ধন-নিকটে আসি উপস্থিত হৈলা॥
হেন কালে শুক তাহা হৈলা উপসন্ন। রাই-আগমন কৃষ্ণে কৈল নিবেদন॥
শুনি আনন্দিত কৃষ্ণ গোবর্দ্ধনোপরে। শ্যামবেদী পরে আসি বসিলা সত্বরে॥
তার চারি-পাশে নানা বিচিত্র চৌতারা। তাহে সখা-সঙ্গে কৃষ্ণ রহে দানীপারা॥
দিব্যাসন দিব্যভূষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ। দান সাধিবার লাগি বসিলা সতৃষ্ণ॥
হেন কালে রাই আইসে সখীগণসঙ্গে। কৃষ্ণ-কথা রসাবেশে মগ্ন প্রেমরঙ্গে॥
নীলপদ্ম হস্তে রাধার মন্থর গমন। সৌন্দর্য্য সৌরভ্য শোভা জিনি ত্রিভুবন॥
তপ্ত-হেম জিনি অঙ্গ স্বর্ণবটী মাথে। এইমত সখীগণ আইসে রাই-সাথে॥
দূর হইতে দেখে কৃষ্ণ রাধার গমন। পুলক হইল অঙ্গে না যায় ধারণ॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে চমকিত মন। হেনকালে আইসে রাই সঙ্গে সখীগণ॥

দেখিয়া সে শোভা নায়কের শিরোমণি। চমৎকার পাঞা সুবলেরে কহে বাণী।
কহ কহ কহ মিত্র ইহার কারণে। লখিতে না পারি কিবা দেখি বিদ্যমানে॥
প্রফুল্ল চম্পক কিবা যূথে যূথে হয়। স্বর্ণযূথী চাঁদ কিবা বেঢ়িঞা আছয়॥
কিবা স্থির বিদ্যুল্লতা আইলা যূথে যূথে। জ্যোতিঃসমূহ কিবা দেখিয়ে সাক্ষাতে॥
নেত্র স্থির করি কৃষ্ণ দেখি পুনর্ব্বার। দেখিলাম—আইলা প্রাণ রাধিকা আমার॥
তাহা বিনে মোর চিত্ত কে করে বিহ্বল। কাহার শকতি এত হয়েত প্রবল।
এইমত কৃষ্ণচন্দ্র সুবলের সঙ্গে। রাই-মুখ হেরি ভাসে প্রেমের তরঙ্গে॥
এথা তুঙ্গবিদ্যা রাই নিকটে যাইয়া। কৃষ্ণ-সমাচার কহে—হরষিত হঞা॥
হের দেখ রাই 'কৃষ্ণ' গিরি-পরে হয়। চতুর্দ্দিগে সখাগণ বেড়িয়া আছয়॥
মরকত-স্তম্ভ জিনি' বাহুর বলন। দলিত অঞ্জন জিনি' অঙ্গ সুচিক্কণ॥
কোটিচন্দ্র শোভা জিনি' বদন উজ্জ্বল। সূর্য্যসম দোলে কর্ণে মকর-কুণ্ডল॥
পরিধান পীতাম্বর রত্নালঙ্কার শোভা। যাহা দেখি সর্ব্বজন-চিত্ত হয়ে লোভা॥
আর এক শুন কৃষ্ণের অপূর্ব্ব মাধুরী। গোপবধূর ধৈর্য্যরূপ ধন করে চুরি॥
কাম-ডোরে সকলেরে বান্ধিয়া রাখয়। চলিতে না পারে সভে দাণ্ডাইয়া রয়॥
ভাঙধনু নেত্র সব যোড়ি পুনর্ব্বার। আকর্ণ পূরিয়া বিন্ধে হৃদি নায়িকার॥
ব্যাকুল হইঞা গোপী ছটফট করে। দয়া নাহি উপজয়ে কৃষ্ণের শরীরে॥
হেন কৃষ্ণ দেখ এই পর্ব্বত উপরে। না জানি কি ফল আজি ধরয়ে সভারে॥
এতেক শুনিয়া রাই নেত্রাঞ্চল তুলি। কৃষ্ণেরে দেখিয়া হয়ে অতিকুতূহলী॥
পুলকিত হৈল অঙ্গ সে রূপ-দর্শনে। অধৈর্য্য হইঞা কহে ললিতার স্থানে॥
হের দেখ অপরূপ নব জলধরে। নীলরত্ন-শোভা কিবা পর্ব্বত উপরে॥
দেখিয়া আমার মন অধৈর্য্য হইল অতি। কি করিব কহ সখী! স্থৈর্য্য হইল গতি॥
ললিতা কহেন শুন সখি শুদ্ধমতি! ওরূপ যে দেখে তার হয়ে এই রীতি॥
কুলবতী-নারী অতি সতী পতিব্রতা। গমন করহ, চল যজ্ঞ-স্থল যথা॥
এত কহি সখীসব হইয়া বেষ্টিতে। মধ্যে রাধা লঞা সভে চলিলা ত্বরিতে।

তা সভা দেখিয়া কৃষ্ণ আনন্দ অন্তরে। গোবর্দ্ধন হইতে তবে নামে ধীরে ধীরে॥
তার আগমন দেখি রাইর অন্তরে। ত্রাস উপজিল অতি কাঁপে থরে থরে॥
ললিতা কহয়ে তারে মধুর বচনে। কাহার শকতি আছে তোমার স্পর্শনে॥

তবে কৃষ্ণ তা' সভার নিকটে আইলা।
সকৌতুক মনে কিছু কহিতে লাগিলা॥

যথারাগ—

শুনহ যুবতীগণ, অঙ্গে রত্ন আভরণ, পরি' কোথা কর্য়াছ গমন।
এ অতি গহন বনে, পর্ব্বতের সন্নিধানে, বুঝি কার প্রতি আছে মন॥
তাহার মিলন লাগি, সভে অতি অনুরাগী, সকলেই যাইছ ত্বরিতে।
বনপথে লুকাইঞা, নানা দ্রব্য ভেট লঞা, দিবে তারে হরষিত চিতে॥
এই অভিলাষ করি, স্বর্ণঘটী মাথে করি, স্বচ্ছন্দ হৃদয়ে যাহ পথে।
ইঁহা রাজচরগণ, সদা ফিরে বনেবন, তাহা বুঝি নাহি জান চিতে॥
এ মত যদি জানিতে, আছয়ে রাজার দূতে, পলাইতে অন্য বনপথে॥
দেখা না পাইত তোর, দিন নিস্ফল হইত মোর, রাজদণ্ড হইত আমাতে॥
বিধি সকরুণ মোরে, মিলাইল তো সভারে, রাজদণ্ড হইতে মুক্ত হইলুঁ।
নিতি তোমা অন্বেষিয়ে, কভু লাগ না পাইয়ে, ভাগ্যফলে অদ্য লাগ পাইলুঁ॥
সকলেরে কাম-ডোরে, বান্ধি' লৈব সত্বরে, থোব লঞা রাজ-কারাগারে।
দণ্ড যে করিব অতি, যৈছন আমার মতি, স্মরণ থাকয়ে জন্মকারে॥
কৃষ্ণের এতেক বাণী, সখী যে বিশাখা শুনি, কহে কিছু সক্রোধ অন্তরে।
শুন হে! নন্দের বালা, সব বুঝি বিছুরিলা, ননীচুরি প্রতি ঘরে ঘরে॥
নবনী না পাঞা হাসি, দুগ্ধভাণ্ড ভাঙ্গ আসি, ত্রাস পাঞা দূরে পালাইলা।
তাহা দেখি যশোমতী, ধায়ে তোমা পাছে অতি, ধরি লঞা বান্ধে উদুখলে॥
শুনি' তোমার বন্ধন, ধাঞা আইলা গোপীগণ, যত্ন করি যশোদার স্থানে।
তুয়া বন্ধন ঘুচাইল, ঘরে শীঘ্র লঞা গেল, ক্ষীর ননী করাইল ভক্ষণে॥

এ অতি তোমার গুণ, বেদ্য আছে ত্রিভুবন, আর এক গুণ কহি শুন।
যমুনার সন্নিধানে, অত্যন্ত নির্জ্জন স্থানে, তাঁহা কাত্যায়নীর সদন।
পূজা লাগি কন্যাগণে, করে জলাবগাহনে, বস্ত্র অলঙ্কার রাখি তীরে।
আসি তুমি ধীরি ধীরি, বস্ত্রভূষা কৈলে চুরি, বৃক্ষ ডালে রহিলা সত্বরে।
কন্যাগণ ক্রীড়া পরে, দেখি বস্ত্র নাহি তীরে, সভে মেলি অন্বেষণ করে।
না পাইয়া স্ববসন, দুঃখী হঞা কন্যাগণ, কহে আজি শাপিমু তাহারে॥
এ কথা শুনিয়া তুমি, সত্বরে বসন আনি, ডাক দিলা সব কন্যাগণে।
শাপো মোরে কি কারণ, লেহ বস্ত্র আভরণ, ত্বরায় আসিয়া সন্নিধানে।
শুনি লজ্জা হেঁটমাথা, কহিতে না পারে কথা, তুমি কর নানা পরিহাস।
তারা সকল বালিকা, বুদ্ধি নহে অধিকা, তেঁই সম্ভব্য হইল সে রস।
এহোঁ সব রাজকন্যা, গাম্ভীর্য্য বুদ্ধিপ্রবীণা, পরিহাস ছাড় তুমি এথা।
তোমার যৈছন মন, হয়ে তৈছে কন্যাগণ, তবে সে সম্ভবে তুয়া কথা।
বিশাখার বাক্য এত, শুনিয়া নন্দের সুত, ক্রোধ-মনে কহেন সত্বর।
শুনহ গোপের পুত্রী, জানি তো সভার রীতি, পরপতি মিলনে তৎপর।
সকল যুবতীগণ, পরি' রত্ন আভরণ, একত্র হইয়া যাহ পথে।
সুন্দর পুরুষ পাইলে, রহ তাঁহা কথা-ছলে, প্রকারে মিলহ তার সাথে।
এই বাঞ্ছা মনে করি, ভেট দ্রব্য শিরে ধরি, ফির পরপতি-অন্বেষণে।
এথা সে সকল কথা, না লাগিবে সর্ব্বথা, এ বড় দুরন্ত রাজস্থানে।
নিজবাঞ্ছা ছাড়ি মনে, চল রাজসন্নিধানে, কর সব দেহত বুঝিয়া।
যদি কিছু ভয় কর, সকলে যাইতে নার, প্রধানেরে দেহত পাঠাইয়া।
তিঁহো যাইয়া রাজ-স্থানে, করি আত্ম-নিবেদনে, আসিবেন সর্ব্ব সমাধিয়া।
তাতে যদি ভয় হয়ে, কহ মুঞি সঙ্গে যাইএ, সখাগণে এথারে রাখিঞা।
এত শুনি রাই-মনে, কিলাকিঞ্চিত ভাবগণে, তঁহি হইলা উদয় সত্বরে।
ক্ষেণে গর্ব্ব বাঢ়ে অতি, ক্ষেণে অভিলাষ মতি, ক্ষেণে আঁখি ছলছল করে।

ক্ষেণে অঙ্গে কম্প হয়, ক্রোধ বাঢ়ে অতিশয়, ক্ষেণে অঙ্গভঙ্গি করে অতি ।
ক্ষেণে হাস্য বদনে, কথা কহে সখী সনে, দেখিয়া বিহ্বল কৃষ্ণ-মতি ॥
কৃষ্ণ কহে নানা কথা, শুনি ক্রোধে ললিতা, কহে কিছু প্রগল্ভ বচনে ।
শুন হে নন্দের সুত, সঙ্গেতে রাখাল যত, গোচারণ কর এই বনে ॥
এ অতি নির্জ্জন স্থান, পর্ব্বতের সন্নিধান, বসিয়া থাকহ দিব্যাসনে ।
দেখিয়া যুবতীগণ, সম্বরিতে নার মন, পথ রোধি' কহ দেহ দানে ॥
কি দ্রব্যের দান চাহ, নিশ্চয় করিঞা কহ, রাজা আগে চাহি কহিবারে ।
তেঁহো এ ভূমির রাজা, আমরা তাঁহার প্রজা, ঘৃত লঞা যাই যজ্ঞতরে ॥
বিঘ্ন না করিহ ইথে, যাও তুমি অন্য পথে, পুনঃ পুনঃ কহি তোমার হিতে ।
যদি কিছু কহ আর, দোষ নাহি মো সভার, কি জানি কি হয়ে বিপরীতে ॥
ললিতা কৃষ্ণের সঙ্গে, করে নানা বাক্যরঙ্গে, দেখিয়া বিশাখা ক্রোধ-মনে ।
রাধিকারে লঞা যায়, ফিরিয়া নাহিক চায়, দেখি বটু কহে কৃষ্ণ-স্থানে ॥
শুন কৃষ্ণ প্রিয়সখা, হের দেখ বিশাখিকা রাধা লইয়া পলাইয়া যায় ।
শুনিয়া বটুর বাণী, তবে কৃষ্ণ গুণমণি, ধাঞা গিয়া পথ আগুলয় ॥
চলিতে না পাই রাই, দাণ্ডাইলা সেই ঠাঁই, কৃষ্ণ-পানে নেত্রাঞ্চল দিঞা ॥
কৃষ্ণ রাধিকার পানে, চাহি রহে অনুক্ষণে, সব অঙ্গ পুলকে ভরিঞা ॥
অন্যাপদেশে রাই কহে, এ বড় আশ্চর্য্য অহে, অবলাজনের এত জ্বালা ।
স্বধর্ম্ম করিতে মন, হৈল যদি সুশোভন, তাথে নানা বিঘ্ন উপজিলা ॥
না বুঝি বিধির রীতি, কৈছে হয়ে তার গতি, এক বাঞ্ছা, আর উপজয় ।
মনে করি সখী-সনে, যাইব যজ্ঞের স্থানে, বিধি তাহে বঞ্চিল আমায় ॥
এত কহি সুন্দরী, কৃষ্ণকে কটাক্ষ করি, মুখ মোড়ি রহে কৃষ্ণ-পানে ।
সে কৃষ্ণ চঞ্চল হঞা, রাইর সমুখে যাঞা, পটাঞ্চল ধরি' করে মনে ॥
অঞ্চল ধরিতে কৃষ্ণ, হৈলা অতি সতৃষ্ণ, তাহা দেখি রাধিকা সুন্দরী ।
নানা অঙ্গভঙ্গি করি, মুখের অঞ্চল সারি, কটাক্ষ করয়ে কৃষ্ণোপরি ॥

কহে—সুমধুর স্বরে, না ছুঁইহ ধৃষ্ট মোরে, ছুইলে হইবে অপযশ।
যজ্ঞ-লাগি ঘৃত লইঞা, যাইয়ে পবিত্র হয়া, ব্রতী ছুইতে না কর সাধ্বস।
রাইর বচন শুনি, হাসি কহে গুণমণি, ভাল হৈল দোঁহে হঁহুঁ ব্রতী
তোমার ব্রত যজ্ঞস্থল, মোর ব্রত দানছল, দোঁহে ভাল মিলিল সংপ্রতি।
অনেক যতনে আমি, করি এ ব্রতখানি, কাম-সায়রে করি স্নানে।
শুদ্ধ রূপে সদা থাকি, কার মুখ নাহি দেখি, তুয়া পথ করিয়ে ধেয়ানে॥
বিধাতা সদয় হঞা, সখী সঙ্গে তোমা লঞা, আনি দিল মোর বিদ্যমানে।
তোমার দর্শন পাইয়া, আনন্দে পূরিল হিয়া, ব্রত পূর্ণ করহ আপনে॥
তোমার সদয় হিয়া, অন্যে না সম্ভবে ইহা, আত্তিবানের আর্ত্তি পূর তুমি।
কৃষ্ণের এতেক রঙ্গ, শুনিয়া রাধার অঙ্গ, পুলকিত কহে মিষ্টবাণী॥
শুনহে নাগর তুমি, যে কিছু কহিয়ে আমি, এ পথে হৈলা কবে দানী।
নিতি সভে আসি যাই, কভুত দেখিয়ে নাই, দানী বলি কখন না শুনি॥
ব্রজরাজ পিতা যার, ধনাভাব নাহি তার, তবে কেন কর হেন কর্ম্ম।
ধন লাগি দান সাধে, তুয়া ধন অবিরোধে, গৃহ মাঝে আছয়ে সংপূর্ণ॥
এইমত রাধাকৃষ্ণ, দুঁহু মনে অতিতৃষ্ণ, নানা বাক্য-রসলীলা করে।
দোঁহার বাক্যে ছল শুনি, সখীগণ সুখ মানি, মগ্ন হয়ে আনন্দ-সায়রে॥
কৃষ্ণ কহে হে সুবল, দান নিতে চাহি বল, বল বিনে অর্থসিদ্ধি হবে?
ইঁহো সব বলবতী, গর্ব্বে স্থির নহে মতি, স্বইচ্ছাতে দান নাহি দিবে॥
অনেক পাইল যত্ন, তভু না মিলয়ে রত্ন, রত্নাভাবে ব্যাকুল অন্তরে।
ইচ্ছা কারো নাহি যশে, তবে মোর কিবা দোষে, এত বলি রাধাঞ্চল ধরে॥
তাহা দেখি সখীগণে, হাসিয়া লুকায় বনে, এথা কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে।
পর্ব্বত-গহ্বর-স্থল, অতি বড় সুশীতল, তঁহি ক্রীড়া করে নানা রঙ্গে॥
সখীগণ বনে রহি, রঙ্গ দেখি সুখ পাই, অন্যোহন্যে ঠারাঠারি করে।
হের দেখ নবঘন, তড়িৎ জড়িত যেন, চান্দগণ ঝলকে উপরে॥

শ্রুতি-পাশে দিনপতি, যুগল দীপিত অতি, আনন্দ-বিহ্বল রসে দোলে ।
জলদ চঞ্চল দেখি, মত্ত হঞা নাচে শিখী, চক্রবাক উঠে মেঘকোলে ।
হেন লীলা দেখি সখী, আনন্দে ঝরয়ে আঁখি, অঙ্গে হয়ে পুলক-প্রকাশ ।
অদ্ভুত সে দানলীলা, রাধাকৃষ্ণ সখী মেলা, কহে দীন নন্দকিশোর দাস ॥

ইতি শ্রীরসকলিকাগ্রন্থে সম্ভোগানুকরণ-কথনে
দানলীলা-বর্ণনং নাম পঞ্চদশ দলম্ ॥ ১৫

(ষোড়শ দল)

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় কৃপাসিন্ধু । জয় জয় নিত্যানন্দ জয় দীনবন্ধু ।
জয় জয় সীতানাথ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র । জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় জয় গুরুগোসাঞি কৃপা কর মোরে । মো সম পতিত নাহি জগত ভিতরে ॥
জয় জয় শ্রোতাগণ শুন একমনে । অপূর্ব্ব অমৃত কথা জলকেলি-স্থানে ।
একদিন সম্ভোগ পরে রসিক রমণ । জলক্রীড়া করিবারে হই গেল মন ।
রাই-করে ধরি চলে সঙ্গে সখীগণ । যমুনার তীরে আসি দিল দরশন ॥
কদম্বের তলে আসি ক্ষণেক বসিলা । সখীগণ লইয়া নানা কৌতুক করিলা ॥
তবে কৃষ্ণ কহে—চল সভে যাই স্নানে । বস্ত্র অলঙ্কার দ্রব্য রাখি এই স্থানে ॥
শুক্ল[১] বস্ত্র পরিধান করহ সকলে । ত্বরা করি ধরাধরি নাম গিয়া জলে ॥
এত বলি কৃষ্ণ শুক্ল-বসন পরিলা । রাধিকার হস্ত ধরি জলেতে নামিলা ॥
পশ্চাতে নামিলা তবে সব সখীগণ । কৃষ্ণ-আজ্ঞা পাইয়া করে মণ্ডলী বন্ধন ॥
চতুর্দ্দিকে গোপীসব সারিবদ্ধ হৈলা । মধ্যে রাধাকৃষ্ণ জলকেলি আরম্ভিলা ॥

১ । শুক্ল—খ ।

প্রথমে আরম্ভ কৈল জল ফেলাফেলি। গোপীগণ লঞা করে মহা হুলাহুলি
কেবা জয় পরাজয় নাহিক নিয়ম। হুড়াহুড়ি করে মত্ত সভাকার মন॥
নব জলধরে যেন তড়িৎ মিলয়। এই মত সভে মেলি কৃষ্ণ বেঢ়ি রয়॥
নানা মত যুদ্ধ, মুখ-নেত্রাদি-কর্ষণ। বাহু-যুদ্ধ করি কৃষ্ণ আকর্ষয়ে স্তন॥
হৃদয়ে হৃদয়ে যুদ্ধ হয়ে অতিশয়। সভে সমবল, নহে জয় পরাজয়॥
এই মত যুদ্ধমধ্যে রসিক রমণ। গোপীগণের বস্ত্র সব করিলা হরণ॥
যমুনার জল অতি সুন্দর চিক্কণ। তাহে গোপী অঙ্গে নাহি বস্ত্র আচ্ছাদন।
সর্ব্বাঙ্গ দেখয়ে কৃষ্ণ আনন্দিত মন। লজ্জা পাইয়া সভে করে অঙ্গ-আচ্ছাদন॥
কেহো করে কর যুড়ি' কুচ-বাস করে। রহিতে না পারি সভে পলাইলা দূরে॥
সভে যাই পদ্মবন-মধ্যে লুকাইলা। এথা রাধা লঞা কৃষ্ণ মহাসুখ কৈলা॥
পরে সখীগণ-স্থানে আসিয়া মিলিলা। নানা হাস-পরিহাসে কথোক্ষণ লীলা॥
এই মত জলক্রীড়া করি নানা রঙ্গে। জলে হৈতে তটে কৃষ্ণ আইলা সভা সঙ্গে॥
গোপীগণ সঙ্গে কৈল তৈল-মর্দ্দন। গন্ধ আমলকী আদি করিল লেপন॥
পুনঃ জলে নাম্বি স্নান সকলে করিলা। তটে আসি বস্ত্রভূষা পরিতে লাগিলা॥
রতন-মণ্ডপে তবে করিলা গমন। নানা মত বেশ তবে কৈল গোপীগণ॥
তবে সখী রাধিকার বেশ বনাইলা। চিত্র-বস্ত্র অলঙ্কার সিন্দূর রচিলা॥
এথা বৃন্দাদেবী ভক্ষ্য সামগ্রী আনিলা। নানা ফলমূল আনি সম্মুখে রাখিলা॥
কতেক প্রকার ফল হয় পরতেক। কহিতে নারিয়ে বৃন্দা আনিলা যতেক॥
কিছু অল্প কহি শুন ফলের গণন। আম জাম খর্জ্জুর নারিকেল-শস্য হন॥
রম্ভা পনস ফল সুপক্ক সুন্দর। কুল বকুল ফল শোভে থরে থর॥
তাল বেল আতাফল ক্ষিরিণী বহু হয়। সুপক দাড়িম্ব ফল শোভে অতিশয়॥
জম্বীর ফল হয়ে অনেক প্রকার। কেহো অম্ল হয়ে কেহ মধুর প্রচার॥
নারঙ্গ ছোলঙ্গ আদি কমলা মধুর। গোঁড়া লেম্বু কাগজী যত অম্ল প্রচুর॥
লতা-ফল নাম হয়ে কতেক প্রকার। খরমুজা তরমুজা কর্কটি ফল আর॥

শশা ফল আদি করি নানা মত হয়। সেই সব ফল বৃন্দা তুলিয়া আনয় ॥
সংস্কার করিয়া ফল স্বর্ণপাত্রে করি। সকৌতুক মনে সব রাখে সারি সারি ॥
শ্রীরত্নমন্দির-মধ্যে রত্নপীঠ পাড়ি'। সুবাসিত জল রাখে স্বর্ণপাত্রে ভরি ॥
এই মত বৃন্দা সব দ্রব্য সংস্কারিলা। সখীর সাক্ষাতে সেই সব আনি দিলা ॥*
গঙ্গাজল লাড়ু অমৃতগুটিকা মধুর। ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ আর খিরিষা প্রচুর ॥
পুরী কচোরী আদি যতেক প্রকার। শর্করা-মিশ্রিত দুগ্ধ সর হয় আর ॥
ছেনা নাড়ু দুগ্ধ আদি যত দ্রব্য হয়। সামগ্রী দেখিয়া কৃষ্ণের আনন্দ বাঢ়য় ॥
হরষিত মনে কৈল বন্য-ভোজন। ভোজন করিয়া পুন কৈল আচমন ॥
সখীগণ-সঙ্গে রাই ভোজন করিলা। এথা বৃন্দাদেবী কুঞ্জ-শয্যাদি রচিলা ॥
রাধাকৃষ্ণ আসি শয্যা-উপরে বসিলা। মঞ্জরিকাগণে সেবা করিতে লাগিলা।
তাম্বূল যোগায় কেহো চামর ঢুলায়। কেহো পাদ সেবা করে দুঁহু সুখ পায় ॥
নিদ্রার আলস দেখি সব সখীগণে। বাহিরে আইলা অতি আনন্দিত মনে ॥
সখীগণ আসি তবে শয়ন করিলা। এইমত ক্রীড়া-রসে নিশান্ত হইলা ॥
ত্বরিতে আসিয়া রাধাকৃষ্ণ দুইজনে। নিজ নিজ স্থানে সভে করিলা গমনে ॥
এইত কহিল জলকেলি-বিবরণ। এখনে সঙ্কেত-লীলা করিয়ে বর্ণন ॥

অথ **সঙ্কেত-লীলা**—

যথারাগঃ—

প্রহরেক রাত্রি পরে, কৃষ্ণ অভিসার করে, বৃন্দাবনে হয়ে উপসন্ন ॥
বনেশ্বরী বৃন্দাসখী, কৃষ্ণ-আগমন দেখি, আনি দিল রত্ন-সিংহাসন ॥
কৃষ্ণ আসি তরুমূলে, বসিলা আসনোপরে, বৃন্দা প্রতি জিজ্ঞাসে বচন ॥
রাই-আগমন বার্ত্তা, পুছেন তাঁহার কথা, বৃন্দা কহে নহে আগমন ॥

* খ-পুস্তকে পাঠ—এইমত বৃন্দা সব সামগ্রী আনিলা। কৃষ্ণ আসি রত্নপীঠ উপরে বসিলা ॥
কৃষ্ণের কারণে রাই যে দ্রব্য আনিলা। সেইসব দ্রব্য সখী সাক্ষাতে আনি দিলা ॥

শুনি বিষাদিত মন, কৈছে হয়ে আগমন, তবে বৃন্দা দূতী পাঠাইলা।
গমন করয়ে দূতী, মনে আনন্দিত মতি, রাধা আগে উপস্থিত হৈলা॥
দেখি' দূতী-আগমন, কহে সব সখীগণ, কিবা সমাচার কহ শুনি।
দূতী করে নিবেদন, কুঞ্জে কৃষ্ণ-আগমন, মোরে পাঠাইল ব্যাজ জানি॥
পুনঃ কহে শুন রাই, আইলাম তোমার ঠাঁই কৃষ্ণ পাঠাইয়া দিল মোরে॥
তোমার লাগিয়া অতি, ব্যাকুল কৃষ্ণের মতি, 'রাধা রাধা' বোলে উচ্চস্বরে॥
শুনিঞা পতত্রি-নাদে, তবে কহে আইলা রাধে, কত দূর হই আগুসারে।
এমতি প্রলাপ করে, না দেখিয়া তোমারে, তিল এক রহিতে না পারে॥
এতেক বচন শুনি, রমণীর শিরোমণি, সখীগণে কহেন ডাকিঞা।
বস্ত্র অলঙ্কার মোর, অপূর্ব্ব বেশাদি কর, দরশনে চলহ সাজিয়া॥
রাধিকার সহোদরী, শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী, বস্ত্র অলঙ্কার আনি দিলা।
রাধিকার বেশ করে, উল্লসিত অন্তরে, সুপট্ট-বসন পরাইলা॥
লোটন সাজয়ে অতি, নানা গন্ধ পুষ্প অতি, কেশের সাজনি অতিশয়।
ললাটে সিন্দূর দিল, অলকা-শোভিত ভাল, দ্বিনয়নে কজ্জল রচয়॥
কুচপরি কাঁচলি, শোভা করে অতিভালি, নানা অলঙ্কার বেশ করে।
কর্ণে চাকিবৌলি দিল, বক্ষে হার পরাইল, তাড় বাহুটি দিল করে॥
কঙ্কণ পহুঁচি দিল, অঙ্গুলে অঙ্গুরী ভাল, নাসা-আগে বেসর শোভয়।
কটীতে কিঙ্কিণী সাজে, চলিতে মধুর বাজে, পদযুগে নূপুর সাজয়॥
নূপুর উপরে সাজে, ঘুঙ্গুর আটবঙ্ক মাঝে এইমত নানা বেশ কৈলা॥
রাধিকার বেশ যত, সখীগণ কৈল তত, সভে মেলি অপূর্ব্ব সাজিলা॥
কৃষ্ণ-ভক্ষ্য লাগিয়া, সব দ্রব্য সাজাইয়া, হাতে করি নিল সখীগণ।
রাই কহে চল সখী, শ্যামচান্দে যাঞা দেখি, এত কহি করিলা গমন॥
আগে পিছে সখীগণ, করিলেন সুশোভন, মধ্যে রাধা চলিতে লাগিলা।
কৃষ্ণকথা-রসাবেশে, সখীগণ আশে পাশে, নানাভাব উদয় করিলা॥

কম্পে অঙ্গ পুলকিত, সদা কৃষ্ণগত-চিত, আবেশে হেলয়ে সখীঅঙ্গ ।
মন্থর গমনে চলে, কৃষ্ণ কত দূরে বোলে, এইমত প্রেমের তরঙ্গ ॥
বৃন্দাবনে উপস্থিত, দেখি তরু প্রফুল্লিত, নানা পুষ্প বিকসিত হয় ।
দেখি রাধা-আগমন, বৃক্ষডালে পক্ষিগণ, গান করে আনন্দ বাঢ়য় ॥
বসি কল্পতরু-মূলে, কৃষ্ণ অতিচিন্তাকুলে, হেন কালে রাধিকা আইলা ।
দেখি তাঁর বদন, কৃষ্ণ আনন্দিত-মন, কৃষ্ণ দেখি রাই হৃষ্ট হৈলা ॥
কৃষ্ণ সমাদর করি, উঠিলেন আগুসরি রাধিকারে হৃদয়ে ধরিলা ।
দুঁহু স্পর্শে দুঁহু অঙ্গ, হয়ে প্রেমের তরঙ্গ, কৃষ্ণ উরুপরি বসাইলা ॥

তথাহি পদম্—

আদরে আগুসরি, রাই হৃদয়ে ধরি, ইত্যাদি তথা ···
দুঁহু মুখ হেরইতে, দুহু ভেল ভোর । দুঁহুক নয়নে বহে প্রেমকি লোর ॥

তথা জয়দেবঃ—

রাধাবদন-বিলোকন-বিকসিত-বিবিধ-বিভঙ্গম্ ।
জলনিধিমিব বিধুমণ্ডল-দরশনে তরলিত-তুঙ্গতরঙ্গম্ ॥

নেহারি রাধিকা মুখ, অন্তরে বাঢ়ই সুখ, নানামত ভাবের উদয় ।
চন্দ্র-দরশনে যেন, সমুদ্র-তরঙ্গ ঘন, রাই-দরশনে তেন হয় ॥
কৃষ্ণমুখ-দরশনে, রাধা আনন্দিতমনে, অবশ হইলা অতিশয় ।
ধরিতে না পারে অঙ্গ, বাঢ়ে প্রেমের তরঙ্গ, কেহ কাহো ধরিতে নারয় ॥
আহ্লাদিত সখীগণ, দেখি দোঁহার বদন, পুলকে ভরল সব অঙ্গ ॥
বৃন্দাবনে তরু যত সভে হৈলা পুলকিত, কোকিল ময়ূর আর ভৃঙ্গ ।
কুঞ্জ সব দীপ্ত হৈল, দোঁহার দর্শন পাইল, নানামত পুষ্প বিকসিতে ।
দুই রূপ উজ্জ্বলে, বৃন্দাবন আলো কৈলে, অন্ধকার দূরে চারিভিতে ॥
এইমত দুই জনে, হইলেন নিমগনে, তাহে যেবা ভাবের বিকারে ।
সেই ভাব অল্পাক্ষরে, করিলাম পরচারে, এবে কহি আর যেবা হয় ॥

শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পদ, সেই মোর সম্পদ, তাহা বিনে অন্যে নাহি আশ।
অভিসার মিলন, সংক্ষেপার্থে নিরূপণ, কহিল এ নন্দকিশোর দাস॥
অতঃপর শ্রোতাগণ শুন একমনে। রাধাকৃষ্ণ দোঁহে রাস হয়ে যেই মনে॥

অথ **রাসঃ**—

যথারাগঃ—

রাধাকৃষ্ণ দুই জনে, বসিয়াছে একাসনে, সখীগণ করে দরশন।
কেহ মাল্যগন্ধ দেয়, কেহ চন্দন লেপয়, কেহ করে ফুল বরিষণ॥
আনন্দিত রাধা কাহ্নু প্রেমের পুতুলি জনু, সখীমাঝে করিয়া গমন।
রাইর দক্ষিণ কর, ধরি প্রিয় গিরিধর, দেখিয়া ফিরয়ে বৃন্দাবন॥
আগে পাছে সখীগণ, করে ফুল বরিষণ, এই মতে ভ্রমণ করিলা।
পরে সখী যে সকল, করি' রাসমণ্ডল, কর-ধরাধরি দাণ্ডাইলা॥
মধ্যে কৃষ্ণ বেণুধারী, রাধিকারে বামে করি, ত্রিভঙ্গিভঙ্গিতে রহিলা।
খেলে রাধামুখ ধরি, চুম্বন করয়ে হরি, নানামত কৌতুক করিলা॥

তথাহি পদম্—

ভজহুঁ ভজভজ, সদাই রসে মজ, শ্রীনিকুঞ্জকানন-মাঝারে।
শ্রীনন্দ-নন্দন, সঙ্গে সখীগণ, কিবা সে মোহন সাজরে॥
বামে রাধিকা, সকল অধিকা, নবীন যৌবন দেহরে।
নবীন নায়র প্রেমরসে ভোর, রাসমণ্ডল-মাহরে॥
কেহ নাচত, কেহ গায়ত, কেহ দেই করতালরে।
রসের ভরে দুঁহু, সদাই সুখমন, গাওত বাওত ভালরে॥
বৃন্দাবন ভূমি, নাম-চিন্তামণি, বিলসয়ে যুগলকিশোররে।
নন্দকিশোর, ভাবে নিরন্তর, ও রস পরশ সার রে॥
তবে নৃত্য আরম্ভিল, সখীগণ যন্ত্র নিল, নানা সুমধুর বাদ্য করে।
কেহো বীণা বাদ্য করে, কেহোত পিণাক ধরে, কেহ ডম্ফ রবাব মধুরে॥

মন্দিরা মধুর স্বর, করতাল গুরুতর, নানা যন্ত্র বাজে সুললিত।
নূপুর কিঙ্কিণী যত, সেহো বাজে অবিরত, শুনি দোঁহার আনন্দিত চিত ॥
কোন সখী গান করে, অতি সুমধুর স্বরে, আনন্দে নাচয়ে দুই জন।
তবে কৃষ্ণ বংশী পূরে, সকলের ধৈর্য্য হরে, আনন্দ-সায়রে মজে মন ॥
রাধিকা গায়েন গীত, শুনি কৃষ্ণ আনন্দিত, মগ্ন হৈয়া নৃত্য আরম্ভিলা।
নানামত ভঙ্গী করি, নৃত্য করে শ্রীহরি, দেখি রাধা বিহ্বল হইলা ॥
মগ্ন হঞা নাচে রাই, কৃষ্ণ-মুখপানে চাই, হস্ত চালন করে রঙ্গে।
তাথৈ তাথৈ বোলে, মন্দ মন্দ পদ চালে, নানা ভঙ্গি করে নিজ অঙ্গে ॥
সে ভঙ্গি দেখিয়া কৃষ্ণ, হৈলা অতিশয়তৃষ্ণ রাধিকারে আলিঙ্গন করে।
মুখ চুম্বে পুনঃ পুনঃ তাহা দেখি সখীগণ, মগ্ন হৈলা আনন্দসায়রে ॥
এই মত নৃত্য পরে, রত্নবেদী উপরে, রাধাকৃষ্ণ একত্র বসিলা।
তবে সখীগণ যত, সেবা করে যথোচিত, তাম্বূল কর্পূর আনি দিলা ॥
কেহত চামর করে, দাণ্ডাইয়া কিছু দূরে, কেহ ভক্ষ্য সামগ্রী করয়।
বৃন্দাদেবী নিজবনে, সব ফল তুলি আনে, কুঞ্জ-মধ্যে সকলি রাখয় ॥
রাধিকার সঙ্গে দ্রব্য, খণ্ড লাড়ু আদি গব্য, সব দ্রব্য কুঞ্জ মধ্যে রাখি।
কর্পূর-বাসিত জল, ধরি পাত্র উপর, ডাকিতে আইলা এক সখী ॥
সখীর বচন শুনি, কৃষ্ণ আইলা আপনি, রত্নপীঠ উপরে বসিলা ॥
নানা দ্রব্য দেখিঞা, কৃষ্ণ হরষিত হঞা, সব দ্রব্য আস্বাদন করিলা ॥
আচমন করি আসি, সিংহাসনোপরি বসি, তাম্বূল ভক্ষণ করে রঙ্গে।
কৃষ্ণ-অবশেষ দ্রব্য, ফলমূল আদি গব্য, আস্বাদিলা রাই সখীসঙ্গে ॥
আচমন করি পুনঃ, আইলা কৃষ্ণ-সন্নিধান, তথা বৃন্দা শয্যাদি করিলা।
শ্রীরত্ন-মন্দির ঘর, অতি বড় সুন্দর, তাঁহা রত্নপালঙ্ক পাড়িলা ॥
পালঙ্ক উপরে ভাল, সুন্দর কুসুম-দল, শুক্ল বস্ত্র তদুপরে দিলা।
দোঁহে কর-ধরাধরি, বসিলা পালঙ্কোপরি, সেবাপরা সখীগণ আইলা ॥

রাধিকার স্নেহ অতি, মঞ্জরিকাগণ প্রতি, সেবাপরায়ণ সভে হয়
সকল মঞ্জরী-শ্রেষ্ঠা, রাধিকার কনিষ্ঠা, নাম অনঙ্গমঞ্জরী হয়।
তেঁহো নিজগণসঙ্গে, প্রবেশিলা নানা রঙ্গে, কুঞ্জমধ্যে হরষিত মনে
নানা মত সেবা করে, আনন্দিত অন্তরে, বসি রাধাকৃষ্ণ-সন্নিধানে
কনক-সম্পুট করি, তাম্বূল কর্পূর ভরি তুলি দেন দোঁহার বদনে
কেহ ত চামর করে, কেহ যায় পদতলে, রাধাকৃষ্ণ-চরণ-সেবনে
তবে পুনঃ দুই জনে, অতিরস-আলাপনে, রসাবেশে শয়ন করিল
কথোক্ষণ সেবা করি, দেখি নিদ্রা যায় হরি, সভে মেলি বাহির আইল
নিদ্রাবেশে দুই জন, গলাগলি শয়ন, দেখি সব দূরে দাণ্ডাইল
কুঞ্জদ্বার-সম্মুখে, আচ্ছাদন দিয়া রাখে, চলে নিজ নিজ সখী লঞা
নিজ নিজ কুঞ্জে তবে, গমন করিলা সভে, আসি শয্যায় করিলা শয়ন।
যার যেই নিজগণ, করে তার সেবন, এই মত সব অনুক্রমে

সাধক হইঞা এই মত আস্বাদিবে। গুরুর অনুগা হঞা মানসে ভাবিবে
অষ্টকাল দরশন সদাই করিবে। দণ্ডাত্মিক-অনুসারে স্মরণ করিবে।
সাধক সিদ্ধ দুই রূপে স্মরণ সেবনে। ব্রজলোক-অনুসারে নিজাভীষ্টসনে
কৃষ্ণের স্মরণ করি কৃষ্ণ-প্রিয়জনে। নিজভাবাশ্রিত জনের করিব স্মরণে
তথাহি (ভ র সি ১।২।২৯৫,২৯৪) —

সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ ॥
কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথা-রতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্বাসং ব্রজে সদা ॥ ইতি

এই ত কহিল শুন আর নিবেদন। যেরূপে মিলয়ে রাধাকৃষ্ণের চরণ।
নম্রতা হইবে কামক্রোধাদি-বর্জিত। নিরন্তর কৃষ্ণ-সেবাস্বাদ শ্রদ্ধান্বিত।

বৈষ্ণবের সঙ্গে বাস মনানিষ্ঠা করি। ব্রজে বাস কৃষ্ণ-সেবায় হয়ে অধিকারী॥
বৈষ্ণবের সঙ্গ বিনে কিছু নাহি হয়। অপরাধ হৈলে ভক্তি সব যায় ক্ষয়॥
বৈষ্ণব কৃষ্ণের জন জানিহ সর্ব্বথা। সর্ব্ব শাস্ত্রে কহে ইহা, না হয়ে অন্যথা॥
রসশিরোমণি রাধাকৃষ্ণ দুই জন। দোঁহার বিলাস কিছু করিল বর্ণন॥
আমি অজ্ঞ দুরাচার বড়ই অধম। অসৎ ধারণে সদা মনের গমন॥
বৈষ্ণব গোসাঞি-মুখে অনেক শুনিল। সকল স্মরণ নাহি, কিছু মনে ছিল॥
অভিলাষ-ক্রমে হইল এ গ্রন্থ-রচন। দোষ না লইহ কেহ, মুঞি অজ্ঞ জন॥
যদি কোন রস ক্রমে বিপর্য্যয় হয়। সে রস বৈষ্ণব সব করিবে নির্ণয়॥
আমি মূঢ় দুরাচার অতিবড় হীন। রস কিছু নাহি বুঝি, অতি অপ্রবীণ॥
শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-পাদপদ্মে করি আশ। এ রসকলিকা কহে নন্দকিশোর দাস॥

ইতি শ্রীরসকলিকাগ্রন্থে সম্ভোগলীলাবর্ণনং
নাম ষোড়শ-দলম্॥ ১৬

সমাপ্তেয়ং রসকলিকা ইতি

খ পুস্তক—শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ বসু মুন্সী, সাকিম কাইগ্রাম। ইতি সন ১২৩৯ সাল ২০ ভাদ্র সম্বৎ ১৮৮৯।

শ্রীশ্রীশৃঙ্গারবটের গোস্বামিগণের বংশধারা

শ্রীশ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু

- শ্রীশ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামী
  - শ্রীরামচন্দ্র
  - শ্রীরামকৃষ্ণ
  - শ্রীগোপীজনবল্লভ
    - হরিদেব
      - রঘুনন্দন
        - যাদবচন্দ্র
          - গোপীরমণ
          - রসিকানন্দ
            - শ্যামসুন্দর
            - মুরলীধর
            - নন্দনন্দন
            - **পরমানন্দ**
              - গোকুলানন্দ
                - কৃষ্ণানন্দ
                - নিমানন্দ
                  - পূর্ণানন্দ
                    - নৃসিংহানন্দ
                    - প্রেমানন্দ
                    - যাদবানন্দ
                      - সদানন্দ
                        - রসিকানন্দ প্রভৃতি
                      - রাজেন্দ্র
                      - ইন্দ্রানন্দ
                - সুন্দরানন্দ
                  - অখিলানন্দ
                    - যশোদানন্দন
                      - রোহিণীনন্দন
                      - দেবকীনন্দন
                      - জানকীনন্দন
                - কেশবানন্দ
                  - জগদানন্দ
                    - ব্রহ্মানন্দ
    - রামকৃষ্ণানন্দ